আপনি কি জানতে চান

প্রকৃত ওলী-আওলিয়া কে?

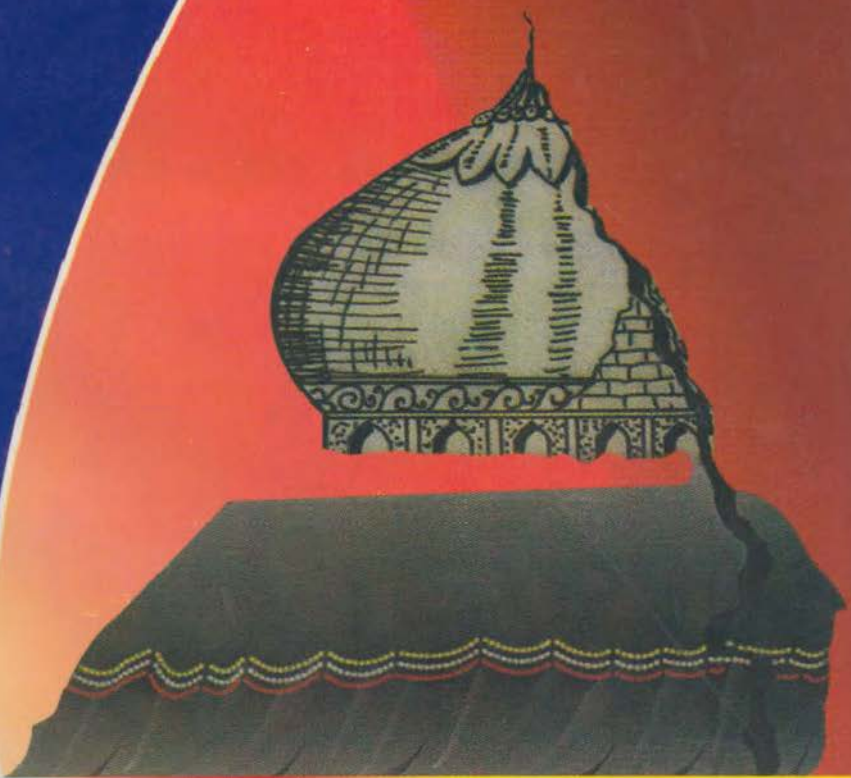

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান

আপনি কি জানতে চান•

প্রকৃত ওলী-আউলিয়া কে?

আবার শির্‌ক বিদ'আতেও ভেজাল কেন?

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রানীবাজার, রাজশাহী
০১৯২২-৫৮৯৬৪৫, ০১৭৩৯৯৩৪৩২৫

প্রকাশনায় :
আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা
(গণপাঠাগার এবং শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনা, দা'ওয়াত, সমাজ সংস্কার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান)

http://islaminonesite.wordpress.com

লেখক কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায় :

আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা

২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

☎ : ০২-৭১৬৫১৬৬, ০১১৯১৬৩৬১৪০

Email : ahlehadithlibrarydhaka@yahoo/gmail.com

১ম প্রকাশ : হিজরী ১৪২৫, বাংলা ১৪১১, ইংরেজী ২০০৪

২য় প্রকাশ : (বর্ধিত কলেবরে)

হিজরী : মুহার্‌রম ১৪৩৪

বাংলা : অগ্রহায়ণ ১৪১৯

ইংরেজী : ডিসেম্বর ২০১২

বর্ণ বিন্যাস :

এ আর এন্টারপ্রাইজ

৩৬, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০।

☎ : ০১৭১১ ৯০৬২৭৮, ০১৯১১৪৮৩৭৫৪

Email : arenterprisee@yahoo.com

বিনিময় মূল্য : ৮০/- (আশি টাকা মাত্র)

http://islaminonesite.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	**ভূমিকা**	৪
২	অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি পীর ওলী-আউলিয়াদের তুলনামূলক ছক	৯
৩	**প্রচলিত পরিভাষায় ওলী-আউলিয়াদের পরিচিতি**	১০
৪	'ইল্‌মে তাসাউফ্‌	১৫
৫	**উক্ত 'ইল্‌মে তাসাউফের উৎপত্তি**	১৬
৬	সূ'ফী মতবাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য :	২০
৭	**ওলী**	২১
৮	দরবেশ	২৫
৯	**খিরকা**	২৮
১০	বাংলা-ভারত-পাকিস্তানে প্রভৃতি স্থানে বিশিষ্ট ওলী-আউলিয়া (রাহিমাহুল্লাহ)	৩১
১১	**'ইল্‌মে তাসাওউফ ও শী'আদের সিলসিলা**	৩৪
১২	তুরীক্বাহ্‌	৪৩
১৩	**ওলী আওলিয়া বা পীরদের তুরীক্বার তালিকাসমূহ**	৪৬
১৪	পান্‌জপীর	৫৭
১৫	**কাশ্‌ফ**	৫৯
১৬	**মু'মিনগণ আল্লাহর বন্ধু**	৬৮
১৭	**অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না**	৬৮
১৮	পীর ফকীরদের আযব যিক্‌র পদ্ধতি	৭১
১৯	**শিরকের গুনাহ্‌ অমার্জনীয়**	৭৩
২০	শিরক বিদ'আতেও ভেজাল, উলামা মাশায়িখ নীরব! **শাহজালাল (রাহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে আলোচনা**	৮৭

http://islaminonesite.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم : امابعد -

ওলী বা আউলিয়া শব্দটি শুনলেই অধিকাংশের মনের পর্দায় কাদের কথা ভেসে উঠে? নিশ্চয় জীবিত বা মৃত কোন বুজুর্গ বা পীর সাহেবের কথা মনে পড়বে। কেন এমনটি হয়? কৈ সহাবায়ি কিরাম তো লক্ষাধিক। তাদের কথা মনে পড়ে না কেন? ওলী বা আউলিয়া যে শব্দ দু'টির কথা বলা হচ্ছে তা তো স্রেফ আরবী শব্দ। আল-কুরআনের ২৯টি সূরায় প্রায় ৭০ বার ঐ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। ওলী বা আউলিয়া শব্দটি বন্ধু বা অভিভাবক এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। আর প্রায় প্রত্যেকটি আয়াতে "আউলিয়া" বা "ওলী" আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে ব্যাপক ভাবে যে শব্দটি ওলী বা আউলিয়া [illegible]-কে বুঝানো হ'ল তা ঢালাওভাবে কে বা কারা ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার করল এবং কখন থেকে ও কোথা হতে?

আল্লাহ ও তার রসূলের হুবহু অনুসরণের দ্বারা বন্ধুত্ব অর্জন সম্ভব হলেও অভিভাবকত্ব লাভ করা যায় না। আর যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সুপ্রিয় হয়েছেন জীবনের প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায় আল্লাহ ও তার রসূলের রেযামন্দি হাসিল করে এ সারিতে প্রথমেই আসবে রসূলের সোহবতধন্য সহাবায়ি কিরাম। তারাই মুহাজির, আনসার, শহীদ, গাজী, মুত্তাকী, মু'মিন এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পিত বলতে য. বুঝায়। এসব বহুবিধগুণে তারাই অগ্রণী। যেমন আবূ বাক্‌র, 'উমার, উসমান, 'আলী, হামযা, তৃলহা, যুবায়ির, 'আবদুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, খালিদ বিন ওয়ালীদ, আবূ উবায়দাহ্, আবূ হুরাইরাহ্, খুবাইব, বিলাল, আম্মার বিন ইয়াসার, আবূ যর গিফারী এবং মহানাবী (ﷺ)-এর পবিত্র সহধর্মিনীসহ আহলে বাইত ও বাদবাকী সকল সহাবায়ি কিরাম আজমাইন। ঐ সমস্ত জগতধন্য ব্যক্তিবর্গ 'ইবাদাতে, সিয়াসাতে, শাহাদাতে আর তাক্বওয়া, পরহেজগারী এবং ইনসানিয়াতের কোন বিষয়ে আদৌও পিছিয়ে ছিলেন না, যার কারণে অন্যরা এসে টপকে যাবে। অথচ কোন একজন প্রবীন বা নবীণ, প্রাথমিক বা শেষের দিকের সহাবীকে ওলী বা আউলিয়া নামকরণ করা হয়েছে কি? যার প্রতি ওয়াহী নাযিল হ'ল সেই মানবকূল শিরোমনি আশরাফুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখে শুনে এবং মেনে জীবনকে ধন্য করলেন ওয়াহীর বাস্তবায়নে, সেই লোকগুলি কি আল্লাহর বন্ধু হিসাবে ওলী উপাধি নিয়েছেন না কেউ তাদেরকে আউলিয়া সম্বোধন করেছেন?

http://islaminonesite.wordpress.com

গভীর রাতে তন্ময় হয়ে সলাতে, যিক্‌র আযকারে, তাসবীহ তাহলীলে, তাহমীদ ও মহানাবী (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পাঠে তাদের সমতুল্য কেউ কি হতে পারে? তাই তো বিশ্বনাবী (ﷺ) বললেন, "তোমরা যদি উহূদ পর্বত সমতূল্য সম্পদ-স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান কর তবুও আমার সহাবার সমতুল্য হতে পারবে না।" তাহলে? তাদের মর্যাদার প্রশংসা করলেন স্বয়ং রহমাতুল্লিল 'আলামীন। কৈ তাদের নিকট এখন তো কেউ আবেদন নিবেদন করে না? তাবিঈনে ইযাম বা তাবি তাবিঈনে মুকার্‌রম এরাও জ্ঞান গরিমায় তাক্বওয়া পরহেজগারী ও আল্লাহভীতিতে ছিলেন সমুজ্জল। তারাও ঐ ওলী-আউলিয়া উপাধি নিতে পারলেন না। ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (رحمه الله), ইমাম মালিক বিন আনাস (رحمه الله), ইমাম ইদরীস আশ শাফিঈ (رحمه الله), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمه الله) প্রমুখ সকলেই স্ব স্ব অনুসারীদের দ্বারা ইমাম রূপে পরিগণিত হলেও (যেমন হানাফী মাযহাবের ইমাম, মালিকী মাযহাবের ইমাম, শাফিঈ মাযহাবের ইমাম এবং হাম্বলী মাযহাবের ইমাম কেউ তাদের অনুসারীদের দ্বারা ওলী বা আউলিয়া বলে উপাধি পাননি। অথচ ইসলামের প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে তাদের চিন্তাধারা অত্যন্ত মশহুর বলেই মাযহাবের ইমামরূপে বর্ণিত।

আবার যারা মহানাবী (ﷺ)-এর ২৩ বছরের নবুওয়্যাতী জীবনের লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলেন, সংগ্রহ করলেন, যাচাই-বাছাই করলেন এবং গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করলেন (যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনু মাজাহ্, ইমাম ইবনু হিব্বান, ইমাম দারিমী, ইমাম দারাকুতুনী, ইমাম ইবনু খুযাইমাহ্, ইমাম বাইহাকী, ইমাম নাবাবী (رحمه الله) প্রমুখ তাদের কাউকে ওলী বা আউলিয়া বলা হ'ল না। ইমাম আ'তা বিন আবী রিবাহ, ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন, ইমাম 'আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম শু'বা প্রমুখ কতইনা আল্লাহওয়ালা। যেমন পরহেজগার তেমনি বিদ্বান তেমনি মুহিবের রসূল (ﷺ) অথচ তাদেরকেও ওলী-আউলিয়া বলা হ'ল না। এরা সবাই আরব অনারব ভূখণ্ডের বাসিন্দা হয়েও কেউ ঐ উপাধি পাননি। যাকে শাইখুল ইসলাম বলা হ'ল সর্ব সম্মতিক্রমে সেই ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله)-কে আর যাকে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হ'ল সেই ইমাম গাজ্জারী (رحمه الله)-কেও ওলী বা আউলিয়া বলা হয়নি। দর্শন শাস্ত্রে দিকপাল ইবনু তুফায়িল, ইবনু হাইশাম, ইবনু রুশদ, আলকিন্দী, আল ফারাবী ও ইবনু সীনাকেও ঐ উপাধি দেয়া হয়নি।

জগতের যারা দ্বীনের খিদমাত করে এবং ইসলামের সঠিক আবেদনকে যারা তাদের 'আমালের দ্বারা সমুজ্জল করলেন সামগ্রিকভাবে তারা কেউ ঐ উপাধিধারী নন।

http://islaminonesite.wordpress.com

মহান ইমাম যাহাবী (রহঃ)-এর যামানায় মাশরিক ও মাগরিবের সকল বিদ্বানকে এক পাল্লায় এবং ইমাম যাহাবী (রহঃ)-কে অন্য পাল্লায় রাখলে ইমাম যাহাবী (রহঃ)-এর পাল্লা যে ভারী তা সকল পণ্ডিত মহল স্বীকার করেন। স্পেনের বিখ্যাত বিদ্বান ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) চারশত গ্রন্থ লিখে জগতধন্য। ফাতহুল বারীর লেখক ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) যিনি হাদীস যাচাই-বাছাই এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ ও তাকরীবুত তাহযীবসহ শত শত গ্রন্থ লিখে 'ইল্‌মের জগতকে বিস্মিত করলেন তিনি সহ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) যাদুল মা'আদ-এর লেখক, ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) তাফসীর ইবনু কাসীরসহ বিদায়া ও নিহায়ার মত শতাধিক মূল্যবান কিতাব লিখে জগতকে আলোকিত করলেন তারাও কিন্তু ওলী বা আউলিয়া উপাধি নেননি বা তাদেরকে দেয়াও হয়নি। ইয়ামান, মাক্কাহ্, মাদীনাহ্, দামিস্ক, বাগদাদ, খোরাশান, বসরা, কূফা, সিরাজ, ইস্পাহান, তাবরিজ, তিরমিয, কাবুল কান্দাহার, কিরমান, মাকরান, পেশওয়ার, পাঞ্জাব, সিন্ধু হয়ে এ পাক ভারত বাংলাদেশসহ সমস্ত ভূখণ্ডে যারা 'ইল্‌ম জুহুদ ও তাক্বওয়া অর্জনে সেরা ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাদেরকেও ডাকা হয়নি ঐ উপাধিতে। এ ভারতভূমিতে যিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন তিনি শাইখুল হিন্দ শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, তার পুত্র স্বনামধন্য শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী, তার ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাঈল শহীদে বালাকোট এবং জ্ঞানগরিমা ও পরহেজগারীতে এবং স্বাধীনতার বীর সেনানী আমীরে মিল্লাত সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ) শহীদে বালাকোট এদের কাউকেও ঐ উপাধি ধরে তখনও ডাকা হয়নি আজও হয় না। তাহলে প্রশ্ন এসব সেরা দ্বীন ও দুন্‌ইয়ার কল্যাণকামী আল্লাহর সুপ্রিয় বান্দাদেরকে উক্ত নামে না ডেকে কে বা কারা ও কাদেরকে ঐ নামে ডাকল?

আরবীয়দের শাসনের যুগ খুলাফায়ি রাশিদা এবং বনি উমাইয়া মূলুকিয়াতের যামানা শেষ হয় ৭৫০ খৃষ্টাব্দে। মহানাবী (ﷺ) তো আরব ছিলেন। ২৩টি বছরে নাযিলকৃত আসমানী ওয়াহীও আরবী ভাষায়। ফলে ইসলামী যা কিছু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ) জীবনকে ঘিরে তা সবই আরবী ভাষায় সংরক্ষিত। যে ইসলাম মানুষের ধর্ম রূপে দুন্‌ইয়ার প্রথম মানব আদম (আঃ) থেকে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এর বিধি বিধান স্রষ্টা কর্তৃক নাযিল হতে থাকে আসমান হতে তার পরিসমাপ্তি ঘটে রহমাতুল্লিল 'আলামীনের (ﷺ) নিকট। "আল য়াওমা আকমালুত লাকুম দীনাকুম অ আতমামতু

http://islaminonesite.wordpress.com

আলাইকুম নি'মাতি ও রাযিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা"। আজ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হ'ল আর তোমার প্রতি আমার নি'আমাতের ও পরিপূর্ণতা প্রদান করা হ'ল আর দ্বীন হিসাবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম।[১]

তাহলে যা কিছু ইসলামী কানুন বলা হবে, শারী'আত মারিফাত বলাহবে, তার কিছুই বাকী থাকল না। সব কিছুই দেয়া হ'ল, জানান হ'ল বিশ্বনাবী (ﷺ)-কে। আর বিশ্বনাবী (ﷺ) স্রষ্টা প্রদত্ত সবকিছুই জানিয়ে দিলেন তার অনুসারী অনুগামী সহাবায়ি কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে। যারা বলে এটা গুপ্ত ওটা অপ্রকাশ্য, এটা মারিফাত, এটা 'ইল্‌মে তাসাউফ, এটা সিনায় রহস্যাবৃত- এগুলি কথা কি রসূলের প্রতি অপবাদের শামিল নয়? নয় কি সহাবা আজমাইনে কিরামের প্রতি অজ্ঞতা অসম্পূর্ণতা ছুড়ে দেয়া অপবাদ?

শারী'আত বা দ্বীনের কিছুই গোপন যেমন মহানাবী (ﷺ) করেননি তেমনি সহাবায়ি কিরামও করেননি? তাহলে এ গোপন ভেদ রহস্যের ধুম্রজাল কারা ছড়িয়ে দিল মুসলিম সমাজে? শরী'আত ও মারিফাত এর ভেদাভেদ কারা করল? কারা শিখালো পৃথক ইসলামের একটি আবেদন? হাক্বিকাত, মুরাকাবা, মুশাহিদার তালিম তরবিয়াত? এ এমন কতগুলি শব্দ যা কুরআন ও হাদীসের পৃষ্ঠায় নেই পৃথক আকৃতি ও আবেদনে।

বনি উমাইয়ার নিখাঁদ আরবী শাসন যখন শেষ হ'ল তখনই মুসলিম জাতির জীবনে নেমে এল মিশ্র ভাল মন্দের অধ্যায়। ৭৫০ সালে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের পতন ঘটালো পারসিক ও অন্যান্য অনারবীয় মুসলিমদের সাহায্য ও প্রত্যক্ষ মদদে। সিরিয়ার দামিস্ক হতে রাজধানী ইরাকের বাগদাদে এল। মন্ত্রীসভার উজির নাজির পেশকার পাহারাদার হতে শুরু করে ইমাম মুয়াজ্জিন ও সামরিক বাহিনীতে ঢুকে পড়ল ইরানী তুরানী খোরাশানীরা। প্রভাবশালী মন্ত্রী আবূ সালমা আল খাল্লাল, রণবীর আবূ মুসলিম খুরাশানী, কুটনীতিক ও গভীর মণিষার অধিকারী খালিদ বিন বার্মাক, তৎপুত্র ইয়াইয়া এবং তার পুত্ররা- ফজল, জাফর, মূসা, মুহাম্মাদ প্রায় দু' যুগ ধরে শাসন প্রশাসন সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আব্বাসীয় খালীফাহ্‌গণ সকলেই আরবীয় বনি আব্বাস বা আব্বাসীয় বংশের। রসূল (ﷺ)-এর চাচা আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামের অনুসারী। কিন্তু তাদের সময়ে ইরানী তুরানী, তুর্কী খুরাশানী সকল অনারবরা বেশ সুবিধা গ্রহণ করে স্ব স্ব স্থান ও পূর্বতন ধর্ম এবং সংস্কৃতির পুণর্বাসনের জন্য।

---

[১] ৫. সূরাহ্ মায়িদাহ, ৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাদের রেওয়াজ রুসুম, আধ্যাত্মিক ত্বরীকাহ্ সিলসিলাহ সবই আরবীয়করণ করে ফেলে। গ্রীক, সংস্কৃত ও ইরানী ভাষার কিতাবাদী সে যে কোন বিদ্যার হোক না কেন আরবীতে অনুবাদ করার জন্য একটা একাডেমী বা ইনষ্টিউট খোলা হ'ল বায়তুল হিক্বমা বা জ্ঞান গৃহের একটি ফ্যাকল্টী বা অনুষদ রূপে। সম্ভবতঃ এ সময়েই ইসলামী পরিভাষাগুলির ভাষান্তর রূপ নেয়। যেমন সলাত নামায হ'ল, সিয়াম রোযা হ'ল, সদাক্বাহ্ সিন্নী হ'ল, ক্ববরস্থান গোরস্থান হ'ল, জান্নাত বেহেশ্ত হ'ল, জাহান্নাম দোযখ হ'ল, মালায়িকা ফেরেশতা হ'ল, নাবী-রসূল পয়গাম্বর হ'ল, 'ইবাদাত বন্দেগী হ'ল, আব্দ-বান্দা আর আল্লাহকে খোদা বলা হ'ল। বহু আরবী কুরআনী শব্দ ফারসী, তুর্কী জবানে চালু করা হ'ল। এই যে তথাকথিত গূঢ় রহস্য, 'ইল্ম মারিফাত, হাক্বীকাত, ফানা ফিল্লাহ, বাকা বিল্লাহ, আরিফ বিল্লাহ, রওশনে ইয়াজদানী এসব অধিকাংশ ইরানী আর কিছু গ্রীক এবং বেশ কিছু হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি ও অন্ধ বিশ্বাস হতে আমদানী। মহানাবী (ﷺ) থেকে উমাইয়া আমল পর্যন্ত অর্থাৎ ৭৫০ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক ১২৮/১২৯ হিজরী পর্যন্ত এগুলির অস্তিত্ব ইসলাম বিশ্বাসীদের নিকট জানা ছিল না। কেননা তখন এগুলি আমদানী যেমন হওয়া দুঃস্বপ্ন ছিল আর হলেও সমূহ বিপদও ছিল অঙ্কুরে বিনষ্টের। তখনও তাবিঈনের যামানা। তারপর তাবি-তাবিঈন এর যামানায়ও এগুলির উদয় হয়নি।

নকল ভেজাল আসল শির্ক ও বিদ'আত মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ ও সহীহ সুন্নাহর উপর জীবন ন্যস্ত করার দাবী মৌলিক ইসলামের। এ ছোট্ট লেখায় পীর আউলিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ দিয়ে যা লেখা হ'ল তা যদি প্রতিটি মুসলিম অনুধাবন করতে পারেন তবেই শ্রম সার্থক। লেখায় যে কোন প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে এবং তা লেখককে অবহিত করলে পরবর্তী প্রকাশে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা এ পুস্তক বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করায় তাদের প্রতি অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। এ বই মুদ্রণে যারা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি মুবারকবাদ। দু'আ প্রার্থী-

এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
দৌলতপুর, খুলনা।
মোবাইল : ০১৭১৪৪৪২০৫৮

http://islaminonesite.wordpress.com

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি পীর ওলী-আউলিয়াদের তুলনামূলক ছক- কেমনভাবে হিন্দু খৃষ্টানরা বৌদ্ধদের সাথে এগুলি মিল আছে নিম্নের ছক দেখলেই বুঝা যাবে।

ওলী-আউলিয়া, পীর-দরবেশদের 'ইল্‌মে তাসাউফের পরিভাষার ছক :

পীর সাহেবদের উপাধি

তারকীতে শাহানশাহ, মারিফাতে আউলিয়া, হাদিয়ে যামান, কুতুবে দাওরান, মহীউস সুন্নাহ, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, মুরশিদে কামিল, সৈয়দুৎ তলিবীন, শামসুল আরিফীন, শাইখুল মাশায়িখ, গাউসুল আযম, হাকিমুল উম্মাত, সুলতানুল মারিফাত, আশেকে রসূল, পীরানে পীর দস্তগীর, মুরশিদে বরহক, রাহনুমায়ে শারী'আত, খাজা শাহ্ সুফী হযরত অমুক।

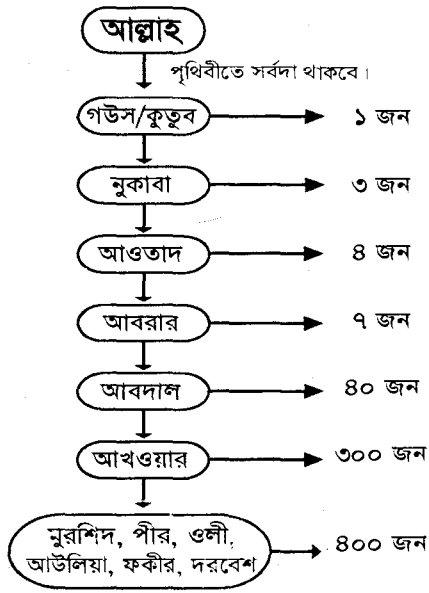

'ইল্‌মে তাসাউফের স্তর

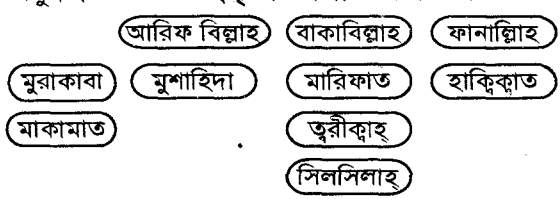

এ ছক দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'ল 'ইল্‌মে তাসাউফের উৎস বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। ইসলামের উৎস কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ পরিভাষাগুলি নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

http://islaminonesite.wordpress.com

দিপালী উৎসবের বাতি জ্বালিয়ে দেবদেবী পূজা হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের একান্ত বিষয়। প্রতি সন্ধ্যে ধূপধূনা দিয়ে রেড়ির তেলে প্রদীপ জ্বেলে দেবদেবীর মূর্তির উপাসনা তো হিন্দু সমাজে নিত্য। পুরোহিত ঠাকুর ব্রাহ্মণ যে দৈনিক ঐ আলো জ্বালিয়ে পাথুরে নির্জীব মূর্তির মধ্যে ঈশ্বর বা ভগবানের সন্ধান করে তা কি এদেশে কেউ দেখেনি? ঠিক ইরানে পারসিক অগ্নি উপাসকরাও ঐ উচু মিনারে আলো জ্বালিয়ে তাদের প্রভূ যরথ্রুর উপাসনা করে। অনেক উচু স্তম্ভের মাথায় আলো জ্বালানো হয় বিধায় ঐ স্তম্ভকে মিনার বলে। তবে প্রচলিত উচু স্তম্ভকে মাসজিদে আযানের জন্য ব্যবহার করে ওকে মিনার না বলে মাযিনা বলাই যুক্তি যুক্ত। কেননা আযানের স্তম্ভ মাযিনা হবে আর প্রজ্জ্বলিত আগুনের স্তম্ভকে মিনার বলাই ব্যাকরণ সম্মত ও ব্যবহারিক দিক দিয়েও অধিক বুৎপত্তি সিদ্ধ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আগুন, আলো, বাতি, প্রদীপ লোবান ধূপধূনা ইত্যাদি তারা মূর্তি ও মৃত, প্রতীক ও মিনারে শবদেহ দাহ বা মৃত ব্যক্তি পুড়ানোর কাজে যেমন ব্যবহার করছে তেমনি মৃত ও মূর্তির জন্যও ব্যবহার করছে। কিন্তু ইসলামের নাবী (ﷺ) ও তার অনুসারী সহাবায়ি কিরাম কি এমনটি করার কোন বিধান দিয়েছেন না নিয়েছেন জীবিত বা মৃতের জন্য।" জ্যান্ত বা জীবিতের জন্য প্রয়োজন আলো বাতির। মৃতের জন্য ক্ববরে ওটা কেন লাগবে? আঁধার সরিয়ে দিতে যদি মৃতের জন্য আলোবাতি লাগে তাহলে শীতকালে লেপ তোষকও তো লাগার কথা। তাই না? ঐ সব কাজ পৌত্তলিক মুশরিক ও পারসিক অগ্নি উপাসক মুশরিক কাফিরদের। ওটা কখনও মুসলিমের তো নয়ই বরং মুসলিমদের নিকট ক্ববর মাযার গোলজার করা বাতি ক্রয় বিক্রয়ের তেজারত ও ক্ববরের পাশে এগুলি জ্বালানো স্রেফ কুফ্‌রী। বর্তমান বৈদ্যুতিক বাতি জ্বললেও ক্ববর বা মাযার পাহারাদার মস্তানদের লোবান মোমবাতির ব্যবসায় আদৌও ভাটা পড়েনি। এমন জাহিল এদেশের মাযার পূজারীরা। এরা মুশরিক এতে কোনই সন্দেহ নেই। নাবী (ﷺ) ও সহাবায়ি কিরামের ক্ববরে এসব জঘন্য বিদ'আত প্রবেশ করতে পারেনি। যদিও শী'আরা আর অন্ধপীর আউলিয়া পূজারীরা মনে মনে জেদ শান দিচ্ছে একবার সুযোগ পেলেই ঐ সব শিরক বিদ'আত ঢুকাবে আযান দিয়ে। নিশ্চয় মা'বুদ সে সুযোগ মুশরিকদের দিবেন না। এটাই মুজাহিদ মুসলিমদের দৃঢ় বিশ্বাস। শবে-বরাত নামক এক বিদ'আতী বিশ্বাসে ঐ রাতে হিন্দুদের দিপালী উৎসবের মত মুসলিমরা ক্ববরে সারি সারি মোমবাতি জ্বালায়। বাড়ীর উঠানে আর বারান্দা কিংবা দরজা জানালায়ও মোমবাতি ধরায়। কি সর্বনাশা বিদ'আতী বিষাক্ত ছোবলে মুসলিমদের ঈমান নীল হয়ে গেল- তবুও হুশ হচ্ছে না, মাসজিদের ইমাম

http://islaminonesite.wordpress.com

আর খানকার পীর ও তার মুরিদদেরও। তারা কি নাবী (ﷺ)-কে মানে? এরা মানে না কুরআন ও হাদীসের নিষেধাজ্ঞা। এদেশের প্রতিটি মাসজিদের ইমাম ও খাতীব সাহেব, দরগার খানকার পীর মুরশিদ সাহেব আর তাবলীগের আমীর সাহেবান যদি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিতেন- এ বিদ'আত ও শির্ক কাজে তোমরা কেউ যাবে না। তাহলে দেখা যেত তাওহীদের বীজে সোনালী ফসলে এদেশে হৃদয় মন ভরে যেত। শান্তির বাতাস বইত। কিন্তু তা কি হবার আছে? রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা পাঁচবার মাসজিদে না গেলেও মন্ত্রী পরিষদে ইসলামী কানুন অনুমোদন না করলেও, সংসদে ইসলামী শারী'আতী আইন রচনা না করলেও নির্বাচনী অভিযানে জয় লাভের জন্য ঠিক মাযারে এসে দু'আ ভিক্ষা করতে কখনও ভুলেন না। তাহলে? মাযারবাসীর দু'আ ভিক্ষার অর্থ হ'ল ওলী-আউলিয়া দু'আ করলেই সোনার হরিণ ধরে ক্ষমতার মসনদে বসা যাবে নির্ঘাত। তাই যদি না হবে তবে ওখানে যাওয়া কেন? আল্লাহর নিকট সলাত শেষে দু'আ করা যায় না? পবিত্র স্থান দুন্ইয়ার সেরা জায়গা মাসজিদে পাঁচবার ফার্য সলাতান্তে অথবা রাতের শেষ প্রহরে দু'আ করা যায় না? যে দু'আ ক্ববূলের কথা আল্লাহও বলেন ও নাবী (ﷺ)-ও বলেন। কিন্তু সেখানে না গিয়ে যে ক্ববরবাসীর নিকট চাওয়ার জন্য যিয়ারাত নিষিদ্ধ সেখানে দিব্বি চলছে মানুষের ঢল- নেতা-নেত্রীর বহর। এ শির্ক বিদ'আতের মহড়া যেন এদেশের ধর্মবেত্তারা স্বীকার করে নিয়েছে আর রাজনৈতিক নেতারাও পাকা পোক্ত করেছেন। এভাবেই শির্ক বিদ'আত শিকড় গেড়ে বসেছে সমাজে। পীর ওলী আউলিয়া মুরশিদ, দরবেশ ও ফকীর যে নামেই ডাকি না কেন এদের পদচারণা ইরান ইরাকেই মূলতঃ। এদের আবির্ভাব বা তিরোভাব, খানকাহ্ দরগা কখনই হিজাজ, নজদ- মাক্কাহ্-মাদীনায় ছিলনা আর আজও নেই।

যেমন জুনাইদ বাগদাদী, আবদুল কাদির জিলানী, জুন্নুন আল মিসরী, আবুল হাসান নূরী, বাইজিদ বোস্তামী, মারুফ আল কারখী, ফরিদউদ্দীন আত্তার, হাসান বাসরী, রাবেয়া বসরী প্রমুখ। প্রচলিত সূ'ফী ত্বরীক্বার সিলসিলার ইসনাদের বা বর্ণনাকারী ব্যক্তি পরম্পরায় সূত্ররূপে সকল 'ইল্‌মে তাসাউফের সূ'ফীগণ কর্তৃক যা স্বীকৃত হ'ল নিম্নরূপ :

(১) 'আলী বিন আবী তালিব (রাঃ), (২) হাসান আল বসরী, (৩) হাবীব আজামী, (৪) দাউদ আত তাঈ, (৫) মারূফ আল কারখী, (৬) সাকাতী, (৭) জুনাইদ বাগদাদী, (৮) রূযবারী, (৯) আবু আলী কাতিব বা যাজ্জাজী, (১০) মাগরিবী, (১১) গুরগানী।

http://islaminonesite.wordpress.com

তবে মজার ব্যাপার হ'ল যে এই তালিকার প্রথম চারজনের সূত্র অলীক। কারণ এদের একের সাথে অন্যের কোন দেখা সাক্ষাত হয়নি।

সাক্ষাত অসাক্ষাত এর ব্যাপারটি এদের নিকট নিতান্ত গৌণ। মুখ্য হ'ল যুক্তি ও অস্তিত্বের প্রমাণিত হবার দরকার নেই। ভক্তিই বড়। দেখা সাক্ষাত হোক বা না হোক ভক্তিতে একের সাথে অন্যকে জুড়ে দিলেই যেন মুহব্বত টগবগিয়ে উঠে। ইশ্‌কের জোয়ারে বান ডাকে। আর দেহ হেলিয়ে দুলিয়ে যিক্‌রে জলি উচ্চৈঃস্বরে অথবা নিম্নস্বরে তালে তালে শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ নেচে নেচে করতালি বাজিয়ে ইশ্‌কে বুদ হয়ে বেহুশ রূপে একে অন্যের উপর গড়াগড়ি দিয়ে ফানাফিল্লাতে পৌঁছে গেছে প্রমাণ করতে চায় একটা অলীক বা কাল্পনিক ঘটনার কথা সূফীজগতে মশহুর। একদা **ইব্‌রাহীম বিন আদহাম** বলখী মাক্কায় গিয়ে কা'বা তাওয়াফ করছেন। হঠাৎ দেখে কা'বা তার নিজ স্থানে নেই। কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার কা'বা স্ব স্থানে দেখা গেল। সকলের প্রশ্ন কা'বা উধাও হয়ে কোথায় ছিল? **ইব্‌রাহীম বিন আদহাম** বলছেন- বসরায় কা'বা চলে গিয়েছিল। কিন্তু কেন বসরাতে কা'বা চলে গেল? বসরার **তাপসী রাবেয়া বসরী** হাজ্জ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। আল্লাহ দেখলেন যে রাবেয়া বসরী মহিলা। অত পথ কষ্ট করে মাক্কায় যাবার কি প্রয়োজন? তাই কা'বাকে বসরায় নিয়ে এসে তাপসী রাবেয়া বসরীর তাওয়াফটা করিয়ে নিলেন আল্লাহ। সূ'ফীদের বিশ্বাস- যেহেতু রাবেয়া বসরী আল্লাহর ওলী। তাই তার জন্য খাস এ ব্যবস্থা। বাহ! কি অদ্ভুত যুক্তি!

মহানাবী (ﷺ)-এর জন্য আল্লাহ যে ব্যবস্থাটা করলেন না জগতের সেরা মানব ও রসূল হলেও তাই করলেন তাপসীর রাবেয়া বসরীর জন্য? কি দুর্ভাগ্য মুসলিমদের যে এহেন আজগুবী, বানোয়াট, মিথ্যা কাহিনীকেও বিশ্বাস করতে হবে? ইয়াহূদী-খৃষ্টান আর হিন্দুদের পৌরানিক সব কাহিনী এর নিকট যেন হার মানল।

আর হাজ্জ কি কেবল কা'বা তাওয়াফ করলেই হয়? সাফা মারওয়া সা'ঈ করা লাগে না? মীনাতে অবস্থান করা লাগে না? আরাফাতে অবস্থান করাটাই যে হাজ্জ তাও কি মাফ? মুজদালিফাতে রাত যাপন এবং ১০ই যিলহাজ্জে মিনাতে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানী এবং মাক্কায় তাওয়াফে ইফাজাও মাফ হয়ে গেল? যা রসূলের নয় স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ সকল হাজীর জন্য তাও বেমালুম হজফ করে দেয়া হ'ল? আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ)-এর বিপরীত কিছু করলে সে 'আবিদ তো দূরের কথা সাধারণ মুসলিম কি থাকে? জীবন বিধানে ইসলাম যে শারী'আত 'ইবাদাত রূপে সুনির্দিষ্ট মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তার কোথাও কি এহেন

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পূর্ণ সংসার নির্বাসিত আত্মদর্শন জীবনের কোন অংশে এমনকি আছে? অথচ তিনি স্পষ্ট করে বললেন 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই।' তিনজন নিবেদিত সহাবী নিজেদের 'আমাল তুচ্ছ জ্ঞান করে শপথ করলেন যে তারা একজন জীবনে বিবাহ করবেন না, একজন সারা রাত ব্যাপী 'ইবাদাতে কাটিয়ে দিবেন আর একজন সারাটা জীবন সিয়াম পালন করবেন। আল্লাহর নাবী (ﷺ) একথা জানতে পেরে কি তাদের ধমক দিয়ে বলেননি যে, আমি রাতে 'ইবাদাত যেমন করি তেমনি কি ঘুমাই না? আমি কি বিবাহ করে সংসারী নই? তাহলে? আমার অনুসরণই কি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য এককভাবে অনুসরণ ও অনুকরণীয় নয়?

আল্লাহ বলেন :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বল তোমরা যদি আমার ভালবাসা পেত চাও তবে রসূলকেই অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।[২]

রসূলের 'ইবাদাতের পদ্ধতি বাদ দিয়ে মনগড়া 'ইবাদাত নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য নয়।

এবার আমরা ওলী-আউলিয়াদের তৈরী অথবা তাদের নামে তৈরী কিছু মারিফাতী শব্দ ও তার ব্যাখ্যা আলোচনা করব যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ইসলামী বিশ্বকোষে মুদ্রিত। এগুলি হ'ল **তাসাউফ, খিরকা, ত্বরীকাহ্, খানকাহ্, দরগা, দরবেশ, ওলী ও আউলিয়া** ইত্যাদি।

প্রথমতঃ **তাসাউফ** সম্বন্ধে ইসলামী বিশ্বকোষে ২য় খণ্ড ৪৯৪-৫০০ পৃষ্ঠার অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

---

[২] ৩. সূরাহ্ আল 'ইমরান, ৩১।

http://islaminonesite.wordpress.com

'ইল্‌মে তাসাউফ্ (تصوف) : শব্দ বুৎপত্তি বাবি তাফা'উলের تفعل ওয়াযনে মুল (ধাতু) সূ'ফ হতে উৎপন্ন। সূ'ফ অর্থ পশম আর তাসাওউফের অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস (লাব্‌সু আল- সূ'ফ)- অতঃপর মরমী তত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ্। যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামের পরিভাষায় তিনি সূ'ফী নামে অভিহিত হন।

অতীতে এবং বর্তমান যুগে এই "সূ'ফী" শব্দের বুৎপত্তি সম্পর্কে আরও যে সব উক্তি করা হয় তার সবই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যেমন, "আহ্‌ল আল-সু'ফ্‌ফাঃ" নাবী (ﷺ)-এর সময় মাদীনার মাসজিদ সংলগ্ন স্থানে অবস্থানরত সংসার নির্লিপ্ত সাধক ব্যক্তিগণ, "সা'ফ্‌ফ আওওয়াল্" (সলাতে দণ্ডায়মান মু'মিনগণের প্রথম কাতার) 'বানু সূ'ফা' (একটি বিদুঈন গোত্র), 'সা'ওফানা' (এক প্রকার শাকসব্জী), সা'ফ্‌ওয়াত্ আল-ক'ফা) (মাথার পিছনে ঘাড়ের দিকের কেশগুচ্ছ), "সূ'ফিয়া' (সা.ফা) ধাতু হতে মাযী মাজহুল-কর্মবাচ্য ফু'ই-লার ওয়াযনে গঠিত, অর্থ বিশোষিত হওয়া; প্রাচীন যুগে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে "সূ'ফী" শব্দ হতে গঠিত অভিন্ন উচ্চারণে দু' বা ততোধিক ভিন্নার্থক শ্লেষ-অলঙ্কাররূপে এই কর্মবাচ্যের প্রয়োগ (পশমীবস্ত্র পরিহিত সূ'ফী, সূ'ফিয়া) পরিদৃষ্ট হয় এবং গ্রীক Sophos (Theosophia) শব্দ হতেও তাসা'ওউফর শব্দ ব্যুৎপত্তির এই শেষোক্ত অভিমতটি এ বলে খণ্ডন করে করেছেন যে, নিয়মিতভাবে গ্রীক সিগ্‌মা (Sigma) 'আরাবী সীনে (সা'দে নয়) রূপান্তরিত হয়, আর গ্রীক Sophos এবং 'আরাবী সূ'ফী শব্দদ্বয়ের মাঝে আরামীয় (ভাষা) মধ্যবর্তী কিছু নাই।

ব্যক্তি বিশেষের নামের সাথে আল্-সূ'ফী উপনাম বা উপাধির প্রথম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এ সময় কুফার শী'আ রসায়নবিদ আল-জাবির ইবনু হা'য়্যান এবং উক্ত শহরেরই স্বনামখ্যাত মরমী আবূ হাশিম ব্যক্তিগতভাবে আল সূ'ফী উপনামে পরিচিত হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব বৈরাগ্যসূচক মত প্রচার করেন (দ্র. খাশীশ নাসায়ী, মৃত ২৫৩/৮৬৭)। আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি ক্ষুদ্র অভ্যুত্থান উপলক্ষে ১৯৯/৮১৪-এর সূ'ফীর বহুবচন সূ'ফিয়্যা' শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। মুহা'সিবী (মাকাসি'ব, ফারসী পাণ্ডুলিপি ৮৭ পৃষ্ঠা) এবং জাহিজ (বায়ান ১ : ১৯৪)-এর মতে ঐ একই সময়ে কুফায় আবির্ভূত একটি মরমীবাদী আধা শী'আ সম্প্রদায়ের উপরও এর প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এ সম্প্রদায়ের সর্বশেষ নেতা নিরামিষাশী ইমামাতপন্থী শী'আ 'আব্‌দাক আল-সূ'ফী ২১০/৮২৫ সালে বাগ্‌দাদে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তখন পর্যন্ত সূ'ফী শব্দের ব্যবহার কূফার চতুঃসীমাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com

সূ'ফীদের সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষমাণ ছিল। ৫০ বৎসরের মধ্যে সূ'ফী বলতে ইরাকের (খুরাসানের মালামাতীয়া মরমীদের বিপরীত) সমস্ত মরমীদেরকে বুঝাত। দু' বছর পর বহুবচন "সূ'ফিয়্যা" শব্দ সমগ্র মুসলিম মরমী সম্প্রদায়ের উপর প্রযুক্ত হতে লাগল যেমন আধুনিককালে ইংরেজী ভাষা "Sufi" ও "Sufism" শব্দদ্বয় এখনও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, ১০০/৭০৯ হতে উপরিউক্ত সময় পর্যন্ত সূ'ফ বা সাদা পশমী পোষাক পরিধানের রীতি বিজাতীয় এবং খৃষ্টান মূলোদ্ভূত প্রথারূপে নিশ্চিত হয় (এ পোষাক পরিধানের জন্য হাসান বাস্‌রীর ফার্‌কা'দ সাবাখী তিরস্কৃত হন)। কিন্তু দু'শত বছর পর হতে অদ্যাবধি তা একটি অন্যতম বিশেষ মুসলিম জীবন-রীতিরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

উচ্চ 'ইল্‌মে তাসাউফের উৎপত্তি : কুরআনের সূ'ফী ধর্মীয় তাফসীর এবং রসূল (ﷺ)-এর অন্তর্জগৎ সম্পর্কীয় তত্ত্বগর্ভ হাদীসসমূহ (যে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ) অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের সঙ্কলন ও রচনা। সুতরাং তাদের বিশ্বস্ততা সংশয়পূর্ণ। কিন্তু পৃথিবীর সবদেশ ও সব জাতির ভিতর মরমী জীবনের প্রতি যে প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়, হিজরীর প্রথম দু' শতাব্দীতে ইসলামেও এর অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তীকালের এতদসংক্রান্ত কাহিনীগুলি বাদ দিলে আমরা দেখতে পাব যে, জাহিজ এবং ইবনু আল-জাওযী এই যুগের কিঞ্চিদধিক ৪০ জন খাঁটি সংসার বিরাগ সূ'ফীর নাম আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন। উপাসনার আনুষ্ঠানিক আচার-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপই ছিল এদের মরমী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মুহাম্মাদ (ﷺ) স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম সমাজ হতে সংসার বৈরাগ্য বিদায় দিয়েছিলেন। "লা রাহবানিয়াত ফীল-ইসলাম" এ প্রসিদ্ধ হাদীসটি Sprenger যার অর্থ করেছেন "ইসলামে বৈরাগ্যের (Monasticism) স্থান নাই।" কুরআনের ৫৭নং সূরার ২৭তম আয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআনে বলা হয়েছে, "বৈরাগ্য আমি তাদের (খৃষ্টানদের) জন্য বিধিবদ্ধ করি নাই। তারাই এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু যথাযোগ্যভাবে তারা পালন করে নাই।" (মনে রাখতে হবে যে ইসলাম সম্মত যূহ্‌দ (দ্রঃ) হ'ল নাফল 'ইবাদাতগুলি সম্পাদন ও সর্বপ্রকার জাগতিক বস্তুর উপর এতটা আকর্ষণ না থাকা যাতে মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায়। সুতরাং তাদ্বারা নাফল 'ইবাদাতেরও অত্যাধিক বাড়াবাড়ি যথা : সারা জীবন সিয়াম পালন, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যকে অবহেলা করতঃ সারা রাত্রি সলাতরত থাকা, সংসার বিরাগী হয়ে বিবাহ না করা ইত্যাদি কোন কালেই ইসলাম সমর্থন করে নাই।[৩]

[৩] মিশকাত ২৭ পৃষ্ঠা, বুখারী ২ : ৭৫৭

http://islaminonesite.wordpress.com

পক্ষান্তরে খৃষ্টীয় রাহবানিয়া বা বৈরাগ্য বলতে বুঝায় কতগুলি লোক (স্ত্রী ও পুরুষ) বিবাহ না করে নিজদেরকে কোন মঠের সাথে সংশ্লিষ্ট করা। তাদের পুরুষগণকে monk বা সন্ন্যাসী এবং স্ত্রীগণকে nun বা সন্ন্যাসিনীকে বলা হয়। তারা আজীবন কুমার-কুমারী থাকে। পবিত্র বিবাহ বন্ধন ও স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনকে খৃষ্টধর্মে ঘৃণার চোখে দেখা হয় বলে এ প্রথার উদ্ভব। তাছাড়া সন্তান উৎপাদন করে আদি মানবের পাপবাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করার মনোবৃত্তিও এই মনোভাবের অন্যতম কারণ। ইসলাম এ প্রকার সন্ন্যাসবাদকেই নিষেধ করেছে।

যথা হাদীসে উক্ত হয়েছে :

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাতকে অবহেলা করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৪]

ইতিপূর্বে উদ্ধৃত সূরাহ্ আল-হাদীদের ২৭নং আয়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, খৃষ্টান সন্ন্যাসবাদকে তাদের নিজেদের দ্বারা উদ্ভাবিত বলে নিন্দা করা হয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নয়। ইসলামের প্রধান সূ'ফীগণের অনেকেই বিবাহিত ও সংসারী অথচ কঠোর সংযমী ও যাহিদ ছিলেন। কিন্তু প্রথম তিন শতাব্দীর ভাষ্যকারগণের মধ্যে মুজাহিদ এবং আবূ উমামা বাহিলীর ন্যায় মুফাস্সিরগণ (ত. Masignon, Essai P. 123-133) আর সূ'ফীদের পূর্বসূরীগণের মধ্যে সর্বাধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ (তু. Djunaid, Dawa) সূরাহ্ আল হাদীদের ২৭নং আয়াতের ব্যাখ্যায় রাহ্বানিয়্যাকে জায়িয এমন কি অনুমোদিত মনে করেছেন। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তা অবলম্বন করা হয়। পরবর্তী ভাষ্যকারগণ বিশেষতঃ যামাখ্শারী রাহ্বানিয়্যাতের বিরুদ্ধতা সহাবীগণের মধ্যে আবূ যার এবং হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-কে (উওয়ায়স এবং সু'হায়ব সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা চলে না) সূ'ফী মতবাদের প্রকৃত অগ্রদূত বলা যেতে পারে। তাদের পর একের পর এক বহু তাপস (নুস্সাক, যুহ্হাদ) অনুশোচক বা বিলাপকারী (বাক্কাউন) এবং চারণ কথক এবং ধর্মপ্রচারক (কু'স্সাস)-এর আবির্ভাব ঘটে। গোড়ায় জনসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন সুদক্ষ ব্যক্তিদের ন্যায় প্রধানতঃ দু'টি পৃথক সম্প্রদায়ে তাঁরা শ্রেণীবদ্ধ হন। আরবীয় মরু অঞ্চলের মেসোপটেমিয়া সীমান্তের বর্ধিষ্ণু দু'টি শহর বস্রা এবং কুফায় দু' সম্প্রদায়ের পৃথক কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠে।

---

[৪] মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।

http://islaminonesite.wordpress.com

বসরার আরব্য উপনিবেশিকগণ ছিলেন তামীমী (গোত্র) কূলোদ্ভূত, প্রকৃতিগতভাবে বাস্তববাদী ও সমালোচক। তাঁরা ব্যাকরণে যুক্তিশীলতা, কবিতায় বস্তুবাদিতা এবং হাদীস ও সুন্নাহয় বিচার বিশ্লেষণের পক্ষপাতী ছিলেন। 'আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত মতবাদে তাঁদের প্রবণতা ছিল মু'তাযিলা এবং কাদিয়ানের দিকে। তাঁদের সূ'ফীবাদের গুরু ছিলেন আল-হাসান আল-বাসরী (মৃত ১১০/৭২৮), মালিক ইবনু দীনার, ফাদ্'ল আল-রাক্'কাশী, রবাহ্ ইবনু 'আমর আল-ক'য়সী, আল-মুররী এবং 'আব্দ আল-ওয়াহিদ ইবনু যায়দ (মৃত ১৭৭/৭৯৩)। বাগদাদ ২৫০/৮৬৪ এর মুসলিম মরমী আন্দোলনের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সনেই সর্ব প্রথম ধর্মীয় আলোচনা এবং যিক্র আয্কারের হালকা অনুষ্ঠানের জন্য মিলনায়তনের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া মাসজিদগুলিতেও সূ'ফীবাদের উপর প্রকাশ্য আলোচনা এবং বক্তৃতা দানের সূচনা হয়।

এ যুগেই শারী'আতপন্থী ধর্মতাত্ত্বিকদের সাথে মরমী সূ'ফীদের মতবিরোধ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ক্রম ক্রমে এই বিরোধ চরমে পৌছার ফলে যু'ন্নূন আল-মিস্'রী (২৪০-৮৫৪), নূরী ও আবূ হা'ম্যা (২৬২/৮৭৫) এবং ২৬৯/৮৮২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, ইবনু জাওজীর তালবীস্ (১৮৩ পৃষ্ঠা) এবং হাল্লাজ বাগদাদের কা'যীদের নিকট অভিযুক্ত হন।

আহমাদ ইবনু হা'নবাল সূ'ফীবাদকে এ বলে দোষী সাব্যস্ত করেছেন যে, সূ'ফীরা মৌখিক প্রার্থনা জ্ঞাপনের শারী'আত সম্মত নিয়মের স্থলে ধ্যান তপস্যার অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন ও তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। আল্লাহর সাথে রূহের, পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার, ব্যক্তিগত, বন্ধুত্বমূলক (খুল্লাঃ) সম্পর্কে স্থাপনের অবস্থা কামনা করেছেন এবং এজন্যই শারী'আত ব্যবস্থিত আচার-অনুষ্ঠানের দায়িত্ব হতে ব্যক্তি সত্ত্বাকে অব্যাহতি প্রদান করেছেন। ইবনু হানবলের দু' প্রত্যক্ষ শিষ্য খাশীশ এবং আবূ যূর সূ'ফী মতবাদকে যিন্দিকী কুফরের একটি বিশেষ উপশ্রেণীর (রূহা নিয়্যাঃ) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলিম আধ্যাত্মবাদীদের প্রস্তাবিত "নূর মুহাম্মাদী" মতবাদের সাথে গ্রীকদের নির্গমন (emanation) মতবাদের সক্রিয় বুদ্ধি (আক্'ল ফা'ইল)-এর অভিন্নতা প্রদর্শনের প্রচেষ্টায় "ওয়াহ্দাঃ আল-উজূদ" শব্দের আমদানী ঘটেছে। ইবন্ রুশ্দ স্বয়ং এ ধারণা বিমুক্ত নন। তিনি তাঁর "তাহাফুত"-এ প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন যে, আল্লাহর পূর্ব-জ্ঞানসত্তা সর্ব-বস্তুসত্তার আদি উৎস ও সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় এবং উক্ত জ্ঞানসত্তার সক্রিয় বুদ্ধির সাথে একক নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিরূপে মানবাত্মা নিশ্চিতভাবে মিলিত হবে ইব্ন 'আরাবী (মৃত ৬৭৮/১২৪০) সর্বপথম এ অভিন্নতার মতবাদকে সুনির্দিষ্ট আকারে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, সৃষ্টি সত্ত্বা ও স্রষ্টা সত্ত্বার কোন পার্থক্য নেই (এটা ভ্রান্ত মতবাদ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সূ'ফীদের মতে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন অপেক্ষা মনের সঙ্কল্প অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। শারী'আতের আক্ষরিক অনুসরণ অপেক্ষা আচরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা অন্তর দ্বারা আনুগত্য বরণই শ্রেয়। এরূপ বিশ্বাস ও আচরণকে স্পষ্টই কুরআন বিরোধী আখ্যায়িত করে ফিক্হ ও কালামশাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ একথাই প্রমাণের চেষ্টা করলেন যে, সূ'ফীদের এ মতবাদ এবং আচরিত জীবন পদ্ধতির শেষ পরিণতি কুফর ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অতঃপর সূ'ফীতত্ত্ববিদ্গন সূ'ফীবাদের পারিভাষিক শব্দরূপে তদানীন্তন ধর্মতত্ত্বে প্রচলিত কতিপয় শব্দ গ্রহণ করেন। এটা ছিল তাদের জন্য একটি গুরুতর পদক্ষেপ। তারা কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ধার করে তার অর্থ কিছুটা বিকৃত করে দেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেন না। এভাবে শাকীক আনয়ন করেন "তাওয়াক্কুল" শব্দ, মিসরী এবং ইব্ন কাররাম আনেন "মা'রিফা", মিসরী এবং বিস্তামী আনেন "ফানা" (বিপরীত শব্দ বাকা, কুরআন ৫৫ : ২৬ ও ২৭)। খার্রায আনেন 'আয়ন আল-জাম' ইত্যাদি।

পরমাত্মা ও জীবাত্মায় অনন্যতার ধারণাজাত "প্রশান্তির দর্শন" (Quietism, যা আইনবিধির উপর ঐশী বিধানের প্রাধান্য প্রদান করেছে) সূ'ফীদেরকে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এ আজগুবি মত পোষণেও উদ্বুদ্ধ করেছে যে, ইবলীস (জীলা কর্তৃক সমর্থিত) এবং ফির্'আওনের (ইব্ন 'আরাবীর প্রখ্যাত মতবাদ) ন্যায় অপরাধীদেরও মার্জনা ও পুনর্বাসন মিলবে (নাউযুবিল্লাহ)।

(৫) সূ'ফীবাদের অপরাপর বৈশিষ্ট্য এবং তার উৎস-তথ্যের পর্যালোচনা।

http://islaminonesite.wordpress.com

সূ'ফী মতবাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য :

(ক) ইস্‌নাদ অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার বর্ণনাকারী ব্যক্তি পরম্পরা সূত্রের ন্যায় (মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত) তালিকা। সর্বপ্রথম ইস্‌নাদের কথা[৫] যা জানা গেছে তা হচ্ছে, খুল্‌দীর (মৃত ৩৮৪/৯৫৯) তালিকা। এ তালিকাটি নিম্নরূপ : জুনায়দ (৭), সাকা'তী (৬) মা'রূফ আল্‌-ফার্‌খী (৫), ফার্‌কা'দ (৪), হাসান আল-বাসরী (৩), আনাস ইবনু মালিক (২), রসূলুল্লাহ (ﷺ) (১)। বিশ বৎসর পর দাক্‌'কাফ রাখিয়া কার্‌খীয় পূর্বে দাউদ আল-তাঈ (৪)-এর নাম বসিয়েছেন। প্রাচীন ইসনাদের চূড়ান্ত বিন্যাস হয় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।[৬] তদবধি প্রধান প্রধান সমস্ত সূ'ফী ত্বরীকাহ্‌ (দ্র.) কর্তৃকই উক্ত ইস্‌নাদ স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে আসছে। এ তালিকায় জুনায়দের (৭) পর রয়েছে রূয়'বারী (৮), আবু' আরী কাতিব যা যাজ্জাজী (৯), মাদ্‌রিবী (১০) এবং গুর্‌গানী (১১)। এ তালিকার ঊর্ধ্বদিকে দাউদ আল-তা'ঈ (৪)-এর পূর্বে রয়েছেন হা'বীব আজামী (৩) হাসান, আল্‌-বাসরী (২), 'আলী (১)। ইব্‌ন আল-জাওযী এবং যা'হাবী এ তালিকা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তালিকার প্রথম চারজনের সংযোগ সূত্র অলীক, কারণ তাঁদের একের সাথে অপরের কোন সাক্ষাৎকারই ঘটেনি। বিশ্বজগত কায়িম রয়েছে। তাদের একজনের মহাপ্রয়াণ ঘটলে অবিলম্বে তার শূন্যস্থান পূরণ করা হয়। তাদের ভিতর রয়েছেন ৩০০ জন নুকা'বা, ৪০ জন আব্‌দাল, ৭ জন উমানা, ৪ জন আমূদ এবং তাদের কু'তু'ব (মরমী-মেরু-অক্ষ = গা'ওছ)।

আধুনিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসুদের পক্ষে দু'টি জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে- (১) সূ'ফীবাদের সাধারন ভজন প্রক্রিয়ার কতক উপাদান খৃষ্টীয় সন্ন্যাসবাদ হতে গৃহীত হয়েছে (A sin Palacios, Wensinck, T. Andrae). (২) গ্রীক দর্শনের কতিপয় পারিভাষিক শব্দ সিরিয়ার মাধ্যমে অনূদিত হয়েছে সূ'ফীবাদের সাথে ইরানীয় মতের সামঞ্জস্যের প্রশ্ন (Suggested by Blochet) সম্যক পরীক্ষিত হয় নাই বললেই চলে। ভারতীয় উপাদান সম্পর্কে বলতে গেলে উপনিষদ কিম্বা যোগসাধন পদ্ধতির সাথে সনাতন সূ'ফীবাদের আদর্শগত সাদৃশ্য সম্পর্কে আল-বীরূনী এবং দারা শিকোহ্‌ যে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন, এ পর্যন্ত তাতে অতিরিক্ত বিশেষ কিছু যুক্ত হয় নাই। অপর পক্ষে অধুনা প্রচলিত হাল্‌কা সমূহে (সূ'ফী সমাবেশ) যি'ক্‌ররত মরমীদের ছন্দোবদ্ধ দেহ সঞ্চালন সমীক্ষা করলে হয়ত দেখা যাবে যে, তাতে হিন্দু যোগসাধনার কতিপয় প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।"[৭]

---

[৫] ফিহরিস্ত, ১৮৩ পৃষ্ঠা

[৬] ইব্‌ন আবী উস'য়াবি'আ, 'উয়ুন, ২ : ২৫০

[৭] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বাকোষ ২য় খণ্ড।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাসাউফ সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে তাতে একথা স্পষ্টতঃ যে এটা বর্হিপ্রভাবে হয় ইরানী, নয় ইরাকী, নয় হিন্দুয়ানী, নয় খৃষ্টান যাজকতন্ত্র হতে মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করে বেশ পুষ্টি সাধিত হয়েছে। কুরআন ও হাদীস বিরোধী অলীক কল্পনার পদ্ধতি এবং যোগ সাধনা ও বৈরাগ্যবাদকে আধুনিকায়ন করে মরমীবাদ সূ'ফীবাদ দরবেশ বা আউলিয়া নামে নামকরণ করে ইসলামীকরণ করা হয়েছে। শির্ক ও বিদ'আতের চর্চা ভক্তের ভক্তিতে সূ'ফীবাদের স্রোতের মত করে মুসলিম দেশে দেশে প্রবাহিত করা হয় জান্নাতের সস্তা ভিসা পাবার মানসে। দুন্ইয়ায় এরা আল্লাহর শারীক হয়ে বসেছে আর অনৈসলামিক ধর্মতত্ত্ব ও আচার কে ইসলামী লেবাস পরিয়ে সাধারণ অজ্ঞ এবং অনৈতিক ও ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট শিক্ষিত জনকেও গভীরভাবে আকর্ষণ করছে এটা ওটা সহজে পাইয়ে দিবার জন্য আল্লাহকে আড়াল করে। আল্লাহর নিকট ভক্তের আর্জি পৌঁছানোর যে জাহিলী যুগের কল্পনা তারই পুনর্বাসন জোরে শোরে চলছে বৈরাগ্যবাদের সাধনায় তাসাউফের নামে।

এবার বিস্তারিত বিশ্বকোষ যা ২০ খণ্ডে বিভক্ত এর ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৬ পৃষ্ঠায় "ওলী" সম্বন্ধে যা বর্ণিত তার অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

ওলী (ولى ওয়ালী) : শব্দটি আরবী মূল ওয়ালা' হতে উদ্ভূত, এর অর্থ কাছাকাছি থাকা এবং 'ওয়াসিলা' শব্দের অর্থ শাসন করা, আধিপত্য করা এবং কাউকেও রক্ষা করা। সাধারণ প্রচলিত ব্যবহারে এ শব্দটির অর্থ রক্ষাকর্তা, উপকারী, সহচর, বন্ধু, নিকটাত্মীয় অর্থেও প্রযোজ্য, বিশেষত তুর্কী ভাষায়।

ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যবহৃত হলে ওয়ালী (সিদ্ধ পুরুষ) ও ইংরেজী Saint প্রায় সমার্থক। এর পশ্চাতে যে ভাবধারা বিদ্যমান তা একটি রীতিবদ্ধ মতবাদ সৃষ্টি করেছে এবং কার্যত তা যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে। ফলে পরিভাষাটির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। কুরআন মাজীদে এ মতবাদের অস্তিত্ব নাই। সেখানে ওয়ালী শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত নিকটাত্মীয় যার হত্যার জন্য প্রতিশোধ দাবী করা চলে (১৭ : ৩৩); আল্লাহর বন্ধু (১০ : ৬২) অথবা আল্লাহর সন্নিকটবর্তী; আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হিসাবেও শব্দটি ব্যবহৃত (২ : ২৫৭) : "যারা বিশ্বাসী, আল্লাহ তাদের ওয়ালী।" একই আখ্যা নাবী (ﷺ)-কেও দেয়া হয়েছে।

জুরজানীর তারীফাত অনুযায়ী ওয়ালী শব্দটি 'আরিফ বিল্লাহ (যে "তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী" যে আল্লাহকে চিনে) কথার সমার্থজ্ঞাপক। যে মুসলিম দরবেশ প্রকৃতই এই আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়া যোগ্য বলে বিবেচিত, বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি বহুবিধ বিশেষ ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করেছেন। হুজবীরী বলেন : "তিনি

http://islaminonesite.wordpress.com

শুধুমাত্র রিপুর তাড়না হতে নিজেকে মুক্ত করেন নাই, কেবল আল্লাহর নিকট নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন নাই এবং শুধু "বন্ধন বা মুক্ত" করতেই পারেন তা নয়, বরং তিনি বহু অলৌকিক ক্ষমতারও (কারামাত) অধিকারী। তিনি নিজের রূপ বদলাতে পারেন, নিজেকে দুর-দূরান্তরে স্থানান্তরিত করতে পারেন, বিভিন্ন ভাষায় বাক্যালাপ করতে পারেন, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন আজকাল মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নে প্রায়ই উল্লিখিত হয়। উদাহরণত : অন্যের মনের নিভৃত চিন্তার অনুধাবন, শব্দ বা সঙ্কেত ব্যবহার ব্যতীত চিন্তার যোগাযোগ, ভাবী কালে কি ঘটবে তৎসম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী। তিনি হালকা হয়ে শূন্যে বিচরণ করতে পারেন অথবা দূর হতে কোন বস্তুকে ডেকে নিকটে আনতে পারেন, তিনি শুস্ক ডালে পাতা জন্মাতে পারেন, জলপ্লাবন দমন করতে পারেন, বারিপাত এবং ঝর্ণাধারা রোধ করতে পারেন। হুজ'বীরী আরও অগ্রসর হয়ে বলেন যে, ওয়ালীগণের হস্তে নিখিল-বিশ্বের শাসন-ব্যবস্থা ন্যস্ত রয়েছে। তাঁদের বারকাতে বারিধারা বর্ষিত হয়, তাঁদের পবিত্রতার কারণে বসন্ত সমাগমে গাছপালা নব-জীবন লাভ করে। তাঁদের আত্মিক প্রভাবে যুদ্ধে জয় লাভ ঘটে।"

এ প্রকার ভাবধারার সাদৃশ্য দেখা যায় ব্রাহ্মণবাদের উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে রচিত ভারতীয় কাব্যে। তাঁরা পাপ রক্ষার্থে প্রায়শ্চিত্তের শক্তিবলে প্রকৃতির উপর সর্বেই ক্ষমতা অর্জন করেন। ইসলামের এই শক্তি বরং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত দানের ফল, ব্যক্তিগত গুণাগণ বা সিদ্ধ পুরুষদের সংসারবিরাগী ক্রিয়াকলাপের ফল নয়। জনসাধারণের ধারণায় সাধু পুরুষগণ এরূপ অলৌকিক বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন শক্তির অধিকারী- যেমন কোন বিশিষ্ট রোগ নিরাময় করা, বিশেষ ধরণের ব্যবসায়ে কৃতকার্যতা আনয়ন করা, পথচারীকে পথ প্রদর্শন করা এবং গোপন তথ্য আবিস্কার করা ইত্যাদি। সাধুগণের অলৌকিক ঘটনাকে মু'জিযা বলা হয় এবং এগুলি ধর্মের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত। মু'তাযিলীগণ কারামত অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে সেরূপ বিশেষ গুণের অধিকারী কেউ নাই। তাঁরা ওয়ালীগণের অলৌকিক ব্যাপারগুলি অস্বীকার করে বলেন যে, প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলিম, যিনি আল্লাহর নির্দেশমত চলেন, তিনিই আল্লাহর বন্ধু অর্থাৎ ওয়ালী।

একটি পদ্ধতি অনুসারে ওয়ালীগণ একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত এবং তা বিভিন্ন গ্রন্থকার প্রায় একই আকারে প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে ওয়ালী সর্বদাই বিরাজমান,

http://islaminonesite.wordpress.com

তবে তাঁদের ধার্মিকতা সব সময় প্রকাশিত নয়। তাঁরা সকলেই দৃষ্টিগোচর নন কিংবা তাঁদেরকে সকল সময় দেখা যায় না। তবে তাঁদের আধ্যাত্মিক মর্যাদার উত্তরণ চলতে থাকে। তাঁদর মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটলে শূন্যস্থান পূরণ করা হয়। কাজেই তাঁদের সংখ্যা সর্বদা পূর্ণ থাকে। এ পৃথিবীতে তাঁরা ৪,০০০ জন গুপ্ত অবস্থায় বাস করেন এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নন। অপরাপরগণ একে অন্যকে চেনেন এবং একত্রে কাজ করেন। যোগ্যতানুসারে তাঁদের উর্ধ্বক্রমে এরূপ : আখ্য়ার-এর সংখ্যা ৩০০; আব্দালের সংখ্যা ৪০; আব্রারের সংখ্যা ৭; আওতাদের সংখ্যা ৪; নুকাবার সংখ্যা ৩ এবং কুত্'ব বা গু'ওছ ১ জন মাত্র। বেশ কিছু সংখ্যক তত্ত্বজ্ঞানীকে প্রকৃতপক্ষে কু'ত্'ব আখ্যা দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জুনায়দ (رحمه الله) তাঁর মৃত্যুর সময়ে কু'ত্'ব ছিলেন, ইব্ন মাস্রূক ছিলেন অন্যতম স্তম্ভ (আওতাদ), প্রতি রাত্রে আওতাদ ধ্যান যোগে সমগ্র বিশ্ব বিচরণ করেন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি কু'ত্বের নিকট জানান, যাতে তিনি তার প্রতি বিধান করতে পারেন।

Doutte আলজিরিয়া হতে এ মতবাদের অপর একটি ধারা প্রকাশ করেন। এই আধ্যাত্মিক শাসনতন্ত্রে সাতটি স্তর আছে। সর্বনিম্ন স্তরে 'নুকা'বা, তাঁরা সংখ্যা তিনশ' এবং প্রত্যেকেই এক একটি আখ্যাহীন দরবেশ দলের প্রধান। তৎপর নুজাবা'র স্থান; তৎপর আবদাল, তাঁরা সংখ্যায় চল্লিশ হতে সত্তর জন; তৎপর খিয়ার নির্বাচিত সাত ব্যক্তি, তাঁরা অবিরত বিচরণ করে দুন্ইয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করে বেড়ান, তৎপর আওতাদ (স্তম্ভ), তাঁরা সংখ্যায় চারজন, তাঁরা মাক্কাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-এ প্রধান চারটি দিকে বাস করেন, তৎপর কু'ত্বের স্থান। কু'ত্ব তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়ালী এবং শীর্ষদেশে গাওসের স্থান। তিনি কু'ত্ব হতে ভিন্ন। গা'ওছ স্বীয় সম্বন্ধে বিশ্ববাসীদের পাপের কিছু অংশ বহন করতে সমর্থ।

D' Ohsson তুরস্কে প্রচলিত নিম্নলিখিত মতবাদ প্রকাশ করেন। এখানেও সাতটি ধাপ বিদ্যমান। পৃথিবীতে সর্বদা ৩৫৬ জন ওয়ালী বাস করেন। সর্বপ্রথম গা'ওছ আ'জাম বা "মহান আশ্রয়", দ্বিতীয় ধাপে তাঁর উযীর কু'ত্ব, তৎপর চারজন আওতাদ (বা Ucler) স্তম্ভ, অবশিষ্ট কয়জন সংখ্যা দ্বারা পরিচিত। উচ্লের (Ucler) সংখ্যা তিন (yadiler) সংখ্যা সাত, কিরক্লের (Kirkler) সংখ্যা চল্লিশ; উচিউযলের (ucyuzler) সংখ্যা তিনশ'।

এ সাতটি শ্রেণী বেহেশতী সুখের সাতটি স্তরের অনুরূপ, প্রথম তিন শ্রেণীর ওয়ালীগণ সলাতের সময় মাক্কায় অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থাকেন। গা'ওছ মৃত্যু মুখে পতিত হলে কু'ত্ব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং এভাবে সমগ্র স্তরের ওয়ালীগণের এক একজন উচ্চ স্তরে পৌছান। প্রত্যেক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র আত্মা পরবর্তী

http://islaminonesite.wordpress.com

উচ্চতর স্তরে উন্নীত হন। হুজবীরীর মতানুসারে আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আত-তিরমিযী (পঞ্চম/একাদশ শতক) ওয়ালীগণের এরূপ শ্রেণী বিভাগ করেন। এ ব্যক্তির অপর এক নাম ছিল মুহাম্মাদ হাকীম; খাত্‌মু'ল- বি'লায়াঃ (বি'লায়ায়েত সীলমোহর) নামে একখানা পুস্তকও তিনি রচনা করেন এবং হা'কীমী নামে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। আবূ বাক্‌র ওয়ার্‌রাক শিক্ষক' (মুআদ্দিবু'ল আওলিয়া')।

সুন্নী মতাদর্শের খাঁটি ভাবধারার সাথে এই পদ্ধতির সঙ্গতি দেখানো বেশ কিছুটা কঠিন। ধর্মতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে বলেন যে, ওয়ালীগণ যত বড়ই হউন না কেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং অন্যান্য নাবী অপেক্ষা পদমর্যাদায় নিম্নস্তরের।

পীর পূজা কুরআন মাজীদের বিধান বহির্ভূত এবং তা কুরআন মাজীদের মূল ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতও বটে। মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রস্তর, ক্ববর প্রভৃতির পূজা এবং সর্বপ্রকার কুসংস্কার নিষিদ্ধ করেছেন। জনসাধারণের অজ্ঞতা ও ভাবাবেগের দরুন ইসলামের নামে এ প্রকার আচার-অনুষ্ঠান সৃষ্ট হয়েছে। দেশের প্রচলিত রীতিনীতি এবং বিস্ময়কর বস্তু বা ঘটনার প্রতি ঝোঁক ও অন্যান্য মনস্তাতিত্ত্বক কারণে এক শ্রেণীর মুসলিমের ধর্মীয় অনুভূতি কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছে। বহু সুন্নী এবং শী'আ দরবেশ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে আবির্ভূত হয়ে মুসলিম দেশগুলিতে ভক্তি- শ্রদ্ধা লাভ করছেন। কেউ কেউ মহান তত্ত্ববাদী, প্রায়শ কোন সংঘ এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, কেউ কেউ বিভিন্ন গোত্রের পূর্ব পুরুষ অথবা সমাজপতি, রাজ্য কিংবা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, কেউ কেউ আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণী হতে উদ্ভুত, আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত, কিন্তু 'উম্মাদসদৃশ' লোক (মাজ্‌যু'ব) যার অদ্ভূত ও অসংলগ্ন উক্তি অনেক সময় ইলহাম বলে গণ্য করা হয়।"[৮]

ওলী সম্বন্ধে যে সমস্ত শির্‌কীয়া অর্থাৎ মুশরিকী কথা হুজবিরী সাহেব বলেন যা সত্যিকার আল্লাহর ক্ষমতাটাই আওলিয়াগণের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। এ ধরণের ধারণা নিতান্তই পৌত্তলিকদের। তারপর গাউস কুতুব নুকাবা ইত্যাদীদের যে কর্মবিধির কথা বলা হয়েছে এসব আজগুবী কথা মুসলিমদের কানে কারা আবিষ্কার করে পৌঁছে দিল তা হয়ত পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এসব মুসলিমদের কথা ও কাজ নয়। যদি তাই হ'ত তবে নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এসব জানতেন এবং বিশ্ববাসীকে বলতেন। কেননা তিনি কিছুই গোপন করে যাননি। যদি কিছু তিনি গোপন রেখেছেন সহাবাদের বলেননি, তাহলে তার প্রতি এসব হবে জঘন্য অপবাদ যা কুরআন বিরোধী এবং তা মুসলিমের কাজ নয়। আল্লাহকে রসূল অপেক্ষা কে বেশী চিনেছে? অথচ রসূলকে অনেক শব্দে আল্লাহ সম্বোধন

[৮] ইসলামী বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ খণ্ড।

http://islaminonesite.wordpress.com

করেছেন। কৈ আরিফবিল্লাহ বলেননি তো? তাহলে রসূলের বেশী চিনার যে বা যারা দাবী করে তারা তো মুসলিম হতে পারে না। খুলাফায়ি রাশিদাও আশারায়ে মুবাশ্শরা অপেক্ষা দুন্ইয়ার কোন ওলী-আউলিয়া আল্লাহকে বেশী চিনার দাবী করার অপর নাম ধৃষ্টতা। এসবই অমুসলিম অংশীবাদীদের নিকট হতে আমদানীকৃত বস্তু যার সাথে তাওহীদ ও সুন্নাহর কোন সম্পর্ক নেই।

এবার **"দরবেশ"** সম্বন্ধে ইসলামী বিশ্বকোষে ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় যা বর্ণিত তা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

দরবেশ (درويش দারবী'শ) : ফারসী ভাষা হতে উদ্ভুত শব্দ বলে ধরা হয়। এর আভিধানিক অর্থ দরজা অনুসন্ধান করা অর্থাৎ সংসারবিরাগী ধর্মানুসন্ধানী। এ শব্দের পরিবর্তিত রূপ দারয়োশ' এর প্রতিকুল অর্থ বহন করে, আর এর প্রকৃত উৎপত্তি অজ্ঞাত বলে মনে হয়। ইসলামী পরিভাষায় দরবেশ শব্দটি ব্যাপকভাবে ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের সভ্য অর্থে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ফারসী ও তুর্কী ভাষায় এর অর্থ আরো সঙ্কুচিত করা হয়েছে এবং আরবী ফকীর অর্থাৎ ভিক্ষুক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মরক্কো ও আলজিরিয়াতে ব্যাপক অর্থে দরবেশ শব্দের পরিবর্তে ইখ্ওয়ান অর্থাৎ এক সমাজভুক্ত ভ্রাতৃবর্গ (ইখাওয়ানরূপে উচ্চারিত) ব্যবহৃত হয়। এই ভ্রাতৃসংঘগুলি (তুরুকা, ত্বরীকাহ্ শব্দের বহুবচন, অর্থ পথ অর্থাৎ শিক্ষা পদ্ধতি, দীক্ষা ও ধর্মীয় সাধনা) ইসলাম ধর্মানুসারে ধর্মীয় জীবন যাপন প্রণালী (তু. তাসাওউফ) ব্যক্তিগত আচরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। যে সব লোক ব্যক্তিগত জীবনে জাগতিক ব্যাপারে বীতস্পৃহ থেকে অথবা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রয়ে আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করতেন তারা ছাড়াও একদল শিক্ষা-দীক্ষার গুরু ছিলেন এবং তাঁরা শাগরিদগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন এবং বিধ গুরু বা মুরশিদের মৃত্যুর পরেও তাঁর শাগরিদ দু' এক পুরুষ পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করত এবং তাদের পুরোধা হত সে মুরশিদের কোন অভিজ্ঞ শিষ্য। এতদসত্ত্বেও এ শ্রেণীর কোন প্রকার স্থায়ী সংস্থা গড়ে উঠে নাই। দ্বাদশ শতকে যে বিপর্যয়পূর্ণ সময়ে সালজুক সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছিল তখন স্থায়ী সংস্থা গড়ে উঠতে লাগল। 'আবুদল কাদির জিলানী (রহঃ) 'কাদির সংস্থা নামে যে সংস্থা প্রতিষ্ঠিত এর পর হতে এ প্রকার অসংখ্য সংস্থা গড়ে উঠতে লাগল এদের মধ্যে কতকগুলি স্বাধীন দরবেশগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর কতকগুলি পুরাতন সংস্থা হতে বিচ্ছিন্ন দরবেশগণ গড়ে তুলেছিলেন। এভাবে তার মৌলিকতা সংরক্ষিত, সেই কারণে এই মতবাদের পরম্পরা মুহাম্মাদ (ﷺ) হতে বহু খ্যাতনামা দরবেশের মাধ্যমে

http://islaminonesite.wordpress.com

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থপয়িতা পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়। তাকেই সিলসিলা বা বিশিষ্ট ত্বরীক্বাহ্‌র পরম্পরা বলা হয়। অপর সকল অনুরূপ সিলসিলা প্রসার প্রচারক পরম্পরাসহ তার প্রতিষ্ঠাতা হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত। প্রত্যেক দরবেশ তাঁর নিজস্ব সিলসিলার সাথে সুপরিচিত, সিলসিলা তাঁকে আল্লাহ তা'আলার সাথে যুক্তকারী। দরবেশ অবশ্যই প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর সংঘ প্রচারিত ধর্ম-বিশ্বাসই ইসলামের দৃঢ় তত্ত্ব বহন করে এবং তাঁর সংঘের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধতি সলাতের ন্যায়ই বিধিসঙ্গত। পীর (শাইখ, মুরশিদ, উস্‌তাদ) হচ্ছে সিলসিলার সাথে তাঁর সম্পর্কের মাধ্যমে। পীর তাঁকে সংঘের অন্তর্ভূক্ত করেন আহ্‌দ বা প্রতিশ্রুতির মারফত। প্রতিশ্রুতির (ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও প্রতিজ্ঞার) আঙ্গিক বিভিন্ন সংঘে বিভিন্ন ধরণের। উত্তরকালে নবদীক্ষিতকে (মুরীদ, অর্থ- ইচ্ছুক, প্রত্যাশী)। হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ দীক্ষা-পদ্ধতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। কোন কোন সময় এখনও দেখা গিয়েছে যে, মুরশিদ তাঁকে সংবিশিষ্ট (hypnotise) করে তাঁর সাথে একাত্ম সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

ধর্মতত্ত্ববাদ সর্বদাই সূ'ফীবাদের একটি রূপবিশেষ। কিন্তু পৃথক পৃথক ত্বরীক্বাহ্‌ তার চেহারা বিভিন্ন। ত্বরীক্বাহ্‌ অনুসারে তা বৈরাগ্যসূলভ ঔদাসীন্য হতে অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত প্রসারিত। এভাবে পারস্য দেশে (বরং সকল দেশেই) দরবেশ সম্প্রদায় দু' ভাগে বিভক্ত : এক সম্প্রদায় বা-শারা' অর্থাৎ ইসলামী বিধানের অনুসারী তাঁরা ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ মেনে চলেন। অপর সম্প্রদায় বে-শারা বা নিয়ম-কানুন বিবর্জিত অর্থাৎ তারা ইসলামের আনুষ্ঠানিক ও নৈতিক নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে মেনে চলেন না। সাধারণভাবে বলতে গেলে সিরিয়া, আরব অথবা আফ্রিকা বাসীগণের তুলনায় পারস্য ও তুরস্কবাসীগণ ও বাংলা-পাক-ভারতীয় বেশারা' সূ'ফীগণ ইসলাম হতে দূরে সরে পড়েছেন। আর একই ত্বরীকাহ্‌ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ সর্বদা আবেগময় ধর্মজীবনের উপর অধিকতর জোর দেয় এবং সংবেশন ও উম্মাদনার (হা'ল বা জায'বাঃ) সৃষ্টি করে। খালওয়াতী ত্বরীক্বার বৈশিষ্ট্য এই যে, সংঘের প্রত্যেককেই বৎসরে একবার যথাশক্তি সিয়াম পালন করে নির্জনবাসে থাকতে হয় এবং অসংখ্যবার কালিমা যিক্‌র করতে হয়। স্নায়ুতন্ত্র ও কল্পনার উপর এর ফল অত্যন্ত লক্ষণীয়। সকল সংঘেরই ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে যিক্‌র [অর্থাৎ স্মরণ অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ[৯]-এর উদ্দেশ্য উপাসককে অদৃশ্য জগত

[৯] ৩৩. সূরাহ্‌ আল আহ্‌যাব, ৪১।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

এবং সে জগতের উপর তার নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সম্যক, পরিচিতি দান। সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, যিক্‌রের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আনন্দোল্লাস ও সুখকর তন্ময়তা আসে। তন্ময়তার সঙ্গে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা এবং তৎপ্রসূত হা'ল বা দশা। পাশ্চাত্য মহল এ দরবেশের উক্ত হা'ল বর্ণনায় নর্তন কুর্দন, ক্রন্দন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। জালালুদ্দীন রূমী (মৃত ৬৭২/১২৭৩) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মৌলভী, দরবেশগণ ঘুরে নৃত্য করে উম্মাদনার উদ্রেক করেন। সা'দীগণ তাঁদের অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন এবং এখনো তারা দরগাসমূহে বায নামক এক প্রকার ছোট ঢোল বাজিয়ে থাকেন। এটা মিশরের মাসজিদসমূহে বিদ'আত বলে নিষিদ্ধ।[১০] সা'দী, রিফাসী ও আহমাদীগণ নিজ নিজ ত্বরীক্বাহ্ মুতাবিক আলৌকিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার, জীবন্ত সর্প, বৃশ্চিক বা কাঁচ ভক্ষণ, শরীরের সূঁচ বিদ্ধকরণ এবং চক্ষে শলাকা প্রবিষ্টকরণ, এসব প্রদর্শনী আংশিক চাতুর্য এবং আংশিক তন্ময় অবস্থার কারণেই সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত বহু দরবেশ যে আলোক- দৃষ্টি, আলোক- শ্রবণ এবং নিজ দেহ ভরশূণ্যকরণ ইত্যাদি ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, সেগুলির প্রতি অদ্যাবধি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেয়া হয় নাই এবং বিধ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ মনোনীত দরবেশগণের (ওয়ালী) মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কৃত কারামাত হিসাবে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। সংঘগুলির অল্প সংখ্যক খান্‌কাহ অবস্থানকারী পূর্ণ সভ্য ব্যতীত আরও বহু সাধারণ সভ্য থাকে। তারা সংসারে বাস করে, তবে তাদের একমাত্র কর্তব্য প্রত্যহ কয়েকবার যিক্‌র করা আর সময় সময় খান্‌কাহ্ যিক্‌র-এর জন্য সমবেত হওয়া। পূর্ণ সভ্যগণ খান্‌কায় (রিবাত, যাবিয়া, তাকিয়্যা বা তাক্বওয়া) বাস করে অথবা ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর ন্যায় (কালানদারী বেক্‌তাশী দলের সাথে সম্পৃক্ত)। তাঁরা অনবরত ঘুরে বেড়ান।

এমন এক যুগ ছিল যখন দরবেশগণের সংখ্যা বর্তমান যুগের চাইতে অনেক বেশি ছিল। মামলুক বাদশাহ্‌দের আমলে, বিশেষভাবে মিশর দেশে খানকা'হ্‌র সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং সেই সবের জন্য প্রভূত সম্পত্তি বরাদ্দ ছিল। তখন তাঁদের মর্যাদা এখানকার চাইতে অধিক ছিল। বর্তমান যুগে শারী'আতপন্থী আইনবেত্তাগণ ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ (উলামা) উভয়েই তাঁদের প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। এখন সংঘগুলি অধিকাংশ সভ্য আসে সমাজের নিম্নস্তর হতে এবং তাদের নিকট খান্‌কাগুলি আংশিক ধর্মশালা ও আংশিক ক্লাব ব্যক্তিগত। ফলে অধুনা সরকার খানকাগুলির কিছুটা পরোক্ষ শাসনভার গ্রহণ করেছেন। মিশরে এ ক্ষমতা শাইখ আল-বাক্‌রী প্রয়োগ করেন। তিনি সমস্ত দরবেশ সংঘের প্রধান।

[১০] মুহাম্মাদ 'আব্‌দুহ, তা'রীখ ২য় খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা

http://islaminonesite.wordpress.com

অন্যত্র প্রতিটি শহরে অনুরূপ প্রধান আছেন। কেবল সানূসীগণ আরব ও উত্তর আফ্রিকার মরু অঞ্চলের গভীরে চলে গিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যদের অনধিগম্য রেখেছেন এবং তাঁরা নিজেরা এরূপ নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত রয়েছেন। অন্য সংঘগুলি অপেক্ষা তাঁদের সংঘগুলির সভ্যগণ অধিকতর সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। সাধারণভাবে ইসলামে ধর্মীয় মর্যাদায় নারী পুরুষের সমকক্ষ বিধায় বহু নারী দরবেশও আছেন। শাইখ তাঁদেরকে শিক্ষা দেন এবং সচরাচর তাঁরা নিজেরা একত্রে যিক্‌র করেন। ইসলামে মধ্যযুগে নারী দরবেশগণ নির্জন বাস করতেন। ফলে নারী প্রধান দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও খান্‌কাহ গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে ঐগুলি তৃতীয় শ্রেণীর সংঘ বা প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য।"

দরবেশ : শব্দটিই যেহেতু ফারসী তাই কুরআন ও হাদীসে এ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। এ শব্দটি যেমন পীর শব্দটিও তেমনি পারস্য হতে জন্ম নিয়ে পারস্য হিন্দুস্তানের ঋষি যোগী সন্ন্যাসীদের আচার অনুষ্ঠান ও জীবন অনুশীলনীর পোষাক দিয়ে বৈরাগ্য জীবনের আবেদন পেশ করে যা কখনও ইসলাম নয়। "দরবেশদের জন্য **দরগাহ** শব্দটিও ফারসী। এটাও পারস্য হতে উৎপত্তি। এর অর্থ হ'ল দরজার স্থান। ইরানে সাধারণতঃ রাজকীয় দরবার বা প্রাসাদ অর্থে ব্যবহৃত। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে শব্দটি পীরের মাযার বা রওযা অর্থে ব্যবহৃত।[১১]

এটাই ইসলামের নতুন একটা বিদ'আত। এখানে যা করা হয় তা স্পষ্টতঃ শির্ক।

খির্‌কা (خرقة খির্‌কা) : "বস্ত্রখণ্ড", তা হতে সূ'ফীর মোটা পশমী আলখাল্লা বা লম্বা ঢিলা জামা। কারণ এটা প্রথমে কাপড়ের টুকরা জোড়া দিয়ে প্রস্তুত হ'ত (প্রতিশব্দ মুরাক্‌'কা 'আঃ)। হুজবী'রী বলেন, আভ্যন্তরীণ প্রজ্বলনই (হা'রকা) সূ'ফীর প্রকৃত পরিচয়, তাঁর বাহ্যিক পোষাক (খির্‌কা) নয়। খির্‌কা : সূ'ফী কর্তৃক ফাকীরী (দারিদ্র) অবলম্বনের বাহ্যিক চিহ্ন। প্রথমে এটা সাধারণতঃ নীল রঙের ছিল, কারণ এটাই শোক বস্ত্রের রঙ ছিল। কোন কোন সূ'ফী অবশ্য বিশেষ ধরণের পোষাক পরিধানের বিরোধী। তাঁরা বলেন, যদি আল্লাহর জন্যই এ প্রকার বৈশিষ্ট্য মূলক বস্ত্র পরিধান করতে হয তবে তা অনাবশ্যক; কারণ এ পোষাকের ভিতর কি আছে তা আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপেই অবগত। আর যদি তা মানুষের জন্য হয় তাহলে নিম্নোক্ত সমস্যা হতে অব্যহতি পাওয়া যায় না। দরবেশ যদি সত্যিকারের ধর্মসাধক হন তবে তা নিছক বাহ্যাড়ম্বর কিংবা দারবীশী যদি ভান হয় তবে তা কপটতা। যাই হোক এ পার্থক্যমূলক পোষাক মোটামুটি

[১১] ইসলামী বিশ্বকোষ ১৩শ খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা।

http://islaminonesite.wordpress.com

গৃহীত হয়েছে। শিক্ষানবীশ তার তিন বৎসর শিক্ষানবীশী কাল উত্তীর্ণ হবার পূর্বে এ পোষাক পেতে পারে না। পীর কর্তৃক মুরীদকে খির্‌কা প্রদান একটি অনুষ্ঠান। সুহ্‌রাওয়ারদী তাঁর 'আওয়ারিফ আল-মা'আরিফ গ্রন্থে বলেন, "এ পোষাক পরিধান সত্যের পথে সূ'ফীর প্রবেশ লাভ করার, অতীন্দ্রিয় জগতে তার অনুপ্রবেশের এবং সে যে আত্মত্যাগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে তার পীরের হস্তে সমর্পণ করছে তারই বাহ্য ও দৃশ্যমান লক্ষণ।" দু' প্রকারের খির্‌কা আছে প্রথমতঃ খির্‌কা আল-ইরাদা (সদিচ্ছার পোষাক)। এটা গ্রহণের জন্য মুরীদকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যক সচেতন থাকতে হয় এবং পীরের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ খির্‌কা আল-তাব্‌রুক (আশীর্বাদের পোষাক)। পীর যাকে তাসা'ওউফের পথে প্রবেশ করার উপযুক্ত মনে করেন তাকেই এ খির্‌কা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়োজন তাদের হয় না। প্রথমোক্ত খির্‌কা স্বভাবতই দ্বিতীয় অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের।"

এ ধরণের বিশেষ গুণসম্পন্ন মর্যাদা ও মহত্ব নিয়ে কোন পোষাক না ছিল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আর না ছিল তার সহাবায়ি কিরামের। এ ধরনের নামকরণ পোষাক ছিল তাঁদের অজানা। পোষাক কোন অলৌকিক ক্ষমতা রাখে না। খুলাফায়ি রাশিদার ৪ জন খালীফার কি এ ধরনের কোন পোষাক ছিল যা তারা তাদের ভক্তদের দিচ্ছেন বা একে অন্যকে বিশেষ গুণ বিবেচনা করে দিয়েছেন? নিশ্চয় না। বিশেষভাবে হিন্দুদের মধ্যে রাম নামাবলী দেখা যায় 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' লেখা যা ঠাকুররা পূজার সময় পরেন। বৌদ্ধ সন্নাসী ও সন্ন্যাসিনীরাও গেরুয়া বসন পরে। আর হিন্দুদের বিদ্যায় স্নাতক পদবী আচার্য কর্তৃক শিষ্যদের কে প্রদান করা হয় টোলে। যা এখন এ দেশে অনুকরণ করা হয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। পোপ পাদরীদেরও এমনটি আছে। অথচ 'উমার (رضي الله عنه) মুসলিম জাহানের খালীফাহ্ হয়েও সাধারণ মুসলিম অপেক্ষা মূল্যবান ও বেশী কোন বস্ত্র খণ্ড পাননি বাইতুল মাল থেকে।

"মহামূল্য পোষাক রতন ভূষণ,
নরের মহত্ব নারে করিতে বর্ধন।
জ্ঞান পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলঙ্কার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ব বিস্তার।

কুরআনুল কারীমে তাক্বওয়ার পোষাকই উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে।

আবার যে পোষাকে রিয়া বা গর্ব বা অহঙ্কার বা বিশেষ শ্রেণী বিভাজন করে সে পোষাক পরিদান করাও নিষেধ। তবে সুন্দর, পরিস্কার, পবিত্র পোষাক

http://islaminonesite.wordpress.com

পরিধান করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে সাদা পোষাকই উত্তম। জীবনাবসান বা মৃত্যুর পর যা পরানো হয় কাফন রূপে তাও সাদা হওয়াটাই বাঞ্চনীয় বলা হয়েছে ইসলামে। তাই বলে নোংরা ময়লা, চট, ছালা বা বিশেষ রঙ ও ধরণের পোষাক পরার কোন বিধান নেই সূ'ফীগীরী প্রদর্শনের জন্য। এসব পোষাক আদৌ ইসলামী তো নয় বরং সুন্নাতের সম্পূর্ণ খিলাফ। বেশরা ফকীর বা দরবেশরা আজ পোশাক পরে নাচ গান করে কাওয়ালী গানে। গানের সাথে বাদ্যযন্ত্র আর খোল তবলাও বাজায়। হাশিশী বা আসাসিন সম্প্রদায় যা হাসান বিন সাববাহ যিনি শাইখুল জিবাল বা পর্বতের বৃদ্ধ মানুষটি গঠন করেন। এরা লাল রঙ-এর পোষাক পরতেন। তেমনি শী'আরা সবুজ, উমাইয়ারা সাদা, আব্বাসীয়রা কাল রঙ-এর পোষাক পরে তাদের স্বকীয়তা প্রমাণ করতেন। বাংলাদেশেও এক এক পীর বা দরবেশদের এক এক রঙের খির্‌কা ও পাগড়ী খিরকার হস্তান্তর পরবর্তী গদীনশীনের জন্য যেন এক কারামতওয়ালা পোষাক যার প্রাপ্যতা সৌভাগ্য প্রতীক বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু খাঁটি ইসলাম যাঁরা সামগ্রিকভাবে অনুশীলন করেছেন রাজনীতি সমাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি ও 'ইবাদাত-বন্দেগীতে, জুহুদ ও তাক্বওয়াতে তাদের এ ধরণের কোন খির্‌কাও ছিল না বা বিশেষ আরোপিত গুণের পোষাকও ছিল না। এটাও নতুন আবিস্কার বা বিদ'আত। মুহব্বতের নাম 'ইবাদাত নয় যদি তার অনুমোদন না থাকে আল্লাহ ও রসূল (ﷺ) থেকে। এ খির্‌কার কোন অনুমোদন নেই কুরআন ও হাদীসে।

ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার 'ইল্‌মে তাসাউফের ধারাবাহিকতার প্রভাব থেকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ আদৌও মুক্ত হয়ে যারা এসেছেন ইসলাম প্রচার করতে তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে নানা কাহিনী যেমন যুক্ত হয়েছে তেমনি তাদেরকেও ওলী-আউলিয়া, মুরশিদ, দরবেশ, পীর-ফকির হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের তিরোধানের পর নানা গুণবাচক বিশেষণে ও উপাধিতে বিভূষিত করা হয়েছে। যার কোন কোন সিফাত নিছক আল্লাহ-এর জন্য খাস। যেমন গাউস, শাহান শাহ্, গাউসুল আযম, সুলতানুল আউলিয়া, দস্তগীর প্রভৃতি।

http://islaminonesite.wordpress.com

বাংলা-ভারত-পাকিস্তানে প্রভৃতি স্থানে বিশিষ্ট ওলী-আউলিয়া (রাহিমাহুল্লাহ)

রাজধানী দিল্লীসহ তৎকালীন ভারতবর্ষে পশ্চিম এশিয়া হতে অনেকে এসেছেন ইসলাম প্রচারক বা মুবাল্লিগ বা দা'ঈ হিসাবে। বুখারা হতে আগত কিছুকাল লাহোরে পরে বাদায়ুনে বসবাসরত এক বিদ্যুৎসাহী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এমন একজন কৃতী পুরুষ যার নাম **নিজামউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু আলী আল বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ),** উপাধি সুলতান আল মাশায়িখ। তবে তিনি নিজমামুদ্দীন আউলিয়া নামেই সমাধিক খ্যাত। আল-কুরআন ও হাদীসে রসূলের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে মুতাবিক ৬৩৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মুতাবিক ৭২৫ হিজরীতে দিল্লীতে মারা যান। তার উস্তায ছিলেন শাইখ ফরিদউদ্দীন গনজে শাকর। তার প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন কবি আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫)। তার মৃত্যুর পর তার ক্ববরকে ঘিরে বহু বিদ'আতী কাজ হয় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান হতে আগত পীর ভক্তদের দ্বারা।

খাওয়াজা মুঈনউদ্দীন মুহাম্মাদ চিশতী (রাহিমাহুল্লাহ)। তার উপাধি আপতাব-ই-হিন্দ বা ভারত সূর্য। তিনি সিজিস্তানে ১১৪২ খৃষ্টাব্দে/৫৩৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে/৬৩৩ হিজরীতে আজমীরে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে চিশ্‌তী বলা হয় এজন্য যে কারো মতে খুরাশানের চিশ্‌ত গ্রামের খাওয়াজা আহমাদ আবদান (মৃত ৯৬৫-৯৬৬/৩৫০ হিজরী) সূ'ফী ত্বরীক্বার প্রতিষ্ঠাতা আর এ ত্বরীক্বার অনুসারীই মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাহিমাহুল্লাহ) ভারতবর্ষে এ ত্বরীক্বাহ্ নিয়ে আসেন।

তারই খালীফাহ্ দিল্লীর **কুতুবউদ্দীন বাখতিয়ার কাকী** (মৃত ১২৩৫/১২৩৬) কুতুব মিনারে নিকট সমাহিত। তদ্বীয় খালীফাহ্ **ফরিদউদ্দীন শাকার গনজ** (মৃত ১২৬৮-১২৬৯/৬৬৮ হিজরী) পাঞ্জাবে অবস্থিত তার দরগাহ।

জালালউদ্দিন শাহজালাল (রাহিমাহুল্লাহ) পূর্ব পুরুষ কোন এক সময়ে ইয়ামান থেকে এশিয়া মাইনরের কুনিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সে স্থানেই ১১৯৮ খৃষ্টাব্দ/৫৯৫ হিজরী আগে বা পরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুহাম্মাদ। জালালউদ্দিন চিরকুমার ছিলেন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি তার উস্তায সাইয়্যিদ আহমাদ রাসাবীর নির্দেশ মুতাবিক ও নিজ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে দেশ ভ্রমণে বের হন প্রায় ৭০০ অনুচরসহ। তারা সবাই সমরবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ভ্রমণের উদ্দেশে ইসলাম প্রচার ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যুদ্ধ করা। তিনি

http://islaminonesite.wordpress.com

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে যখন আসেন তখন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকল (১২৯৬-১৩১৬)। মহর্ষি নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সাথে তার দেখা হয়। বাংলায় তখন শামসুদ্দীন ফিরুয শাহ (১৩০১-১৩২১) সিলেটে তখন রাজা গৌড় গোবিন্দের দোর্দন্ড প্রতাপ এবং তিনি ছিলেন ভীষণ মুসলিম বিদ্বেষী। বুরহানউদ্দিন নামে একজন মুসলিমগরু জবেহ করলে রাজা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে তার হাত কেটে দেয়। একথা বাংলার সুলতানের কর্ণগোচর হলে তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ১ম বার সুলতানের সৈন্যরা সফলকাম হতে পারেনি। সুলতানের সৈন্য দলের সাথে বাংলা অভিমুখে অগ্রসরমান শাহজালাল (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ৩১৩ জন সঙ্গী সাথীর দেখা হয় এবং যেহেতু যোদ্ধা তাই একত্রিত সৈন্য নিয়ে এবার গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করে সেখানে ১৩০৪ সালে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহজালালের দীনদারী ও যশোকীর্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি সিলেটে ও আসাম অঞ্চল ব্যাপী দ্বীন প্রচার করতে থাকেন। গরীব দুঃখীর প্রতি তার বড়ই টান ছিল। তিনি সিলেটেই সম্ভবত ১৩৪৪/৭৪৫ হিজরী ইন্তিকাল করেন। উঁচু টিলায় তার সমাধি বর্তমান। তার সমকালীন ৪জন শাহজালাল ছিলেন : ১. শাহজালাল ইয়েমেনী, ২. জালালউদ্দিন তাবরিজী, ৩. জালালউদ্দিন কুনাই ও ৪. জালালউদ্দিন তুর্কীস্তানী। সিলেটে কোন জালালউদ্দিনের মাযার তা বলা মুশকিল।

খান জাহান আলী (রাহিমাহুল্লাহ) সম্ভবত ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যশোর-খুলনা অঞ্চলে আগমনের পূর্বে দিল্লী সুলতান সাইয়িদ খিজিরখান (১৪১৪-২১) অধীনে সামরিক বাহিনীর সেনাপতির পদে ছিলেন। পরে পদত্যাগপত্র দিয়ে বঙ্গে আগমন করেন ইসলাম প্রচারের জন্য বহু অনুগত অনুচরসহ। ১৪১৯ সালে তিনি বঙ্গে আগমন করেন। সে সময়ে বঙ্গের শাসক ছিলেন রাজা গণেশের পুত্র নওমুসলিম জালালউদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ (১৪১৮-১৪৩১), শামসুদ্দীন আহমাদ শাহ (১৪৩১-১৪৪২) ইলিয়াস শাহী বংশীয় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯)। এ সময়ে বাংলায় ইসলাম প্রচারে বেশ অনুকুল পরিবেশ ছিল। তিনি গৌড় হয়ে যশোর-খুলনায় এসে প্রথমে বার বাজারে তার নিবাস স্থাপন করেন। তার যাত্রা পথে যে কাজগুলি তিনি করতেন- তাহ'ল জন সেবামূলক। যেমন রাস্তাঘাট, পুকুর খনন, জঙ্গল পরিস্কার করে কৃষি ক্ষেত এবং মাসজিদ মাদ্রাসা তৈরী। হিন্দু-মুসলিম তার নির্মল চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তারই অনুসরণ করত এবং বহু ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতপাটের হিন্দু ও মুসলিম হয়। তিনি বারবাজার, মুরলী কসবা, পয়গ্রাম কসবা, মাসজিদকুড়, আমাদী খানপুর বিদ্যানন্দকাটী মির্জাপুর, বাশুড়ী, শুববাড়ী, দৌলতপুর, ব্রাহ্মণগাতী, রাংদিয়া, চন্দ্রঘোনা, সামন্তসেনা, ফিলজঙ্গ,

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

দৌলতাবাদ, মূল বাগেরহাট অর্থাৎ বার বাজার থেকে ৭০ মাইল বাগেরহাট পর্যন্ত দীর্ঘপথে তিনি ৩৬০টি মাসজিদ ও ৩৬০টি পুকুর খনন করে লোনা পানির বদলে মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করেন। শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন, বিচার কার্য সাধন ও প্রশাসনিক কাজসহ ইসলামের 'ইবাদাতের বিধানগুলি তিনি নিষ্ঠার সাথে করতেন। তার বহু ভক্তের দ্বারা রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর খনন এবং মাসজিদ মাদ্‌রাসা ইত্যাদি অতি দ্রুত স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করেন। তার স্থাপত্য কীর্তি বহু। বিশেষভাবে বাগেরহাটে ষাটগুম্বুজ, মাসজিদে ঘোড়া দীঘি ও তার মাযার কীর্তি বিদ্যমান। তিনি আধ্যাত্মিক নেতাও ছিলেন আর যোগ্য প্রশাসকও ছিলেন। বাগেরহাটে সামন্তসেনা এবং ফিল জঙ্গ স্থানের নামকরণে এটা প্রতীয়মান হয় যে স্থানীয় হিন্দুদের সাথে হস্তী বাহিনীর মোকাবিলায় তিনি জয়ী হন বিধায় একটি স্থানের নাম রনবিজয়পুর নামে খ্যাত। আরবীতে হাতীকে ফিল বলে আর জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ। এটা ফারসী শব্দ। তাই ঐ স্থানটি ফিল জঙ্গের পরিবর্তে এখন পিলজঙ্গ হয়েছে। যাই হোক তিনি সত্যিই ছিলেন একজন সফল ও সার্থক সমরবিদ, সমাজ সংস্কারক, ইসলাম প্রচারক, স্থপতি এবং জনকল্যাণকামী নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্ব। তার এই অতুলনীয় বহুবিধ কর্মের জন্য তিনি বিখ্যাত।

এমনিভাবে রাজশাহীর **শাহ্ মাখদুম,** বগুড়ার **মাহে সাওয়ার,** ঢাকার **গোলাপ শাহ্** আর চট্টগ্রামে **বাইজীদ বোস্তামী** (রহঃ)-সহ হাজার হাজার পীর ওলী আওলিয়া রূপে খ্যাত ব্যক্তি শুয়ে আছেন উভয় বাংলার যমীনে। যদিও **বাইজীদ বোস্তামী** এদেশে আসেননি এবং তার যে ক্বর চট্টগ্রামে আছে তা প্রকৃত ক্বর নয়। তার প্রতীক ক্বর। তাঁর আসল ক্বর ইরানের বিস্তাম শহরে বিদ্যমান।

ঐ সকল সফল মহান ব্যক্তিবর্গ যেমন প্রয়োজনে হাতে তরবারী ধরেছেন, যুদ্ধ করেছেন, বিজয়ী হয়েছেন, ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন তেমনি জনহিতকর কাজও করেছেন। কিন্তু তাদের আদর্শ ভুলে এ ভারত ভূমিতে যারা পীর আউলিয়া দরবেশ, ফকীর, মুর্শিদ বনে গেছেন অনেকে অজস্র নাম নিশানায় তাদের নিকট তাদের জাগ্রত আদর্শ আজ নেই। ঐ সমস্ত ব্যক্তি কখনও মাযার পাহারা দেননি। কিন্তু তারপর? যারা এলেন ঐ নামে তাদের কাজ কেবল মুরাকাবা মুশাহিদা ফানাফিল্লাহ আর কারামতি নিয়েই ভক্তের ভেট, নজরানা, প্রসাদ প্রাসাদে বসে খুব তৃপ্তির সাথে খাচ্ছেন। আর তালকিন ও তরকিব দিচ্ছেন পাগড়ী ধরে বিশেষ ঢং-এ যিক্‌র করে জান্নাতের চাবিটা নির্ঘাত পাওয়া যাবে। সুন্দর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভক্তের দ্বারা পদযুগল মালিশ করিয়ে হস্ত চুম্বনের মাঝে অর্থের কাগজ গুজে দিলেই মুরশিদ প্রশান্তির সাথে চোখ বুঝে এমন ভাব দেখান যেন তার রুহ মুবারক অন্য এক জগতে বিচরণ করছে। এক পীরের ত্বরীক্বার সাথে অন্য পীরের পার্থক্য। যিকির আযকারেও। নজর নেওয়াজ সিন্নি আর বখশিশের অঙ্কেও। এদেশে যত খানকাহ দরগাহ- তত রকমের পথ ও পদ্ধতি হুজুর ক্বিবলাদের!

http://islaminonesite.wordpress.com

'ইল্‌মে তাসাওউফ ও শী'আদের সিলসিলা

শী'আরা যেমন তাদের তরিকা বা ইমামগণের সিলসিলা মুহাম্মাদ আল মুনতাযার থেকে শুরু করে উৎস মূলে উপনীত হয়েছে 'আলী (রাঃ)-তে তেমনি ইল্‌মে তাসাউফ বা পীরপন্থীরা ও তাদের ত্বরীক্বার সিলসিলা টেনে নিয়ে 'আলী (রাঃ)-তে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু কেন? এমন একটা সুন্দর মিল শী'আদের সাথে মারিফাতীদের ঘটল? শীয়াদের ইমামদের ধারা :

১। **'আলী বিন আবি তালিব** (রাঃ)
২। **হাসান বিন 'আলী** (রাঃ)
৩। **হুসাইন বিন 'আলী** (রাঃ)
৪। **জয়নুল আবিদীন** (রহঃ)
৫। **মুহাম্মাদ আল বাকির** (রহঃ)
৬। **জাফর আস সাদিক** (রহঃ)
৭। **মূসা আল কাজিম** (রহঃ)
৮। **আলী আর্ রিজা** (রহঃ)
৯। **মুহাম্মাদ আত্ তাকী** (রহঃ)
১০। **আলী আন্ নকী** (রহঃ)
১১। **হাসান আল আসকারী** (রহঃ)
১২। **মুহাম্মদ আল মুনতাযার** (রহঃ)

শী'আরা বিশেষ রঙ-এর পাগড়ী ব্যবহার করে আর মারিফতী পীরগণ ও বিশেষ রং-এর পাগড়ী ব্যবহার করে। তা ছাড়া পীরদের খিরকা বা বিশেষ ঢিলে ঢালা আলখেল্লা জামার উপর পরিধান করে। আর এই খিরকা বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর হতেই থাকে। যেন ওর মধ্যেই বিশেষ মহত্ব ও গুণাগুণ। শী'আরাও পরে। মুঘল বাদশাহরাও পরত। সিনায় সিনায় বা কলবে কলবে রুহানী ফয়েজ ইত্যাদি বিষয়গুলিও শীয়াদের মধ্যে বিদ্যমান। মুরশিদ যিক্‌র করতে করতে বেহুশ হলেই বোঝা যাবে যে হুজুরের কলব জারি হয়ে গেছে। ফানী দুন্‌ইয়া হতে রুখসত নিয়ে মাশুকের সাথে মিলিত হয়েছে। এটাই ইশ্‌কে ইলাহী রওশানে ইয়াজদানী আরিফবিল্লার মোক্ষম মোকাম।

পীর-ফকীর, ওলী-আউলিয়া বা দরবেশ হলে তার একটা দরগা চাই। চাই খানকা ও খিরকা। চাই মোকাম তরিকা। চাই গিলাফে ঢাকা একটা মাযার। দরবেশরা লম্বা খিরকা করে পাগড়ী মাথায় দিয়ে এশকে বুদ হয়ে গোলাকারভাবে কোন কোন ত্বরীক্বায় নৃত্য করতে করতে লুটিপাটি খায়। মরমী বাদ এখানেই শিখরে উপনীত। মাওলানা রুমী, শেখ সাদী 'মাইজভান্ডারী' কবি হাফিজ নাকি

http://islaminonesite.wordpress.com

এমন এক মরমী সূফী বাদের সন্ধান দিয়েছেন। কবি হাফিজের দিওয়ান, শেখ সাদীর গুলিস্তা বুস্তা, রুমীর মসনভী, ফেরদাউসীর শাহ্নামায় অনেক আশেক মাশুকের ব্যাপার যেমন বর্ণিত তেমনি দেওয়ানা (উম্মাদনায় বিভোর) সূ'ফীদের নৃত্যরত ছবিও চিত্রিত হয়েছে। ইউসুফ জুলেখা, শিরি-ফরহাদ, লাইলী-মজনু ইত্যাদি ছবি ও কল্পনা করে আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ মরমীবাদ, সূ'ফীবাদ, তাসাউফ, সব যেন ইশকে ইলাহীতে উপনীত হবার ভিন্ন ভিন্ন ত্বরীক্বাহ্। কিন্তু কথা হ'ল- যে মহান ব্যক্তি 'আলী (রাঃ)-এর উৎস হতে ওদের আগমন সেই হযরত আলীর কি বিশেষ খিরকা ছিল? না খানকা ছিল? ছিল কি দরগা? না বিশেষ তরিকা ছিল? তার কি রুহানী এশকের নতিজা এমনটি ছিল? তার ফানাফিল্লাহ, বাকাবিল্লাহ, আরিফবিল্লাহ বলে কি কিছু ছিল যা তিনি পরবর্তীতে শিখিয়ে দিয়েছেন? না, না, তার এসব কোন কিছুই ছিল না। এ গুলির আবিস্কার তার যেহেনেও ছিল না। তার কল্পনায়ও এসবের কোন বালাই ছিল না। তিনি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। মহানাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিখাঁদ অনুসারী। নাবী জীবন তো দূরে থাকুক তার প্রায় লক্ষাধিক সহাবায়ি কিরামদের কারো জীবনে এ ধরনের নক্শা ছিল না যা শী'আরা করে আর যা এসব মরমীবাদী সূ'ফীরা করে।

তারা যে সব উপাধি নিয়ে আজ ইছালে সাওয়াব ও ওরশ নামক মৃত্যু বার্ষিকী পালন করছে সেগুলির কোন একটি কি কোন সহাবা গ্রহণ করেছেন না, তার ব্যবহার তারা করেছেন? যেমন ছকে প্রদর্শন করা হয়েছে : **ত্বরীক্বায়ে শাহান শাহ, মারিফাতি আওলিয়া, হাদিয়ে যামান, হাকীমুল উম্মাত, মুহিউস সুন্নাত, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, মুরশিদে মুকাম্মাল, ওলীয়ে কামিল, সৈয়দ্যুৎ তলিবীন, শামসুল আরিফিন, শাইখুল মাশায়িখ, গাউসুল আযম, কুতুবে দাওরান, হাকীকাতে আশিকান, সুলতানুল মারিফাত, আশেকে রাসূল, পীরানে পীর, দস্তগীর, মুরশিদে বরহক, রাহনুমায়ে শরীয়ত, খাজা, শাহ সূ'ফী মাদ্দাজিল্লুল্লাহ আলী হযরত অমুক** ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোন সাহাবী কখনও কি উচ্চারণ করেছেন যে আল্লাহকে পেতে হলে তার সান্নিধ্যে যেতে হলে- ত্বরীক্বাত, হাক্বীক্বাত, মারিফাত ইত্যাদি নামের ক্রিয়াকলাপ ব্যবহার করতে হবে যা সূ'ফী, মরমী, বা পীর সাহেবরা করেন। সহাবাগণের কারো মৃত্যু হলে কি বর্ষপূর্তি বার্ষিকী পালন করতেন ইছালে সাওয়াব বা ওরশ বা অন্য কোন নামের অনুষ্ঠান সাজিয়ে? উত্তর, না। মোটেই না। মুরিদ- মুর্শিদ নামের পরিচয় ছিল কি? একেবারেই না। তারা কি ক্ববর পাকা করে গিলাফ চড়িয়ে সারি সারি ডেকচী সাজিয়ে ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন? মোটেই না। তারা ক্ববরে খাদেম রাখতেন? অবশ্যই না। কেন রাখবেন? যিনি খিদমাত করেন তিনিই

http://islaminonesite.wordpress.com

খাদেম। আর এ খিদমাত প্রয়োজন জীবিতদের জন্য মৃতদের খিদমাত করার দায়িত্ব তো জীবিত ভক্তদের নয়। এ দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। তিনি মালায়িকা দিয়ে সুকর্মকারীদের শান্তির আর শিরক বিদ'আত ও যাবতীয় দুস্কর্মকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন মৃত্যুর সাথে সাথে। এ বিষয়ে ক্ববরের উপরের লোকদের কিছুই করণীয় নেই ঐ ক্ববরবাসীর জন্য খাদিমকে বসিয়ে। একটি মানুষের মনের যন্ত্রণা শুরু হলে কি বুকে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা যায়? রসূলুল্লাহ (ﷺ)-সহ কোন সহাবায়ি কিরামের ক্ববর বা মাযারে খাদেম নেই। নেই মস্তান পান্ডা জটাধারী বিশেষ রং-এর পোষাকে ইয়া লম্বা দাড়ি গোফচুলওয়ালা বেশরা দলবল। যারা যিয়ারাতকারীকে বাধ্য করে লুবান, বাতি, আতর কিনতে আর পিছন ফিরে হেটে আসতে নগ্ন পদে। ফুল, তুলশী, তাবিজ-কবজ, সিন্নি, নযর-নেওয়াজ, কুরবানী গরু-ছাগল, হাস-মুরগী তো আছেই। ক্ববরবাসীর কি হচ্ছে আল্লাহই মালুম। এদিকে তার ক্ববরে তো উৎসবের হাট বসিয়েছে জন অরন্য গোলজার করে। চাওয়া পাওয়ার ডালি সাজিয়ে। এ দৃশ্য কি সহাবায়ি কিরামের ক্ববরে কেউ দেখেছেন? লক্ষাধিক হাজি সাহেবরা তো বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছেন প্রতি বছর। চোখে পড়ে নাই। এমনকি জান্নাতুল বাকীতে যেমন জান্নাতী সহাবীরা শুয়ে আছেন তাদের কার ক্ববর কোনটা চিনবারও উপায় নাই। সব মাটি সমান। কেবল কয়েকখণ্ড পাথর ক্ববর শিয়রে রেখে প্রমাণ করছে এখানে একটা ক্ববর আছে।

মহানাবী (ﷺ)-এর ক্ববরেও খাদেম নাই। আছে সশস্ত্র সিপাহী। নিরাপত্তা প্রহরী। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কেউ ক্ববর মুখী হয়ে কিছু চাওয়া-পাওয়ার জন্য মুনাজাত না করে। অথবা অতর্কিত কোন হামলা না হয়। ইয়াহূদী-খৃষ্টানরা তো প্রিয় নাবী (ﷺ)-এর দেহ মুবারক একবার চুরি করতে চেয়েছিল গোপন সুড়ঙ্গ কেটে। সে চেষ্টা ব্যর্থ।

তাহলে দুন্ইয়ার সেরা মানব ও তার অনুসারী সহাবাদের ক্ববরে যা হয় না তা পীর ওলী আউলিয়াদের ক্ববরে কেন হবে? তারা কি এদের উর্ধ্বে? না এদেরকে তারা মানে না? কোনটা সত্য? আর 'আলী (رضي الله عنه) তাঁর জীবদ্দশায় এগুলি কল্পনাও করেনি। তবে তার মৃত্যুর পর তার ক্ববর যেহেতু ইরাকের নাজাফে শী'আদের কবজায় তাই সেখানে অনেক কিছুই হয় যা ইসলাম বিরোধী। তবে যদি তার ক্ববর মাক্কাহ্ বা মাদীনায় হ'ত তবে নিশ্চয়ই এমনটি হতে পারত না। মা ফাতিমাহ্ (رضي الله عنها) ইমাম হাসান (رضي الله عنه)-এর ক্ববর যেহেতু জান্নাতুল বাকী নামক মাদীনার ক্ববরস্থানে তাই তাদের ক্ববর শিরক এবং বিদ'আত হতে মুক্ত।

এবার ঐ প্রশ্নের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আবূ বাক্র (رضي الله عنه) যিনি মহানাবী (ﷺ)-এর ভাষায়- জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন, তাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

সূ'ফীরা স্মরণ করল না। 'উমার (রাঃ) যাকে মহানাবী (ﷺ) বললেন : তার পরে কেউ নাবী হলে তিনি হতেন এবং শাইত্বন তার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত এবং তিনিও জান্নাতী। জান্নাতে 'উমার (রাঃ)-এর ঘরটিও মহানাবী (ﷺ) প্রত্যক্ষ করে তার বর্ণনাও দিয়েছেন। তার কথা বলে না মারিফাতীরা। আর শী'আরা তো তাকে দুশমন মনে করে। আর যদি কেউ মনে করে যে 'আলী (রাঃ)-কে তো মহানাবী (ﷺ) একটি কন্যা বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ 'উসমান (রাঃ)-কে তো তিনি পর পর দু'টি কন্যা বিবাহ দেন। একজন মারা গেলে আরও একটি কন্যাকে বিবাহ দেন। যার জন্য তার নাম জুন্নুরাইন। দু' নূরের অধিকারী, আর দানে ও ধৈর্য সহনশীলতা এবং নম্র-লজ্জায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। তিনিও মহানাবী (ﷺ)-এর ভাষায় জান্নাতী। কই তাঁকেও তো না শী'আরা, না সূ'ফীরা আপনভাবে?

পারস্যে ওলী, আউলিয়া, পীর, দরবেশ, খিরকা, খানকা, দরগার জয় জয়কার। একমাত্র ওলী-আউলিয়া শব্দ বাদ দিলে আর সব শব্দগুলির জন্মস্থান ইরান বা পারস্যে। এ শব্দগুলি ইরান থেকে আমদানী অথবা ইরান এ শব্দগুলি বিদেশে রপ্তানী করেছে। ভাল রপ্তানী বাজার পেয়েছে ভারতবর্ষে। কেননা ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও আচার অনুষ্ঠানের সাথে ঐ শব্দগুলির বেশ মিল আছে। পারস্যের রাজ বংশের শেষ সম্রাট ইয়াযদির্জিদ 'উমার (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে নেহওয়ান্দ যুদ্ধে ১,৫০,০০০ সৈন্য নিয়েও মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় অসংখ্য সৈন্য হতাহত হবার পর পরাজয় বরণ করেন এবং পালিয়ে যান। 'উসমান (রাঃ)-এর এ সময় পলাতক জীবন নিয়ে ফারগানায় মৃত্যুবরণ করেন। এ পারস্যরাজ ইয়াযদির্জিদ-এর কন্যা **শাহারবানু** মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং 'আলী (রাঃ) তাকে মুক্ত করে তদ্বীয় পুত্র **হুসাইনের** সাথে বিবাহ দেন। হুসাইন (রাঃ)-এর ঔরসে শাহারবানুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন **জয়নুল আবিদীন।** যিনি কারবালা যুদ্ধে একমাত্র জীবিত পুত্র, আওলাদে রসূল। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রপৌত্র অর্থাৎ নাতির ছেলে। জয়নুল আবিদীনকে ২য় 'আলীও বলা হয়। তার ধমনীতে যেমন 'আলীর রক্ত প্রবাহমান তেমনি পরস্যের শেষ সম্রাটের শোনিত ধারাও বহমান। এ দিকদিকে পরাস্যের সাথে যোগসূত্র বিদ্যমান ও 'আলী (রাঃ)-কে সম্পৃক্ত করার নেপথ্যে রুজু করা হয়ে থাকতে পারে। এ কারণটিও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আব্বাসীয় আমলে হারুনুর রশীদের দু' পুত্র আমীন ও মামুন। আমীন ছিলেন আরবীয় মাতার গর্ভজাত সন্তান আর মামুন হলেন পারস্য মাতার পুত্র।

আরব আমীনের প্রধান উজির ফজল বিন রাবিব আরবীয় আর মামুনের প্রধান উজির ফজল বিন সাহল পারসিক। উভয় ভ্রাতার দ্বন্দ্বে আরব বনাম পারসিক দ্বন্দ্বে রূপ নেয় এবং আরবীয়দের উপর পারসিকরা জয়লাভ করে। ফলে মামুনের

http://islaminonesite.wordpress.com

রাজত্বকালটিই ছিল পারসিকদের প্রভাবপুষ্ঠ। চিন্তা চেতনা ও ভাবধারায় পারসিকরা বিজয়ী হিসাবে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুতাযিলা মতবাদ রাষ্ট্রীয় মতবাদে পরিণত হয়। অত বড় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمه الله)-কে কত নির্যাতনই সহ্য করতে হয় এ সময়ে। ফলে পারস্য ও খোরাশানী ভাষা সাহিত্য কালচার তমদ্দুন সব কিছু যেন মুসলিমের গায়ে ও মনে জুড়ে বসে। অর্থাৎ ৭৫০ সাল হতে ক্রমাগত ভাবে এ প্রভাবটি সারা দন্ইয়ায় মুসলিমদের উপর ছায়া বিস্তার করে থাকে। সেলজুক, বুয়াই. আইয়ূবীয়, ফাতিমীয়, গজনভী, সামানীদ, ঘুরী আর সুলতানী আমলসহ খলজী, তুঘলক, সাইয়্যিদ, লোদী এবং মুঘল আমল যেমন প্রাচ্যে তেমনি পশ্চিমে এশিয়া মাইনর এবং রুমীয়, মামলুক ও উসমানীয় তুর্কীদের খিলাফাতকালেও ঐ প্রভাব চলতে থাকে। মাক্কাহ্ ও মাদীনাকেও গ্রাস করে। কিন্তু ১৯২৬ সালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অশেষ মেহেরবানীতে সাউদীরা ইয়ামান ব্যতীত সমগ্র জজিরাতুল আরবে সকল পারসিক কুফর শির্ক বিদ'আত উচ্ছেদ করে তাওহীদ ও সুন্নাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

ফাতিমীয় ও তুর্কীরা একযোগে অর্থাৎ ইরানী এবং হিন্দুস্তানী পৌত্তলিকরা আশীষপুষ্ঠ প্রতীক পূজার আখড়া ক্ববরের উপর নির্মিত সকল ইমারাত ভেঙ্গে চুরমার করে দেন সাউদী সরকার। বহু প্রতিবাদ প্রতিরোধ ওঠে। কিন্তু না। সকলের উপর মহানাবী (ﷺ)-এর আদেশ এবং হুকুমই বলবৎ ও কার্যকর হ'ল "ক্ববরের উপর নির্মিত যা কিছু ভেঙ্গে ফেল আর মূর্তি ও জীবন্ত ছবি সরিয়ে ফেল।" 'আলী (رضي الله عنه)-কে এ দু'টি কাজের জন্য মহানাবী (ﷺ) নির্দেশ দেন। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! সেই 'আলী (رضي الله عنه)-এর ক্ববর নাজাফে। সেই ক্ববরের উপর কি শান শওকতপূর্ণ ইমারাত! ইরাকের শী'আ নেতা মুকতাদা আল সদরের প্রধান ঘাঁটি ঐ সমাধি সৌধি মালা কমপ্লেক্সে।

শী'আদের এটা অন্যতম প্রধান পবিত্র স্থান। তীর্থ ক্ষেত্র। ঠিক যেমনটি ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه)-এর শাহাদাত গাহ কারবালা। সারা ইরান, ইরাক জুড়ে তাঁর একাধিক নকল মাযার তেহরান, তাবরিজ, ইস্পাহান, বিস্তাম, মাশাহাদ, কিরমান, সিজিস্থান, সিরাজ, দামঘান, কারবালা, নজফ, কূফা, বসরা, বাগদাদ আর সামাররা মৌসূল প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান।

শুধু জমকালো মাযার নয়। এখানে থাকে অসংখ্য প্রতিকৃতি ছবি আর নানা অলীক অলৌকিক কাহিনীমালার বই, মর্শিয়া গাঁথা, নকশাকৃত গিলাফ, ঠিক যেন মন্দিরে যেমন থাকে বিগ্রহ ও নানা রঙিন ছবি। ধূপধূনা বাতি জপ তপমালা, কুরআন কিতাব পাঠের ভক্ত পাঠকের সারি বসে। অথচ মহানাবী (ﷺ)-এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা- **"ক্ববরকে উৎসবগাহ বানিওনা আর সেখানে বসবে না, কিছু**

লিখবে না।" অথচ ঐ নিষেধাজ্ঞার কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ঐগুলি যেন আদেশরূপে যত্নের সাথে, তাজিমের সাথে, ভক্তির সাথে করা হয় আর সময় সময় সাজদাহ্ও চলে। এটার ওরা নাম দিয়েছে তাজিমী সাজদাহ্, শির্ক বিদ'আতের দারুন মহড়া চলে এসব মাযারগুলিতে।

মহানাবী (ﷺ) বলেছেন যিয়ারাতের উদ্দেশে তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও যাবে না। বাইতুল্লাহ, বাইতুল মাকদিস আর মাদীনায় মাসজিদে নাবাবী। কিন্তু কে তোয়াক্কা করে ঐ নিষেধ। শাইত্বন পেঁয়ে বসলেই তো তাকে যিয়ারাত করাবে আরো অনেক অনেক মাযার, দরগাহ, খানকাতে। নাবী (ﷺ)-এর নিষেধ উপেক্ষা করলে কি হয়? আল্লাহর হুকুমও অমান্য করা হয়। আল্লাহ বলেন, "রসূল তোমাদের যা দেন তাই নাও, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"[১২] কুরআনের ঐ বাণীকেও লঙ্ঘন করা হ'ল নানা দেশের বহু মাযার, যিয়ারাত করে। ক্ববরে বা মাযারে কেন মানুষ যায়? কাজটি কি ওখানে? ওখানে সারা বছর ধরে কেন ভীড় লেগে থাকে? আর মৃত্যু বার্ষিকীতে তো মহা ধূমধাম মহাসমাবেশ সমারোহ। অথচ মৃত্যু দিবস। একথা হ'লফ করে বলা যায় যে, মানুষ ওখানে যায় নিজ বা সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের ভীষণ অসুখ সারাতে। একটু তদবীর, একটু পানি পড়া। একটু তেলপড়া, একটু তাবারুক আনতে। এগুলি ঐ মাযারে যিনি শুয়ে আছেন তার কাছেই চাওয়া হয় আর তারই বদৌলতে খাদিমরা দেন। ছেলের চাকরীর জন্য, বিদেশ যাবার জন্য, পরীক্ষায় পাশের জন্য, বিপদ-মুসীবত থেকে মুক্তির জন্য। ব্যবসায় উন্নতির জন্য। এমনভাবে শত শত চাওয়া পাওয়ার আবেদন নিবেদন নিয়ে এখানে যাওয়া। ভীড় জমানো। কেউ কি খালি হাতে যায়? না। কেউ টাকা, কেউ হাঁস-মুরগী, কেউ ছাগল, কেউ গরু এমনকি কেউ দুষ্প্রাপ্য উট পর্যন্ত নিয়ে যায়। আর চাল, ডাল তরি-তরকারী জামা কাপড় তো আছেই। নযর মানতের স্তুপ জমে উঠে। আজমীরে যারা যায় তাদের কানে এটা মোক্ষম আওয়াজ দেয়া হয়। "কেউ ফিরে না খালি হাতে, খাজা বাবার দরবার হতে।" কত বড় শির্ক ও কুফ্রী কালাম এটা। যেন খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী (رحمه الله) জীবিত বসে আছেন ক্ববরের মধ্যে সকলের মনবাঞ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য। আল্লাহ যেন তার সমস্ত কর্তৃত্ব তার নিকট হাওলা করে ঠাই বসে আছেন। ছিঃ! এমন ধারণা করতে পারে মুসলিম হয়ে? এ ধারণা নিলে মুসলিম সে থাকে?

---

[১২] ৫৯. সূরাহ্ আল হাশর, ৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

ঐ শুনুন কুরআন মৃত কবরস্থ মানুষ সম্পর্কে কি বলেন?

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

"এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। তুমি শুনাতে পারবে না যারা কবরে আছে তাদেরকে।"[১৩]

যদি কেউ কালামুল্লাহকে বিশ্বাস করে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে কেউ কবরবাসীকে কিছুই শুনাতে পারবে না যত বুযুর্গ আর দরবেশ তিনি হোন না কেন? আর ঐ আয়াতকে অবিশ্বাস করলে সে যা কিছু খুশী কবরবাসীকে নিয়ে করতে পারে। তবে সে আর মু'মিন থাকল না। ঐ কবরবাসীর নিকট যত তুচ্ছ কিংবা মূল্যবান বস্তুই চাওয়া হোক না কেন, তিনি কিছুই দিতে পারেন না। যেহেতু তিনি মৃত। তাই যদি সম্ভব হ'ত দুন্ইয়ার মানুষের ঢল নামত জগত ধন্য মহাপুরুষ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাযারে অথবা আবূ বাক্র (রাঃ) অথবা 'উমার (রাঃ)-এর মাযারে। আর এহেন কাজের অনুমোদন করতেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে। অথচ ঐ বিষয়ে কুরআন হাদীস স্পষ্টভাবে বারংবার কঠোরভাবে নিষেধ করছে। এ জন্য ঐ তিন মাযারে কেউ কিছু চায় না। চায় জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে যেখানে লক্ষাধিক সহাবায়ি কিরাম ও তাবিঈনা সমাধিস্থ। কেবল দু'আ করে কবরবাসীর জন্য এবং নিজের জন্য আল্লাহ গফুরুর রহীমের নিকট। যে যিয়ারাতের দু'আ আল্লাহর নাবী (ﷺ) শিখিয়ে দিয়েছেন এটা পড়ে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে। দু'আটি হ'ল :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ○

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাগফির লাহূ ওয়ারহামহূ ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্সি' মুদ্খালাহূ ওয়াগসিলহু বিলমা-য়ি ওয়াস্সালজি ওয়ালবারদ, ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাত্ব-ইয়া কামা-ইউনাক্কাস সাউবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাস্ ওয়া আবদিলহু দারান খাইরামমিন দা-রিহী ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ'ইযহু মিন 'আযা-বিল ক্বরি ওয়া মিন 'আযাবিন না-র।

---

[১৩] ৩৫. সূরাহ্ ফাত্বির, ২২।

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি এই মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা কর, দয়া কর, মুক্তি দাও, তার অপরাধ মার্জনা কর, তাকে সম্মানে ক্ববরস্থ কর এবং তার ক্ববরকে প্রশস্ত কর। আর তাকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। আর তার (দুন্ইয়ার) ঘরের চেয়ে ভাল ঘর, পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার, তার বিবির চেয়ে উত্তম বিবি দান কর এবং তাকে ক্ববরের 'আযাব জাহান্নামের 'আযাব হতে বাঁচাও এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।[১৪]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا
اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ ○
اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ○

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাগ ফির লিহাইয়্যিনা- ওয়া মায়্যিতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গা-য়িবিনা- ওয়া সগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া-যাকারিনা- ওয়া উনসা-না-। আল্ল-হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহূ মিন্না- ফাআহ্য়িহী 'আলাল ইসলা-ম। ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহূ মিন্না- ফাতাওয়াফফাহূ 'আলাল ঈ-মা-ন আল্ল-হুম্মা লা- তাহরিমনা- আজরাহূ ওয়ালা- তাফতিন্না- বা'আদাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত ছোট বড় নারী পুরুষ সকলকেই ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখ, তাকে ইসলামের উপর রাখ এবং যাকে মৃত্যু দাও তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এর পুরস্কার হতে বঞ্চিত করো না এবং এর পর আমাদেরকে বিপদে ফেলিওনা।[১৫]

আর ক্ববরস্থানে গিয়ে বলতে হয় : "আস্সালামু 'আলাইকুম আহলাল কুবুরে ইয়াগফিরলাহু লানা ওয়ালকুম ওয়া আন্তা সালাফুনা ওয়ানাহনু বিল আসার।"

ব্যস। এতটুকুই ক্ববরবাসীর জন্য দু'আ আর নিজের জন্য মৃত্যুর চিন্তা। ইসলামের ওপর জীবন ন্যস্ত করে হায়াতে ত্বইয়্যিবা নিয়ে যেন মৃত্যুবরণ করা যায়- এ কামনাই ক্ববরস্থানে জীবিতদের ও মৃতদের জন্য। এখানে চাওয়া-পাওয়ার কোন কামনা করলেই আল্লাহর সাথে শিরক করা হবে এবং সে গুনাহ কাবীরাহ্ গুনাহ এমন হবে আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না। এ কথা আল-কুরআনে একাধিক আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। আল-কুরআন ঘোষণা করছে :

---

[১৪] মিশকাত হাঃ ১৫৬৬/১০।
[১৫] মিশকাত হাঃ ১৫৮৫/২৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

﴿يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۫ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۫ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۫ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۫ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴾

"তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তারই এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেঁজুরের আটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদের আহ্বান করলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদের কে যে শারীক করছ ক্বিয়ামাতে তারা অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারে না।"[১৬]

আবারও আল্লাহ বলেন :

﴿وَ مَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۝ وَ لَا الظُّلُمٰتُ وَ لَا النُّوْرُ ۝ وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُوْرُ ۝ وَ مَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَ لَا الْاَمْوَاتُ ۫ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ﴾

"সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুমান, আর না অন্ধকার ও আলো, আর না ছায়া ও রৌদ্র এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা ক্বরে রয়েছে তাদেরকে।"[১৭]

ক্বরে যারা আবেদন নিবেদন করে মৃত ওলী-আউলিয়ার নিকট তাদের জন্য এর থেকে আর কি সাবধান ও সতর্ক বাণী হতে পারে?

এবার ঐ সমস্ত দরবেশ ওলী-আউলিয়াদের নামে প্রচলিত মারিফাতির ভূমিকা কি এবং কেমন ও কত প্রকার তা আলোচনা করা হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের "ত্বরীক্বাহ্" শিরোনামে লিখিত বিষয়টি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল (৪৫৪-৪৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশ বিশেষ) :

---

[১৬] ৩৫. ফাত্বির, ১৩-১৪।

[১৭] ৩৫. সূরাহ্ ফাত্বির, ১৯-২২।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

ত্বরীক্বাহ্ (طريقة) : ত্বরীক্বাহ্ 'আরবী "তু'রুক"। অর্থ রাস্তা, পথ। ইসলামী আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের পরিভাষায় এটা দু'টি আনুক্রমিক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যথা- (১) আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশে নিয়োজিত নৈতিক মনোস্তত্ত্বের প্রণালীকে খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ত্বরীক্বাহ্ বলা হ'ত, (২) একাদশ শতাব্দীর পর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশে এটা ধর্মানুষ্ঠানাদির পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি প্রণীত হয়।

প্রথম অর্থে (দ্র. জুনায়দ, হা'ল্লাজ, সাররাজ, কু'শায়রী, হজকীরাকৃত গ্রন্থসমূহ) "ত্বরীক্বাহ্" শব্দটি এখনও অস্পষ্ট এবং এটা তাত্ত্বিক ও আদর্শ পদ্ধতি বুঝায়। এ পদ্ধতি দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধক তাঁর মুশিদের নির্দেশিত পথে শারী'আতের বিধিসমূহ যথাযথ পালন করে বিভিন্ন মাকা'মের (মনোস্তাত্ত্বিক পর্যায়ের) মাধ্যমে পরম সত্যের দিকে পরিচালিত হতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের স্তরসমূহ আল্লাহর প্রদত্ত আইনে (শারী'আতের) বাস্তবায়ন রূপায়ণেরই নাম মাত্র- এ সকল দাবীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার উদ্ভব হ'ল এবং তদুপরি ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণের নির্যাতনও আরম্ভ হ'ল।

এ কারণে সুলানী ও নাকী হতে ইবনু তা'হির মাক্‌দিসী (সা'ক্‌ওয়াঃ) ও গা'যযালী পর্যন্ত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবিদগণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করলেন এবং অধিকতর নিষ্ঠার সাথে তাঁরা নিজেদের কার্যকলাপ প্রচলিত ধর্মমতানুসারে সংযত করতে সচেষ্ট হলেন। এতদ্ব্যতীত সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশে তাঁরা আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিধানাবলী সঙ্কলন করলেন (আদাব আল-সু'ফীয়াঃ)। প্রকৃত সত্ত্বার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে (ফাত্‌হ্.) তাঁদের সাধনার চরম লক্ষ্য হিসাবে ঠিক রেখে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সঙ্গীতের আসরে (সামা') যোগদানের স্বাধীনতা তাঁরা ক্রমশঃ বর্জন করিলেন। কারণ সংগীত যে শুধু উন্মাদনার সৃষ্টি করে তা-ই নয়, বরং এর ফলে শ্রোতা অধিকাংশ সময় এমন উক্তি করে যা ধর্মের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সুতরাং তৎপরিবর্তে কুরআনোক্ত প্রার্থনা বাক্যের (যিক্‌র) নিয়মিত আবৃত্তিতে তাঁরা লিপ্ত থাকেন এরূপে সাধক একাগ্রতার (তাফাক্‌কুর) এমন এক পর্যায়ে উপনীত হন যার ফলে আবৃত শব্দের আবরণ উন্মোচন করে বিভিন্ন জ্যোতি (আন্‌ওয়ার) তাঁর নিকট নির্জনে প্রকাশিত হতে থাকে এবং তাঁর হৃদয় তাতে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উপনীত হলে সে ব্যক্তি তখন যিক্‌রের অনুপম মাধুর্য অনুভব করে থাকেন।[১৮] পরিশেষে ত্বরীক্বাহ্ সাধারণ জীবন যাপন প্রণালী

[১৮] (যিক্‌র আল-যা'ত বি তাজাওহর নূর আল- যি'ক্‌র ফী আল-কা'লাব্, সুহ্‌রাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফ, ২৭শে অধ্যায়, ২ : ১৯১)

http://islaminonesite.wordpress.com

(মু'আশারাঃ) বুঝায়। সাধারণভাবে পালনীয় ইসলামের কার্যাবলীর অতিরিক্ত এ জীবন পদ্ধতি কতকগুলি বিশেষ বিধানের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ (ফাকী'র, দরবেশ) করতে হলে ধর্মসাধককে (মুরীদ, গান্‌দুয) পীরের (শাইখ আল-সাজজ্বাদাঃ পাঁচ পীর, তুর্কী বাবা, মু'শিদ, মুকা'দাম, নাকী'ব, খালীফাহ্ তুজুমান, ফার্‌সী বিন্‌দ, রাহ্‌বার ইত্যাদি) নিকট দীক্ষা (বায়'আত, তাল্‌কীন শাদ্দ) গ্রহণ করতে হয়। ভ্রাম্যমান পর্যায়ের সাধক হলেও (সিয়াহোঃ) তাকে পীরের খানকা'তে (রিবাত, যাবিয়াঃ; ফাস- খান-কাহ, তুর্কী Tekkiye) সময় সময় হাযিরা দিতে হয় (উয্‌লাঃ, খাল্‌ওয়াঃ) আরবা'ঈনীয়া; ফার্‌সী চিহিল্ বা (চিল্লাহ)। এই খানকা'হের ব্যয়ভার পাপ মোচনের নিয়্যাতে প্রদত্ত দান (হাদ্‌য়াঃ) দ্বারা বহন করা হয়ে থাকে। এমন খানকাহ্ সাধারণতঃ কোন সম্মানিত সিদ্ধ পুরুষের সমাধির সন্নিকটে তৈরি করা হয়; প্রতি বৎসর সে সমাহিত সিদ্ধ পুরুষের বার্ষিক উৎসব। (মাওলিদ, 'উরস) উদ্‌যাপন করা হয় এবং লোকেরা তাঁর আশিস (যিয়ারা; বারাকাঃ) প্রার্থনা করে থাকে।

ধর্ম-সাধকের বাস্তব আনুষ্ঠানিক দীক্ষা কা'র্‌মাতী'য়দের বাণিজ্য সংঘের দীক্ষা সদৃশ। Kahle বলেন, সম্ভবতঃ কা'র্‌মাতীয়দের নিকট হতেই খৃষ্টাব্দ দ্বাদশ শতাব্দীতে তা গ্রহণ করা হয়েছে। দীক্ষার উপাধিপত্র (ইজাযাঃ) হাদীছ' শাস্ত্রবিদগণের সানাদপত্রের অনুকরণ। এ প্রকার সানাদপত্র দ্বারা নবদীক্ষিত ব্যক্তিকে দু'টি আনুগত্যের পরম্পরা (সিল্‌সিলাঃ, শাজারাঃ) দেওয়া হয়। এতদসঙ্গে তাকে এক জোড়া আলখিল্লাও প্রদান করা হয়ে থাকে। এ খির্‌কা'দ্বয় তাঁর দ্বিবি শপথ গ্রহণের ('আহ্‌দ আল-য়াদ ওয়া আল-ইক্‌তিদা = তাল্‌কীন এবং আহ্‌দ আল- খির-কাঃ) দ্বিবিধ পরিচয় গ্রহণের তাঁর উপদেশ দান অধিকারে (বিধি-নিষেধের মৌখিক তা'লীমের) এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভের (আত্মিক জ্যোতি প্রাপ্তির) পরিচায়ক। আজ্ঞাবহ থাকার প্রতিশ্রুতিদানের কারণেই তিনি এ খির্‌কা'দ্বয়ের অধিকারী হয়ে থাকেন।

ত্বরীক্বাহ্‌র মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ে যে নতুন নতুন প্রথার (বিদ্'আহ্) উদ্ভব হয়েছে তৎসম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী ফাক্বীহ্‌গণ অবিরাম বিরুদ্ধে সমালোচনা করে এসেছেন। নতুন প্রথাসমূহ এ ত্বরীক্বাহ্ অবলম্বীগণের অতিরিক্ত উপাসনা অর্চনা এবং কতিপয় প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান হতে তাদের অব্যাহতি, তাদের বিশেষ বেশভূষা (বৈশিষ্ট্য) মূলক বিভিন্ন রঙ্গের শিরস্ত্রাণ (কুল্লাহ্, তাজ ইত্যাদি), তাদের উত্তেজক দ্রব্য (কফি, ভাং আফিং) ব্যবহার, তাদের ভোজ-বাজি, তালকীন ও বারকাতে ঈপিসত ফল দানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে তাদের বিশ্বাস (ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং দায়িত্বহীন ধর্ম নেতার বিভ্রমধর্মী শিক্ষা)। দীক্ষা

http://islaminonesite.wordpress.com

সানাদের সমালোচনামূলক ইতিহাসের প্রতি এই সব ফাকী'হ্গণ গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন এবং তারীকা'ত পন্থীদের বহু ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁরা ইব্নাদ ইল্হামীর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ উপস্থাপন করলেন। নিতান্ত রহস্যময় ও অমর আল-খিদি'র (দ্র.) নামক এক পূণ্য আত্মার অপচ্ছায়ার উপর ভিত্তি করে ত্বরীক্বাহ্র বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল ত্বরীক্বাহ্ত পন্থীগণই আল-খিদি'রকে ত্বরীক্বার অবিসাংবাদিক নেতা বলে গণ্য করে থাকে। কারণ মূসা ﷺ-কে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলে (কুরআন ১৮ : ৬৫-৮২) তিনি আধ্যাত্মিক সাধককে পরম সত্যের (হাক্বীক্বাত) দিকে পরিচালিত করে যেতে পারেন।

শী'আদের সাথে সাহচর্যের কারণে তুরস্ক সরকার ত্বরীক্বাহ্ পন্থীগণকে প্রায়ই নির্যাতন করে আসছে। 'আবদ আল-হা'মীদ যখন প্যান-ইসলামিক মতবাদ প্রচার করছিলেন তখন তাদেরকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর নির্যাতন স্বল্পকালের জন্য স্থগিত থাকে। কিন্তু অনতিবিলম্বে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ এ প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের দায়ে তাদেরকে নির্মূল করা হয়। নীতি (ভারত) বা যুক্তির (আলজেরিয়া) দিকে লক্ষ্য রেখে সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চলিলেও অন্যান্য সকল মুসলিম দেশেই তাদের পতন অব্যাহত রয়েছে। ত্বরীক্বাহ্ত পন্থী কিছু সংখ্যক নিম্ন পর্যায়ের ধড়িবাজ ব্যক্তির ভেলকিবাজি এবং তাদের নেতৃবৃন্দের অনেকের নৈতিক অধঃপতনের কারণে ত্বরীক্বাহ্পন্থীদের বিরুদ্ধে আধুনিক মুসলিম জগতের বিদ্বান মন্ডলীর বিরূপ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে।

সর্বেশ্বরবাদী, প্রকৃতি-পূজক ও অন্যান্য বহু মতবাদ অনুপ্রবেশ করেছে। মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ ত্বরীক্বাহ্ সমূহের প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত হতে তুলনামূলক লোক-কাহিনী ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও কিছু জানার আছে।

বর্তমানে সর্বাধিক বিস্তৃত ত্বরীক্বাহ্সমূহ এই **কা'দিরীয়াঃ** (ইরাক, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাক-ভারত, তুর্কিস্তান, চীন, নুবিয়া, সূদান, মাগর্'রিব); **নাক্'শ্বান্দীয়াঃ** (তুর্কিস্তান, চীন, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাক-ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ), **শাযি'লীয়া** (মাগ্'রিব, সিরিয়া); **বিবৃতা'শীয়াঃ** (তুরস্ক, আলবেনিয়া); **তিজানীয়াঃ** (মাগ'রিব, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, চাদ)ঃ **সানুসীয়াঃ** (সা'হারা, হি'জায); **শাত্তারীয়াঃ** (পাক-ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ)।

'আবদ আল- হামীদের যুগে বিভিন্ন ত্বরীক্বাহ্কে সংঘবদ্ধ করার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়। ফলে অদ্ভুত এক পীর-সংঘের সৃষ্টি হয়। এ সংঘের চারজন সার্বজনীন সদস্য; যথা- রিফা'ঈ (সভাপতি), জিলানী বাদানী ও দাসুকী; তৎসঙ্গে সমসাময়িক আব্দাল এবং কুত্বও তাঁদের অন্তর্ভূক্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com

ওলী আওলিয়া বা পীরদের ত্বরীক্বার তালিকাসমূহ :

আদাহমীয়া : তুরস্ক ও সিরিয়া দেশের পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্রিম সানাদযুক্ত জনৈক সিদ্ধ পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (মৃত ৭৭৬)।

আহ্'মাদীয়া : মিসর দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (তান্ তাবাদাবী, মৃত ১২৭৬), এটা বহু শাখায় বিভক্ত। যথা- শিন্নাবীয়াঃ, মারাযিকাঃ, কান্নাসীয়াঃ আন্বাবীয়া, হাম্মুদীয়াঃ মানাইফীয়াঃ, সাল্লামীয়াঃ হা'লাবীয়া, যাহিদীয়া; শূ'আয়বীয়াঃ, তাস্ফিয়ানীয়াঃ 'আরা বীয়াঃ, সুতূ'হীয়াঃ, বুন্দারীয়াঃ, মুস্লিমীয়াঃ (শুরুন-বুলালীয়াঃ), বায়য়ুমীয়াঃ।

"আয়দারূসীয়া : কুব্রাবীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র য়ামান দেশীয় শাখা (পঞ্চদশ শতাব্দী)।

আক্বারীয়া : হা'তিমীয়াঃ।

'আলাবীয়া' কৃত্রিম সানাদযুক্ত চতুর্থ খালীফার সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

✸ **'আল্লাবীয়া :** দার্কাওয়াঃ ত্বরীক্বার আলজেরিয়া দেশীয় শাখা (মুস্ত গানিম-বিন আলিওয়া, ১৯১৯ হতে)

✸ **আমীরগানীয়া :** ইদত্মীসীয়াঃ ত্বরীক্বার নুবিয়া দেশীয় শাখা (মৃত ১৮৫৩)।

✸ **"আম্মারীয়া :** কাদিরীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র আলজিরীয়া ও তিউনিসিয়া দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

✸ **আরূসীয়া :** কা'দিরীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র ত্রিপলী দেশীয় শাখা (Zliten ১৯শ শতাব্দী)।

✸ **আশিকীয়া :** ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

আশ্রাফীয়া : কা'দিরীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র তুরস্ক দেশীয় শাখা (ইযনিক) -- (মৃত ১৪৯৩) = ওয়াহি'দীয়াঃ।

✸ **আওয়ামিরীয়া :** 'ঈসাবী'য়াঃ ত্বরীক্বাহ্র তিউনিসিয়া দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

✸ **'আয্যূযীয়া :** তিউনিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

বাবা' ঈয়া : তুরস্ক দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (আদ্রিয়ানোপল)- (মৃত ১৪৬৫)।

বাদাবী'য়া : সা'ফাবী'য়াঃ ত্বরীক্বাহ্র তুরস্ক দেশীয় শাখা (আন্গোরা) (মৃত ১৪৭১)। প্রশাখাসমূহঃ হা'ম্যাবী'য়াঃ শায়খীয়াঃ, খাওয়াজাঃ, হিম্মাতীয়াঃ, বায়্যূমীয়াঃ, আহ'মাদীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ দ্র.।

✸ **বাক্কাঈয়া :** কা'দিরীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র সুদান দেশীয় শাখা (মৃত ১৫০৫)। শাখাসমূহ (কুস্তা) : ফাদ্-লীয়াঃ আল-সী'দীয়াঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

বাকরীয়া : সি'দ্দীকা'য়াঃ ত্বরীক্বাহ্ দ্র.।

বাক্রীয়া : কোন কোন সময় বায়ত আল- বাক্রীকে প্রদত্ত নাম (১৬শ শতাব্দী হতে কায়রোর শুয়ুখ আল-সূ'ফীয়াঃ)।

বাক্রীয়া : শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র সিরিয়া ও মিসর দেশীয় শাখা (মৃত ১৫০৩)।

বাক্রীয়া : খাল্ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র মিসর দেশে সংস্কার সাধিত ত্বরীক্বাহ্ (মৃত ১৭০৯)।

✸ **বানাওয়া :** দাক্ষিণাত্যে কা'দিরীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

✸ **বিক্তা'শীয়া :** আনাতোলীয়াঃ (১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ-এর পূর্ব পর্যন্ত) ও বলকান দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (১৯২২ খৃষ্টাব্দ হতে আলবিনীয়া দেশীয় স্বতন্ত্র শাখা, কেন্দ্র অকিচি- হিসার)।

✸ **বীবারীয়া :** সিলিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র ত্বরীক্বাহ্ (১৯২৪)।

বিস্মীয়া : ১৫শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সানাদযুক্ত (তায়াফূরীয়াঃ) ত্বরীক্বাহ্ দ্র.)।

✸ **বূ'আলীয়া :** কা'দিরীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র আলজিরিয়া ও মিসর দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

✸ **বূনূহী'য়া (বূনিয়্যিন) :** দক্ষিণ মরক্কো দেশীয় ক্ষুদ্র ত্বরীক্বাহ্ (RMM, Livii, 141)।

✸ **বুরহানীয়া** (বা বুরহামীয়া) : মিসর দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (ইব্রাহীম দাসূকী, মৃত ১২৭৭)।

শাখাসমূহ : শাহাবীয়াঃ, শারানিবাঃ।

দার্দীরীয়া : খাল্ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র মিসর দেশীয় শাখা (১৭৮৬)।

✸ **দারকাওয়া :** জাযূলীয়া ত্বরীক্বার আলজেরিয়া ও মরক্কো দেশীয় শাখা (মৃত ১৮২৩)। শাখাসমূহ : বূযীদীয়া, কিত্তানীয়া, হা'ররাকী'য়া, 'আল্লাবী'য়াঃ।

দাসূকী'য়াঃ = বুরহানীয়াঃ।

যা'হাবীয়া : কুব্বাবী'য়াঃ ত্বরীক্বার পারস্য৭ দেশীয় নাম।

জাহ্রীয়া : ইয়ামান দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (১৫শ শতাব্দী)।

✸ **জাহ্রীয়া :** চীন ও তুর্কিস্তানে যে ত্বরীক্বাহ্ (কা'দিরীয়া)ঃ প্রকাশ্য যিক্রের অনুমতি প্রদান করে; তু. খাফীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

✸ **জালালীয়া :** বুখারীয়া সুহ্রাওয়ার্দীয়া ত্বরীক্বার পাক-ভারতীয় শাখা (মাখ্দূম-ই-জাহানিয়্যান, মৃত ১৩৮৩)।

http://islaminonesite.wordpress.com

জালওয়াতীয়া : সা'ফাবি'য়্যাঃ তা'রীক'ার তুর্কী-শাখা, (ক্রেসা, পীর উফ্তাদাঃ মৃত ১৫৮০) শাখা- সমূহঃ হাশিমিয়্যাঃ, রাওশানীয়াঃ, ফানাঈয়াঃ,

✸ হুদা'ঈয়াঃ।

জামালীয়া : সুহ্রাওয়ারদীয়া ত্বরীক্বাহ্র পারস্য দেশীয় শাখা (আর্দিস্তানী, মৃত ১৫শ শতাব্দী)।

জামালীয়া : তুরস্ক দেশী ত্বরীক্বাহ্ ইস্তাম্বুল (মৃত ১৭৫০)।

✸ **জারত্মাহীয়া** : খাল্ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র তুরস্ক দেশীয় শাখা। (মৃত ১৭৩৩)।

✸ **জাযুলীয়া** : শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র সংস্কার সাধিত মরক্কো দেশীয় রূপ (মৃত ১৪৬৫)। এর শাখাসমূহ দার্কা'ওয়াঃ, হা'মাদিশাঃ, 'ঈসাবী'য়াঃ, শার্কা'ওয়াঃ, তা'য়বীয়াঃ।

জিবাবী'য়া = সা'দীয়া।

জীলালা : কা'দিরীয়া : ত্বরীক্বাহ্র মরক্কো দেশীয় নাম।

জুনায়দীয়া : একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে যে সূ'ফী মতবাদ গড়ে উঠেছিল তা (মৃত ৯০৯); এই ত্বরীক্বাহ্ হতে খাওয়াজাঃগান, কুব্রাবী'য়া ও কা'দিরায়াঃ ত্বরীক্বাহ্র উদ্ভব হয়। ১৬শ শতাব্দীতে কৃত্রিম সানাদের একটি যিক্রের জন্য জুনায়দীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ পুনঃজীবিত হয়।

ফির্দাওসীয়া : কুব্রাবী'য়াঃ ত্বরীক্বাহ্র পাক- ভারতীয় শাখা (গা'ওছ; গোয়ালিয়রে মৃত ১৫৬২)।

গা'য্যালীয়া : গা'য্যালীর মতবাদ অবলম্বী সম্প্রদায়। (মৃত ১১১১)।

✸ **গা'যীয়া** : দক্ষিণ মরক্কো দেশে শাযি'লীয়া ত্বরীক্বাহ্র শাখা (মৃত ১৫২৬)।

✸ **গুল্শানীয়া** : রাওশানীয়াঃ।

✸ **গু'র্যমার** : কা'দিরীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র পাক-ভারতীয় শাখা।

✸ **হা'বীবীয়া** : তাফিলেল্টের শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র শাখা (মৃত ১৭৫২)।

✸ **হাদ্দাওয়া** : মরক্কো দেশের গৃহত্যাগীদের ত্বরীক্বাহ্ ভাগমির্তে (১৯শ শতাব্দী)।

✸ **হা'ফ্নাবী'য়া** : খাল্ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র মিসর দেশীয় শাখা (মৃত ১৭৪৯)।

হা'য়দারীয়া : কা'লান্দারীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র পারস্য দেশীয় শাখা (১২শ শতাব্দী)।

http://islaminonesite.wordpress.com

❋ **হা'য়াদারীয়া** : খাক্সার। পারস্য দেশীর কারিগরদের সংঘ (১৯শ শতাব্দী)।

হা'কীমীয়া : হা'কীম তির্‌মিযী'র মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃত ৮৯৮)।

হা'ল্লাজীয়া : হুসাইন ইবনু মানসুর আল- হাল্লাজের মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃত ৯২২); ১৩শ শতাব্দীতে যিক্‌রের কৃত্রিম সানাদের জন্য এই নাম পুনঃর্জীবিত হয় হামাযা'নীয়াঃ কুব্‌রাবী'য়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র কাশ্‌মীরী শাখা। ('আলী হামাযা'নী, মৃত ১৩৮৫)।

হা'মাদিশা : যেরহূনে প্রচারিত জাযূলীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র মরক্কো দেশীয় শাখা (১৮শ শতাব্দী)। এর প্রশাখাসমূহ এ দাগূ'গী'য়া, সা'দ্দাকী'য়াঃ, রিয়াহী'য়াঃ, কা'সিমীয়াঃ মেকনীন ও সেলী অঞ্চলে।

হাম্‌যাবীয়া : বায়রামীয়াঃ ও মালামীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌ দু'টির মিশ্রণে গঠিত।

❋ **হা'ন্‌সা'লীয়া** : উরান ও মরক্কো দেশীয় একটি ক্ষুদ্র 'ত্বরীক্বাহ্‌ (মৃত ১৭০২)।

হা'ন্‌সা'লীয়া : রিফা'ঈয়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র হাওরানিয়্যাঃ শাখা। (মৃত ১২৪৭)।

হা'তি'মিয়া : ইব্‌ন 'আরাবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃত ১২৪০)।

হুদা'ঈয়া : জাল্‌ওয়াতীয়াঃ।

হু'ল্‌মানীয়া : দশম শতাব্দীর হু'লুলীয়াঃ সম্প্রদায়।

হু'লুলীয়া : ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

হু'রূপীয়া : ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

ইবাহী'য়া : ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

❋ **ইদ্‌রীসীয়া** : 'আসীরে অবস্থিত খাদি'রীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

ইগি'ত-বাশীয়া : খাল্‌ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃত ১৫৪৪)।

ইগ্‌তিশাশীয়া : কুব্‌রাবী'য়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র খুরাসান দেশীয় শাখা (ইস্‌হাক' খাত্তালানী, মৃত ১৫শ শতাব্দী)।

❋ **'ঈসাবী'য়া** : মেক্‌নিসে জাযূলীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র মরক্কো দেশী শাখা (মৃত ১৫২৪)।

ইশত্মাকী'য়া- সুহত্মাওয়ারদী হা'লাবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃত ১১৯১)।

❋ **ইস্‌মা'ঈলীয়া** : কুরর্দুফানে নুবিয়া দেশীয় ত্বরীক্বাহ্‌ (১৯শ শতাব্দী)।

ইত্তহা'দীয়াঃ ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

http://islaminonesite.wordpress.com

❋ **কা'দিরীয়া :** জুনায়দীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ হতে উদ্ভুত বাগদাদের ত্বরীক্বাহ্ ('আবদুল কা'দির জীলানী, মৃত ১১৬৬); এটা বহু শাখায় বিভক্ত; যথা- ইয়ামান ও সোমালিয়া দেশে য়াফি'ঈয়াঃ (১৪শ শতাব্দী), মুশারি'ঈয়াঃ, 'উরাবীয়াঃ পাক-ভারত ও বাংলাদেশে বানাওয়া ও গুরয্মার; আনাতোলিয়ায় আশ্রাফীয়াঃ, হিন্দীয়াঃ খুলুসী'য়া, নাবুলূসীয়াঃ, রূমীয়াঃ ও ওয়াস্লাতীয়াঃ; মিসরে ফারীদীয়াঃ ও কা'সিমীয়াঃ (১৯শ শতাব্দী); মাগ'রিবে 'আম্মারীয়াঃ, 'আরূসীয়াঃ, বূ'আলীয়াঃ ও জিলালাঃ; পশ্চিম সুদানে বাক্কাঈয়াঃ।

❋ **কা'লান্দারীয়া :** পারস্য দেশে উদ্ভুত ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী লোকদের ত্বরীক্বাহ্ (সাবি'জী, মৃত ১২১৮); সিরিয়া ও পাক-ভারত বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে (১৪শ শতাব্দী হতে ১৬শ শতাব্দী)।

❋ **কার্রা'ঈয়া :** তিউনিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

❋ **কার্যায়ীয়া :** তাফিলেল্টে শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

কাস্সা'রীয়া : নবম শতাব্দীর মতবাদের সম্প্রদায়ঃ মালামাতীয়াঃ।

কাযারূনীয়া : শারাযে খাফীফীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ হতে উদ্ভত পারস্য দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (মৃত ১০৩৪)।

খাদি'রীয়া (খিদ্'রীয়াঃ) : মরক্কো দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (ইবনু আল-দাব্বাগ, মৃত ১৭১৭)। তা হতে আমীরগা'নীয়া, ইদ্রীসীয়াঃ ও সানুসীয়াঃ শাখাসমূহের সৃষ্টি হয়েছে।

খাফীফীয়া : ইবনু খাফীফের মতাবলম্বী দল (মৃত ৯৮২), একটি কৃত্রিম ইস্নাদের জন্য পুনঃর্জ্জীবিত হয়।

খাকীয়া : চীন ও তুকিস্তানে নাক্'শাবান্দীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র উপনাম (১৯শ শতাব্দী)।

জাহ্রীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

❋ **খালাওয়াতীয়া :** সুহ্রাওয়ার্দীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র শাখা। খুরাসানে এর (জা'হীর আল-দীন, মৃত ১৩৯৭) উদ্ভব হয় এবং তুরস্কে তা বিস্তার লাভ করে। বহু প্রশাখায় এটা বিভক্ত। যথা : আনাতোলিয়ায় জা'রাহী'য়াঃ, ইগি'ত্বাশীয়াঃ, উশ্শাকী'য়া, নিয়া- যায়ী, সুন্বুলীয়াঃ, শাম্সীয়াঃ, গুলশানীয়াঃ এবং গুজা ঈমাঃ ; মিসরে দা'য়ফীয়াঃ, হাফুনাবী'য়াঃ, সাবাঈয়া, সা'বী'য়াঃ দাদীতীয়াঃ, মাগা'যীয়াঃ নুবিয়া, হি'জায ও সোমালিয়ায় সা'লিহীয়াঃ; কাবায়লিয়ায় রাহ্'মানীয়াঃ।

❋ **খাম্মূসীয়া :** তিউনিসিয়া দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

খার্রাযীয়া : আবূ সা'ঈদ খার্রযের (মৃত ৮৯৯) শতাব্দী)।

http://islaminonesite.wordpress.com

খার্‌রাযীয়া : আবূ সা'ঈদ খার্‌রাযির (মৃত ৮৯৯) মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ত্বরীক্বাহ্, তৎপর ১৫শ শতাব্দীতে তুরস্কের কৃত্রিম সানাদে পরিচিত।

খাওয়াতি'রীয়া : মাদানীয়া ত্বরীক্বাহ্‌র হি'জামী শাখা (ইব্‌ন 'আর্‌রাক', মৃত ১৫৫৬)।

খাওয়াজা গান- জুনায়দীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ হতে উদ্ভুত পারস্য দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ তুর্কিস্তানে (য়াসাবীয়াঃ) ইহা বিস্তার লাভ করে। (য়ূসুফ হামাযানী, মৃত ১১৪০)

কুব্‌রাবী'য়া : জুনায়দীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ হতে উদ্ভুত খুরাসানে দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (নাজ্‌ম কুবরা, মৃত ১২২১)।

শাখসমূহ : 'আয়দারূসীয়াঃ, হামাযা'নীয়াঃ, ইগ্‌'তি-শাশীয়াঃ, নূরবাখশীয়াঃ, নূরীয়া, রুক্‌নীয়াঃ।

কূ'নিয়াবী'য়া : সা'দ্‌র রূমীর (মৃত ১২৭৩) মতাবলম্বী সম্প্রদায়, হাতিমীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ হতে তা উদ্ভত।

কূ'শায়রীয়া : কু'শায়রীর (মৃত ১০৭৪) সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত ১৬শ শতাব্দীর কৃত্রিম সানাদ।

মাদানীয়া : শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র প্রাথমিক নাম।

❋ **মাদানীয়া :** মিসুরাতায় দার্‌কাওয়া ত্বরীক্বাহ্‌র ত্রিপলী দেশীয় শাখা (মৃত ১৮২৩)।

মাদারীয়া : গৃহত্যাগী পাক-ভারতী লোকদের ত্বরীক্বাহ্ (শাহ্‌মাদার, মাকানপুরে মৃত ১৪৩৮)। মাগ্‌'রিবীয়াঃ সম্ভবতঃ পারস্য কবি মাগ্‌রী'বীর শিষ্যগণের সম্প্রদায় (মৃত ১৪০৬)।

মালামাতীয়া : খুরাসানের একটি সম্প্রদায় (৯ম-১১শ শতাব্দী), তা 'ইরাকের **সূ'ফীয়াঃ** ত্বরীক্বাহ্‌র বিরোধী। ১৬শ শতাব্দীতে কৃত্রিম সানাদের জন্য এ নাম পুনঃজীবিত করা হয়েছে।

মালামীয়া : (হা'ম্‌যবী'য়াঃ) ত্বরীক্বাহ্ শাখা (১৪শ শতাব্দী)।

মাশীশীয়া : মরক্কো দেশের সিদ্ধ পুরুষ ইব্‌ন মাশীশের শিষ্যগণের সম্প্রদায় (মৃত ১২২৬); প্রথমে শাযি'লিয়াঃ ত্বরীক্বাহ্‌র সাথে মিলিত ছিল। তৎপর ১৬শ শতাব্দীতে পৃথকভাবে দলবদ্ধ হয়েছে।

❋ **মাত্‌বুলীয়া :** মিসর দেশীয় ক্ষুদ্র ত্বরীক্বাহ্ (মৃত ১৪৭৫)।

মাওলাবী'য়া : আনাতোলিয়ার ত্বরীক্বাহ্ (জালা আর-দীন রুমী, কোনিয়ার (মৃত ১২৭৩)। শাখাসমূহঃ পুস্তানিশীনীয়াঃ, ইর্শাদীয়াঃ।

মিস্‌'রীয়া = নিয়াযীয়াঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

মুহা'ম্মাদীয়া : কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত ধর্মপরায়ণ সম্প্রদায়ের কৃত্রিম উপাধি। ১৬শ শতাব্দীতে 'আলী খাওয়াস' এং শা'রানী এ ত্বরীক্বাহ্ ব্যবহার করেন। জাযুলীকৃত 'দালাইল' আবৃত্তি প্রসঙ্গে এই ত্বরীক্বাহ্র উল্লেখ করা হয়।

মুহা'সিবীয়া : হা'রিছ' মুহাসিবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃত ৮৫৯)।

মুরাদিয়াঃ ইস্তাম্বুলের তুরস্ক দেশীয় শাখা।

মুশারির'ঈয়া - কা'দিরীয়াঃ ত্বরীক্বার যামীনী শাখা, ১৫ শতাব্দী।

মুতা'বি'আঃ = আহ'মাদীয়াঃ।

❋ **মাফ্শাবান্দীয়া** : তা'য়াফুযীয়াঃ হতে উদ্ভূত বলে কথিত তুর্কিস্তানের ত্বরীক্বাহ্-এর শাখাসমূহ চীন, তুর্কিস্তান, কাযান, তুরস্ক, পাক-ভারত ও জাভায় প্রচলিত আছে (বাহা'আলদীন, মৃত ১৩৮৮)।

নাক্'শাবান্দীয়া = খালিদীয়া : তুরস্কে সংস্কার সাধিত (১৯শ শতাব্দী)।

❋ **নাসি'রীয়া** : শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র দক্ষিণ মরক্কো দেশী শাখা, তামগ্রুতে (১৭শ শতাব্দী) এর তিউনিসিয়া দেশীয় শাব্বীয়াঃ প্রশাখাও প্রচলিত আছে।

❋ **নি'মাতাল্লাহীয়া** : কির্মান দেশে পারস্য দেশীয় শী'আ সম্প্রদায়ের একমাত্র ত্বরীক্বাহ্। কা'দিরীয়াঃ যাফি'ঈয়াঃ ত্বরীক্বাহ্ হতে উদ্ভূত (মৃত ১৪৩০)।

নিয়াযায়ী : খাল্ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃত ১৬৯৩)।

নুবুবীয়া : সিরিয়া দেশে কারিগরদের ত্বরীক্বাহ্ (১২শ শতাব্দী)।

নূর আল-দীনীয়াঃ জার্রাহী'য়াঃ।

নূরবাখ্শীয়া : কুব্রাবী'য়াঃ ত্বরীক্বাহ্র খুরাসান দেশীয় শাখা (মুহা'ম্মাদ নুরবাখ্শ, মৃত ১৪৬৫)।

নূরীয়া : নূরীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃত ৯০৭)

নূরীয়া : রুক্নীয়া ত্বরীক্বাহ্র বিরুদ্ধ মতাবলম্বী শাখা (১৫শ শতাব্দী)।

নূরীয়া : ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

পীর- হা'জ্জাত- আফগা'ন দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ এ ত্বরীক্বাহ্বলম্বীগণ নিজেদেরকে আন্সা'রী হারাবী'র (মৃত ১০৮৮) ত্বরীক্বাহ্বলম্বী বলে মনে করে।

❋ **রাহ্'হা'নীয়া** : মরক্কো দেশীয় ভেল্কিবাজদের ত্বরীক্বাহ্ (১৬শ শতাব্দী)।

❋ **রাহ্'মানীয়া** : কাবিলের খালওয়াতীয়া ত্বরীক্বার শাখা (১৭৯৩)।

❋ **রাশীদীয়া** : আলজেরিয়া দেশীর ক্ষুদ্র ত্বরীক্বাহ্। য়ুসূ'ফীয়া ত্বরীক্বাহ্র বিরুদ্ধাচরণে তা গঠিত হয়েছে (১৯শ শতাব্দী)।

http://islaminonesite.wordpress.com

❋ **রাসূলশাহীয়া :** ওজারাটের তারতীর ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

রাওশানীয়া : তুরস্ক ও কায়রোর খাল্ওয়াতীয়া ত্বরীক্বাহ্র শাখা (গুল্শানী, মৃত ১৫৩৩)।

রাওশানীয়া : সুহত্মাওয়ার্দীয়া ত্বরীক্বাহ্র আফগান শাখ (বায়ায়ীদ আন্সা'রী, ১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে মৃত্যু)।

❋ **রিফা'ঈয়া :** দক্ষিণ 'ইরাক' দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (মৃত ১১৭৫) এর বাস'রাস্থ কেন্দ্র হতে দামিশ্ক ও ইস্তাম্বুলে পরিব্যপ্তি। সিরিয়া দেশীয় শাখা হা'রীরীয়াঃ, সা'দীয়া, সায়্যাদীয়াঃ; মিসর দেশীয় শাখাঃ বার্যীয়াঃ, মালিকীয়াঃ, ও হা'বীবীয়াঃ (১৯শ শতাব্দী)।

রুক্নীয়া : কুব্য়াবী'য়াঃ ত্বরীক্বাহ্র বাগ্দাদী শাখা ('আলা' আল- দাওলাঃ সিম্নানী, মৃত ১৩৩৬)।

র‍্যমীয়া : = আশ্রাফীয়াঃ।

সাথঈনীয়া : ইবন সাব্ঈনের (মৃত ১২৬৮) মতাবলম্বী স্ত্রী গৃহত্যাগী সম্প্রদায়।

❋ **সা'দীয়া :** রিফা'ঈয়াঃ ত্বরীক্বার সিরিয়া দেশী শাখা (সা'দি আল-দীন জিবাবী, মৃত ১৩৩৫)।

শাখাসমূহ : 'আব্দ আল-সালামীয়াঃ, আয়ু-আল- ওয়াফী'ঈয়াঃ।

❋ **সা'ফাবী'য়া :** আর্দবীলের সুহরাওয়ারর্দীয়া ত্বরীক্বাহ্র আযিরী শাখা (মৃত ১৩৩৪)। তা হতে পারস্য দেশীয় সা'ফাবিদ রাজবংশের কি'যিলবাশীয় ত্বরীক্বাহ্ উদ্ভুত হয়। অধিকন্তু তা হতে তুরস্ক দেশীয় আরও বহু শাখার উৎপত্তি হয়।

সাহ্লীয়া : সাহ্ল তুস্তারীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (সাহ্ল তুস্তারী, মৃত ৮৯৬)। কৃত্রিম সানাদের জন্য ১৬শ শতাব্দীতে এ নাম পুনঃজীবিত করা হয়।

সাকা'তীয়া : ১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সানাদ (সাকী'তী, মৃত ৮৬৭)।

সালীমীয়া : সাহ্লীয়াঃ (প্রথম অর্থে)।

❋ **সাম্মানীয়া :** শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র মিসর দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

❋ **সানানীয়া :** ক্ষুদ্র ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

❋ **সানূসীয়া :** সৈন্যদের তাক'রীকা'ঃ। পূর্ব দেশীয় সাহারায় প্রথমে জাগবুব ও তৎপর কুফরায় খাদিরীয়াৎ ত্বরীক্বাহ্ হতে উদ্ভুত। (মৃত ১৮৫৯)।

সাসানীয়া : সিনিয়াও আনাতোলিয়া দেশে কারিগরদের ত্বরীক্বাহ্ (১২শ-১৬শ শতাব্দী)।

http://islaminonesite.wordpress.com

সায়্যারীয়া : দশম শতাব্দীর মতাবলম্বী ত্বরীক্বাহ্।

❋ **শা'বানীয়া** : কান্তামুনির খাল্ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বার তুরস্ক দেশীয় শাখা। (মৃত ১৫৬৯)।

❋ **শাযি'লীয়া** : তেল্মসেনবাসী আবু মাদ্যান (মৃত ১১৯৭) ও তিউনিসবাসী 'আলী শাযি'লী (মৃত ১২৫৬) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ত্বরীক্বাহ্। মাগ্রিবের শাখা সমূহঃ গা'যীয়াঃ হা'বীবীয়াঃ কার্যাযায়ী, নাসিরীয়াঃ শায়খায়াঃ, সুহায়লীয়াঃ, যূসূ'ফীয়াঃ, যার্রূকী'য়াঃ ও যিয়ানীয়াঃ, মিসর দেশীয় শাখাসমূহ : বাক্রীয়াঃ, খাওয়াতি'রীয়াঃ ওয়াফাঈয়্যাঃ জাওহারীয়াঃ, কা'সিমীয়াঃ, হাশিমীয়াঃ, সাম্মানীয়াঃ, 'আফীফীয়াঃ, কা'সিমীয়াঃ, 'আরুসীয়া, হান্দুশীয়াঃ, কা'উ'ক'জীয়াঃ; ইস্তাম্বুল, রুমানিয়া, নুবিয়া এবং কোমোরেসেও এর কতিপয় শাখা প্রচলিত আছে।

শাহ্মাদারীয়াঃ মালাঙ্গ = মাদারীয়াঃ।

❋ শায়খীয়া : শাযিলীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্কে প্রদত্ত নাম ও রানিয়ার উলাদ সীদা শাইখ (১৯শ শতাব্দী)।

শাম্সীয়া : খাল্ওয়াতীয়াঃ তা'রীকা'র তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃত ১৬০১) নূরীয়া : সীওয়াসীয়া।

❋ **শারকাওয়া** : বুজাদের জাযুলীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র মরক্কো দেশীয় শাখা (১৫৯৯)।

শারকাবী'য়া : খাল্ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বাহ্র মিশর দেশীয় শাখা (১৮শ শতাব্দী)।

শাত্তা'রীয়া : পাক-ভারত, সুমাত্রা ও জাভা দেশের ত্বরীক্বাহ্ : ('আব্দ আল্লাহ শাত্তা'র, মৃত ১৪১৫ বা ১৪২৮)। শাখাসমূহ : গা'ওছীয়া, 'উশায়কী'য়াঃ।

শূ'যীয়া : সাব্'ঈনীয়াঃ ত্বরীক্বার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শতাব্দীর স্পেন দেশীয় গৃহত্যাগীদের ত্বরীক্বাহ্।

সি'দ্দীকায়া : প্রথম খালীফার সাথে সম্বন্ধযুক্ত কৃত্রিম সানাদ (১৩শ শতাব্দীতে ইবনু 'আতা আল্লাহ কর্তৃক উদ্ভাবিত)।

সিনান-উম্মীয়া : তুরস্ক দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (মৃত ১৬৬৮)।

সুহায়লীয়াঃ শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বার আলজিরিয়া দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

❋ **সুহ্ওয়ারদীয়া** : 'আব্দ আল-কাহির সুহ্রাওয়ারদী (মৃত ১১৬৭) ও 'উমার সুহ্রাওয়ারদী (মৃত ১২৪৩) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদী ত্বরীক্বাহ্। প্রতিষ্ঠাতা দ্বয়কে সিদ্দীকা'য়াঃ অর্থাৎ প্রথম খালীফার বংশধর বলা হয়। আফগানিস্তান ও পাক-ভারতে এ ত্বরীক্বাহ্ প্রচলিত আছে। এর শাখাসমূহ : জালালীয়া, জামালীয়া, খাল্ওয়াতীয়া, রাওশানীয়া, সা'ফাবী'য়া ও যায়ানীয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

❋ **সুল্‌তা'নীয়া :** তুর্কিস্তানের ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

❋ **সুন্‌বুলীয়া :** খাল্‌ওয়াতীয়া ত্বরীক্বার, তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃত ১৫২৯)।

❋ **তাব্বাঈয়া :** তিউনিসিয়া দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী)।

❋ **তা'য়বীয়া :** উয়েযানে অবস্থিত জায়ুলীয়াঃ ত্বরীক্বার মরক্কো দেশীয় শাখা (মৃত ১৭২৭)।

তা'য়ফূরীয়া : দাসিতনী ও খুকা'নীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (১১শ শতাব্দী)। প্রতিষ্ঠাতাগণ আবূ যায়ীদ তা'য়ফূর বিস্‌তামীর (মৃত ৮৭৭) বংশ জাত।

❋ **তা'লিবীয়া :** সেলীর মরক্কো দেশী ক্ষুদ্র ত্বরীক্বাহ্ (১৯শ শতাব্দী; RMM. lviii, 143 দ্রষ্টব্য)।

তা'ল্‌কী'নীয়া : ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

❋ **তিজানীয়া :** আলজিরিয়া ও মরক্কো দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (মৃত ১৮১৫)। তেমাসিন ও 'আয়ন মাহ্‌দী হতে এ পূর্ব ও পশ্চিম সুদানে প্রসারিত।

❋ **তুশিশ্‌তীয়া :** ভারত ও আফগান দেশীয় ত্বরীক্বাহ্, আজমীরে এর কেন্দ্র (মৃত ১২৩৬)।

তুহামীয়া = তা'য়বীয়া।

'উল্‌ওয়ানীরা : ১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সানাদ। ৮ম শতাব্দীর জিন্দার জনৈক সিদ্ধ পুরুষের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

উম্মী- সিনানীয়াঃ তুরস্ক দেশীয় ত্বরীক্বাহ্ (মৃত ১৫৫২)।

'উরাবীয়া : কা'দিরীয়া- ত্বরীক্বাহ্ শাখা (১৬শ শতাব্দী)।

'উশায়কী'য়া : শাত্তা'রীয়াঃ ত্বরীক্বার পাক-ভারতী শাখা (আবূ য়াযীদ ই'শ্‌কী', মৃত ১৫শ শতাব্দী)।

❋ **উশ্‌শাকী'য়া :** খাল্‌ওয়াতীয়াঃ ত্বরীক্বার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃত ১৫৯২)।

উওয়ায়সীয়া : ১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সানাদ, জনৈক সহাবীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

❋ **ওয়াফাঈয়া :** শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বার সিরিয়া ও মিসর দেশী সংস্কার সাধিত ত্বরীক্বাহ্ (মৃত ১৩৫৮)।

ওয়াহ্;দাতীয়া : ইসলাম বিরোধ মতবাদ = উজু-দীয়া = হা'তিমীয়া।

ওয়ারিস' আলী শাহীয়াঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকের পাক-ভারতীয় ত্বরীক্বাহ্। অযোধ্যা প্রদেশে তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উস্‌লীয়াঃ ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

য়াসাবীয়া : তুর্কিস্তানে খাওয়াজাঃগান ত্বরীক্বার শাখা (য়াসাবী' মৃত ১১৬৭)।

http://islaminonesite.wordpress.com

য়ুনুসীয়া : সিরিয়া দেশীয় গৃহত্যাগীদের ত্বরীক্বাহ্ঃ (শায়বানী মৃত ১২২২)।

❋ **য়ুসূ'ফীয়া** : সিরিয়া দেশীয় গৃহত্যাগীদের ত্বরীক্বাহ্ঃ (শায়বানী মৃত ১২২২)।

❋ **য়ুসূ'ফীয়া** : মিলিয়ানার শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বার মাগ্'রিবী শাখা (১৬শ শতাব্দী)।

যাররূকীয়া' : ফেজের শাযি'লীয়া ত্বরীক্বার শাখা (মৃত ১৪৯৩)।

যায়নীয়া : ব্রুসার সুহরাওয়ারদীয়া ত্বরীক্বার তুরস্ক দেশীয় শাখা (খাওয়াফী মৃত ১৪৩৫)।

❋ **যিয়ানীয়া** : শাযি'লীয়াঃ ত্বরীক্বার মাগ'রিবী শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

সাকুল্যে ৩৫২টি ত্বরীক্বাহ্ ও শাখা বিদ্যমান। যতই দিন যাচ্ছে ততই নতুন নতুন ত্বরীক্বাহ্ জন্ম নিচ্ছে। অথচ ইসলামে ত্বরীক্বাহ্ বা পথ একটিই যা আল্লাহ ওয়াহী দ্বারা নাবী (ﷺ)-কে বলে দিয়েছেন :

﴿وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

"এবং এ পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা সাবধান হও।"[১৯]

আসমানী ঐ ঘোষণাকে পাশ কাটিয়ে অতশত পথের আবিস্কার নিশ্চয় মানুষকে গুমরাহ করবে। এটা আদৌ ইসলাম নয় যত সুন্দর সবক দেয়া হোক না কেন। বিশ্বনাবী (ﷺ)-এর পথ ওটা নয়। হাদীসে কোথাও ঐ পথের কথা বলা হয়নি।

ঠিক এরূপ একটি রেখা অঙ্কন করে মহানাবী (ﷺ) সিরাতুল মুস্তাকীম ও শাইত্বনের পথের নির্দেশ করেন।

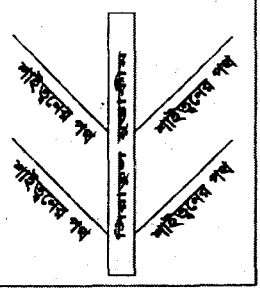

[১৯] ৬. সূরাহ্ আল আন'আম, ১৫৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

এবার পীর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :

পীর শব্দের অর্থ বৃদ্ধ এটা ফারসী শব্দ। এটা কখনও সুন্নাতী শব্দ নয় এবং ত্বরীক্বাহ্‌ও নয়। বংশীয় ধারায় বড় পীর, মেঝ পীর, ন'পীর, ছোট পীর, পীর ভাই, পীর বোন, পীর মাতা, পীর দাদা এ ধরনের শব্দ সবই বিদ'আত। এটা যে ইসলামী পরিভাষা নয় তা নিচে পাঁচ পীর ধারণা হতে দেখা যায়।

"পান্‌জপীর" (پنجپیر) : (পাঁচো পীর, পাজ পিরিয়্যা সম্প্রদায়), "পাঁচ পীর" (বৃদ্ধ) ভারতীয় উপমহাদেশে বহুল বিস্তৃত একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদের (Cult) বিষয়বস্তু। প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমদিকে এ পাঁচ পীর দ্বারা বুঝান হ'ত মুহাম্মাদ (ﷺ), 'আলী (রাঃ), ফাতিমাহ্‌ (রাঃ), হাসান (রাঃ) এবং হুসাইন (রাঃ) এ পাঁচজনকে। এ নামগুলি একটি কবিতার চরণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। চরণটি নিম্নরূপ :

আমার সহায় আছেন পাঁচজন,
তাঁদের দয়ায় আমি নিভাই
মহামারীর দাব-দাহ।
(তাঁরা হচ্ছেন), মুস্‌তা'ফা, মুরতাদা,
তাঁদের পুত্রদ্বয় আর ফাতিমাহ্‌।

এ সকল নামের পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে ও কালে অন্যান্য নাম বসান হয়েছে। বস্তুতঃ R.C. Temple-এর মতে যে কোন পাঁচজন পীর যাঁদের কথা লেখকের স্মরণ আছে অথবা যাঁদেরকে তিনি শ্রদ্ধা করেন "পাঁচ পীর" বলে গণ্য করতে পারেন। বেনারসের মত এত ক্ষুদ্র একটি জিলায় W. Crooke পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন তালিকা আবিস্কার করেন। উক্ত তালিকাগুলিতে মোট এগারজনের নাম উল্লেখ আছে। E. A. H. Blunt-এর মতে অধিকাংশ ভারত উপমহাদেশের মুসলিম পাঁচজন নিম্নতর স্তরের পীরের উল্লেখ করেন যথা : বাহা' আল-হা'ক্‌ক, শাহ্‌ শাম্‌স তাব্‌রীয, মাখ্‌দুম, জাহানীয়া জাহান কুশ্‌ত; এরা সকলেই মুলতানবাসী; লক্ষ্ণৌর শাহ্‌ রূক্‌ন 'আলাম হা'দরাত্‌, পাক পাতানের বাবা শাইখ ফারীদ আল-দীন; অন্যরা চারজনের নাম বলেন; 'আলী, খাজা হাসান বাস্‌রী, খাজা হা'বীব "আয্‌মী এবং 'আব্‌দ আল-ওয়া'হি'দকূফী। অন্যান্য নাম নীচে উল্লেখ করা হবে।

Blunt-এর মতে পান্‌জ পীরের প্রতি ৫৩টি সম্প্রদায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাদের মধ্যে ৪৪টি সম্প্রদায় পুরাপুরি অথবা আংশিকভাবে হিন্দু। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীতে তাদের সংখ্যা ছিল সাড়ে সতের লক্ষ। তিনি বলেন যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পান্‌জপীরের সকল হিন্দু ভক্তদের দাঁড়িয়েছিল ১ কোটি ৩৫ লক্ষে। W. Crooke তাঁর লিখিত Tribes and Castes of Bengal পুস্তকে এরূপ ২৮টি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেন। R. Greeven এরূপ পীর পূজার দু'টি মূল কারণ উল্লেখ করেছেন :

http://islaminonesite.wordpress.com

(১) নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোক ইসলামে নব দীক্ষিত হয়েছে তাঁরা ইসলামের বিশুদ্ধ তাওহীদভিত্তিক ধর্মীয় মতবাদের অধঃপতন ঘটিয়ে তাকে তাদের কাছে অধিকতর বোধগম্য পৌত্তলিকতায় রূপান্তরিত করেছে, (২) হিন্দুদের কতিপয় নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায় ভীতির প্রভাবে কোন ভূতপূর্ব মুসলিম বিজয়ীকে দেবত্বে উন্নীত করেছে। এদের প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে গিয়ে সাধারণ নবদীক্ষিতগণ পূর্ণভাবে পৌত্তলিকতা বিমুক্ত হতে পারেনি এবং এজন্য উত্তরকালে তাঁরা সহজেই পৌত্তলিকতা পুনঃ গ্রহণ করে। তাদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত দু'টি মতের কোন প্রতিবাদ করা হয়নি : (১) এ সকল পূজারীরা নিম্নশ্রেণীর লোক। জনৈক গ্রন্থাকার বলেন, তারা প্রায় সকলেই ঝাড়ুদার; (২) পাঁচ পীরের হিন্দু ভক্তগণও এটা সম্যক জানে যে, পাঁচ পীরে বিশ্বাস ইসলামের প্রভাব উদ্ভুত। এরূপে গ্রামবাসীরা পাঁচ পীরকে বলে মুসলিমদের দেবতা (মুসলমানী দেবতা) এবং বিনা ব্যতিক্রমে মুসলিম ঢোলবাদকগণ (দাফালী) দ্বারাই এ সকল উৎসব সম্পূর্ণ করিয়ে নেয়। এ ঢুলীরাই পুরুষানুক্রমে এ সকল অনুষ্ঠানের পেশাদার পুরোহিত।

গাজী মিয়াকে কেন্দ্র করে এ পাঁচ পীরের বিশ্বাস গড়ে উঠে। তিনি সাইয়্যিদ সালার মাস'ঊদ নামে পরিচিত এবং মাহ'মুদ গায্‌নাবী'র ভ্রাতৃতস্পুত্র। ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁর বিবাহের দিন "বাহ্‌রাইচ"-এ এক বিদ্রোহী হিন্দু জনতার আক্রমণে তিনি নিহত হন এবং "সুলতান আল-শুহাদা" (শাহীদদের বাদশাহ্) (Greeven) হিসাবে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করেন। তিনি পান্‌জপীরের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্থানে স্থানে এককভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করা হয়। পান্‌জপীরের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিশেষ অর্ঘ্যদান করা হ'ত। কোন কোন তালিকায় পাঁচের পরিবর্তে ছয়টি নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে দু'জন নারী স্পষ্টতই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাতা এবং কন্যা। সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে দুরিহর নামে অভিহিত এক সম্প্রদায়ের পান্‌জপীরের মধ্যে রমণী পীর ছিলেন সাহ্‌জা মাই।

'বেলদার'গণ পান্‌জপীরকে পাগ্‌ড়ী (পাটুকা) এবং দেশী মোটা কাপড়ের চাদর (পাটাও) আর মাঝে মাঝে মুরগী উপহার দেয়া। চাদরগুলি অর্পণ করার পূর্বে লাল রেখায় রঞ্জিত করা হয়। অন্য যে সব অর্ঘ্য প্রদান করা হয় সেগুলি রঞ্জিত করা হয়। অন্য যেস অর্ঘ্য প্রদান করা হয় সেগলি হ'ল শরবত, ফুলের মালা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং চিনি ও ঝাল মিশ্রিত পদার্থ (মিরচেওয়ান)। এ মিশ্রণের কিছুটা বেদীর উপর ঢেলে ফেলে অবশিষ্টাংশ ভক্তগণ (Dabgar) পান করান। যবের ছাতু, শশা এবং তরমুজও প্রদান করা হয়। এক বিশিষ্ট প্রথা অনুসরণ করে, তার নাম "পিয়ালা"। অগ্রহায়ন মাসের কোন এক মঙ্গলবার নর-নারীর সকলে নদীর তীরে গমন করে পান্‌জপীরের অন্যতম সাহজা মাই-এর উদ্দেশে মদ এবং মিষ্টি পান করে।[২০]

---

[২০] ইসলামী বিশ্বকোষ।

http://islaminonesite.wordpress.com

কাশ্‌ফ (كشف) : অর্থ উন্মোচন, অন্তর্দৃষ্টি; ভাবাবেগ প্রধান ধর্মীয় জীবনে (তাসাউফ) এটা সূ'ফীর নিকট অত্যাধিক রহস্য উন্মোচিত হবার শব্দ। এটাকে তিনভাগে ১. মুহাদারা (এর দ্বারা আসহাব আল উকুল 'ইল্‌ম আল-য়াকীনে পৌছতে পারা), ২. মুকাশাফা (এর দ্বারা আসহাব আল মা'রিফা হাকক আল য়াকীনে পৌছতে পারা), ৩. মুহাহাদা (এর দ্বারা আসহাব আল মা'রিফা হাকক আল যাকীনে পৌছতে পারা। শেষেরটি হচ্ছে সূ'ফীদের মতে সরাসরি আল্লাহর প্রত্যক্ষ দর্শন আল্লাহকে কোন দুন্‌ইয়াবী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নাবী মূসা (আলাইহিস সালাম) পারেননি আল্লাহকে দেখতে। যা আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত। মি'রাজে নাবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)'ও আল্লাহকে সাক্ষাৎ দেখেননি। তাহলে সূ'ফী ওলী-আউলিয়ার দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে ক্বিয়ামাতে জান্নাতীগণ পূর্ণিমার চাঁদের মত সরাসরি দেখবেন মহান স্রষ্টাকে এটা কুরআন ও হাদীসে বহুল উধৃত।

ওলী বা আউলিয়াগণ আল্লাহর বিশেষ সাহায্যে যে অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন তাই কারামাত হিসাবে বহুল প্রচলিত। নাবী-রসূলের প্রতি যে অলৌকিকত্ব ছিল তা স্পষ্ট মু'জিযা। এটা নাবীদেরকে দেয়া হয় যা প্রায় সব নাবী-রসূলের বেলায় দেখা যায়। কিন্তু নাবী না হলেও আল্লাহর বিশেষ রহমাত প্রদত্ত হয়েছে বিবি মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর ব্যাপারে। আবার মহানাবী (ﷺ)-এর সহাবায়ি কিরামের প্রতিও বিশেষ রহমাত স্বরূপ কিছু কিছু বিস্ময়কর বস্তু প্রদত্ত হয়েছে। যেমন খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে তাকে আঙুর ফল প্রদান, উসাইদ ও হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে অন্ধকারে আলো দ্বারা পথ প্রদর্শন প্রভৃতি। এগুলি নিয়ে কখনও কোন সহাবী তার নিজস্ব কারামাত বলে কখনও উল্লেখ করেননি।

কিন্তু ওলী-আউলিয়া হলেই তাকে কারামতী দেখাতে হবে আর কারামত ছাড়া ওলী-আউলিয়া নাই এর ধরণের বিশ্বাস নিশ্চয়ই ইসলাম নয়। কেননা এটা তো এমন হতে পারে যে জ্বিন্‌ হাসিলের দ্বারা মানবীয় কিছু অসাধ্য ও অসম্ভব কাজ ঐ দানবীয় শক্তির সাহায্যে সংঘটিত হয়। আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই হয়। যাদু বা জ্বিন্‌দের দ্বারা ঐ সব কর্মকান্ড হয় বলে বুজুর্গী বেড়ে কারামাত রূপে প্রচারিত। এটা কখনও আল্লাহ তা'আলার কাজ নয়। এবার প্রকৃত ওলী বা আউলিয়া কে এর উত্তর আল-কুরআন নিজেই কিভাবে দিচ্ছে দেখুন :

মু'মিনদের একমাত্র ওলী বা আউলিয়া হ'ল আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন। এ মহা ধ্রুব সত্য আল-কুরআনে যেসব সূরার যে সব আয়াতে কারীমায় বিঘোষিত তা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّ

لَا نَصِيرٍ﴾

http://islaminonesite.wordpress.com

১। তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই? এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন ওলী (অভিভাবক) সাহায্যকারী নেই।[২১]

২। যারা ঈমান আনে তারা আল্লাহর ওলী (অভিভাবক) তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর পথে নিয়ে যান আর যারা কুফ্‌রী করে ত্বগুত তাদের ওলী বা অভিভাবক। এরা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই জাহান্নামী সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।[২২]

৩। আল্লাহই মু'মিনদের **ওলী** বা বন্ধু বা অভিভাবক।[২৩]

৪। যখন তোমাদের মধ্যে দু' দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ উভয়ের বন্ধু বা **ওলী** ছিলেন, আল্লাহর উপর যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে।[২৪]

৫। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন। **ওলী** বা অভিভাবকত্বে আল্লাহই যথেষ্ট এবং আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট।[২৫]

৬। তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশীর অনুসারে কাজ হবে না। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিদান সে পাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত তার। কোন **ওলী** (অভিভাবক) ও সহায় সে পাবে না।[২৬]

৭। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দিবেন। কিন্তু যারা হেয় জ্ঞান করে ও অহঙ্কার করে তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের জন্য তারা কোন **ওলী** (অভিভাবক) ও সহায় পাবেন না।[২৭]

৮। তোমাদের বন্ধু বা **ওলী** তো আল্লাহ, তার রসূল ও মু'মিনগণ- যারা বিনীত হয়ে সলাত কায়িম করে ও যাকাত দেয়। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মু'মিনদের **ওলী** বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।[২৮]

৯। বল, আমি কি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে **ওলী** (অভিভাবক) রূপে গ্রহণ করবে? তিনি আহার্য দান করেন, কিন্তু তাকে কেউ আহার্য দেয় না এবং বল আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে

---

[২১] ২. সূরাহ্ বাক্বারাহ্, ১০৭।
[২২] ২. সূরাহ্ বাক্বারাহ্, ২৫৭।
[২৩] ৩. সূরাহ্ আল 'ইমরান, ৬৮।
[২৪] ৩. সূরাহ্ আল 'ইমরান, ১২২।
[২৫] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ৪৫।
[২৬] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ১২৩।
[২৭] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ১৭৩।
[২৮] ৫. সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, ৫৫-৫৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

আমি প্রথম ব্যক্তি হই। আমাকে আরো আদেশ করা হয়েছে, তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।[২৯]

১১। যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া কৌতুক রূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবনে যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং এ (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয় এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না। এরাই নিজেদের কৃতকর্মের ধ্বংস হবে; কুফ্‌রী হেতু এদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।[৩০]

১২। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলো এবং তারা যা করত এজন্য তিনিই তাদের অভিভাবক **(ওলী)**।[৩১]

১৩। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য **আউলিয়া** (অভিভাবকের) অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।[৩২]

১৪। আমার অভিভাবক **(ওলী)** তো আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্ম পরায়নদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।[৩৩]

১৫। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহরই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন **ওলী (অভিভাবক)** নাই এবং সাহায্যকারীও নাই।[৩৪]

১৬। যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, পড়লে অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক **(আউলিয়া)** থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্যও করা হবে না।[৩৫]

১৭। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের অভিভাবক **(ওলী)**। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়নদের অন্তর্ভূক্ত কর।[৩৬]

---

[২৯] ৬. সূরাহ্ আল আন'আম, ৫১।
[৩০] ৬. সূরাহ্ আল আন'আম, ৭০।
[৩১] ৬. সূরাহ্ আল আন'আম, ১২৭।
[৩২] ৭. সূরাহ্ আল আ'রাফ, ৩।
[৩৩] ৭. সূরাহ্ আ'রাফ, ১৯৬।
[৩৪] ৯. সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্, ১১৬।
[৩৫] ১১. সূরাহ্ হূদ, ১১৩।
[৩৬] ১২. সূরাহ্ ইউসুফ, ১০১।

http://islaminonesite.wordpress.com

১৮। এভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধান রূপে আরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন **ওলী** বা অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।[৩৭]

১৯। আল্লাহ যাদেরকে পথ নির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে **অভিভাবক** (আউলিয়া) পাবে না। ক্বিয়ামাতের দিন আমি ওদেরকে মুখের ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ মূক ও বধির করে সমবেত করব। ওদের আবাস স্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত আমি তখনই ওদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিব।[৩৮]

২০। বল! প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না। তার সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তার অভিভাবকের ওলী প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তার মাহাত্ম ঘোষণা করে।[৩৯]

২১। তুমি বল! তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা, তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোন অভিভাবক **(ওলী) নেই**। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বের শারীক করেন না।[৪০]

২২। ওরা বলবে, পবিত্র ও মহান তুমি। তোমার পরিবর্তে অন্যকে আমরা অভিভাবক **(আউলিয়া)** গ্রহণ করতে পারি না; তুমিই তো এদের ও এদের পিতৃপুরুষদের ভোগ সম্ভার দিয়েছিলে; পরিণামে ওরা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।[৪১]

২৩। তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না এ পৃথিবীতে এবং আকাশে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক **(ওলী)** নেই, সাহায্যকারীও নেই।[৪২]

২৪। আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওদের অন্তবর্তী সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি 'আর্‌শে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক **(ওলী)** নেই। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?[৪৩]

---

[৩৭] ১৩. সূরাহ্ আর্ রা'দ, ৩৭।
[৩৮] ১৭. সূরাহ্ বানী ইসরাঈল, ৯৭।
[৩৯] ১৭. সূরাহ্ বানী ইসরাঈল, ১১১।
[৪০] ১৮. সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ, ২৬।
[৪১] ২৫. সূরাহ্ আল ফুরক্বান, ১৮।
[৪২] ২৯. সূরাহ্ আল 'আনকাবূত, ??।
[৪৩] ৩২. সূরাহ্ আস্ সাজ্দাহ্, ৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

২৫। বল কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে? যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল চান, অথবা তিনি যদি তোমাদের অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন তবে কে তোমাদের ক্ষতি করবে? ওরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক (ওলী) ও সাহায্যকারী পাবে না।[৪৪]

২৬। মালায়িকারা বলবে, তুমি পবিত্র মহান। তুমিই আমাদের অভিভাবক (ওলী) ওরা নয়, বরং ওরা তো 'ইবাদাত করত জিন্দের এবং ওরা অধিকাংশই ছিল ওদের প্রতি বিশ্বাসী।[৪৫]

২৭। আমরাই তোমাদের আউলিয়া দুন্ইয়ার জীবনে ও আখিরাতে সেথায় তোমাদের জন্য আছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে।[৪৬]

২৮। ওরা যখন হাতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো ওলী এবং প্রশংসাই।[৪৭]

২৯। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন ওলী নাই, নাই সাহায্যকারী।[৪৮]

৩০। আল্লাহর মুকাবিলায় ওরা তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না যালিমরা একে অন্যের বন্ধু (ওলী)।[৪৯]

৩১। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন আউলিয়া থাকবে না। ওরাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।[৫০]

আল-কুরআনে "শাইত্বনকে যাদের আউলিয়া" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে সেসব সূরাহ্ ও আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

১। এরাই শাইত্বন, তোমাদেরকে তার আউলিয়া বা বন্ধু বা অভিভাবকদের ভয় দেখায়; সুতরাং তোমরা যদি মু'মিন হও তবে তোমরা তাদের ভয় করো না। আমাকেই ভয় কর।[৫১]

---

[৪৪] ৩৩. সূরাহ্ আল আহ্যাব, ১৭।
[৪৫] সূরাহ্ সাবা, ৪১।
[৪৬] ৩২. সূরাহ্ হা-মীম আস্-সাজদাহ্, ৩১।
[৪৭] ৪২. সূরাহ্ আশ্ শুরা, ২৮।
[৪৮] ৪২. সূরাহ্ আশ্ শুরা, ৩১।
[৪৯] ৪৫. সূরাহ্ আল জাসিয়া, ১৯।
[৫০] ৪৬. সূরাহ্ আহ্কাফ, ৩২।
[৫১] ৩. সূরাহ্ আল 'ইমরান, ১৭৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

২। যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা ত্বগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শাইত্বনের বন্ধুদের (আউলিয়া) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। শাইত্বনের কৌশল অবশ্যই দূর্বল।[৫২]

৩। আল্লাহর পরিবর্তে শাইত্বনকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্থ।[৫৩]

৪। যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার ক'র না। তা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয়ই শাইত্বনেরা তাদের বন্ধু (আউলিয়া) তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাদের কথা মত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।[৫৪]

৫। হে বানী আদম! শাইত্বন যেন কিছুতেই তোমাদের প্রলুব্ধ না করে যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, শাইত্বনকে আমি তাদের অভিভাবক (আউলিয়া) করেছি।[৫৫]

৬। একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথ ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শাইত্বনকে তাদের অভিভাবক বা আউলিয়া করেছিল এবং মনে করত তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।[৫৬]

৭। বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বল, আল্লাহ। বল তবে কি তোমরা অভিভাবক (আউলিয়া) হিসাবে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধন সক্ষম নয়? বল, অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি তারা আল্লাহর এমন করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি ওদের নিকট সদৃশ মনে হয়েছে? বল, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি এক পরাক্রমশালী।[৫৭]

৮। শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইত্বন ঐসব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সেই আজ ওদের ওলী বা অভিভাবক এবং ওদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।[৫৮]

---

[৫২] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ৭৬।
[৫৩] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ৭৬।
[৫৪] ৬. সূরাহ্ আল আন'আম, ১২১।
[৫৫] ৭. সূরাহ্ আ'রাফ, ২৭।
[৫৬] ৭. সূরাহ্ আ'রাফ, ৩০।
[৫৭] ১৩. সূরাহ্ আর্ রা'দ, ১৬।
[৫৮] ১৬. সূরাহ্ আন্-নাহ্ল, ৬৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

৯। এবং স্মরণ কর, আমি মালায়িকাদের বলেছিলাম, আদমের প্রতি সাজদাহ্ কর; তখন তারা সকলেই সাজদাহ্ করল ইবলিস ব্যতীত, সে জিন্দের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে ওকে ওদের বংশধরকে অভিভাবক বা আউলিয়া রূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের শত্রু। যালিমদের এই আউলিয়া বিনিময় কত নিকৃষ্ট।[৫৯]

১০। যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে (আউলিয়া) গ্রহণ করবে? আমি কাফিরদের অন্যায়ের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।[৬০]

১১। হে আমার পিতা! শাইত্বনের 'ইবাদাত করো না শাইত্বন তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করি যে তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন তুমি হয়ে পড়বে শাইত্বনের বন্ধু বা ওলী।[৬১]

১২। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক বা আউলিয়া গ্রহন করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি ওরা জানত।[৬২]

১৩। জেনে রেখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক বা আউলিয়া রূপে গ্রহণ করে তারা বলে আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।[৬৩]

১৪। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে; অতঃপর তার জন্য কোন ওলী নাই যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি ওদেরকে বলতে শুনবে, প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?[৬৪]

১৫। আল্লাহ ব্যতীত ওদেরকে সাহায্য করার জন্য কোন অভিভাবক আউলিয়া থাকবে না এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নাই।[৬৫]

১৬। ওদের পাশ্চাতে আছে জাহান্নাম; ওদের কৃতকর্ম কোন কাজে আসবে না, ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে আউলিয়া স্থির করেছে তারাও নয়। ওদের জন্য আছে মহাশাস্তি।[৬৬]

১৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে আউলিয়ারূপে গ্রহণ করো না।[৬৭]

---

[৫৯] ১৮. সূরাহ্ আল-কাহ্ফ, ৫০।
[৬০] ১৮. সূরাহ্ আল-কাহ্ফ, ১০২।
[৬১] ১৯. সূরাহ্ মারইয়াম, ৪৪-৪৫।
[৬২] ২৯. সূরাহ্ আল আনকাবুত, ৪১।
[৬৩] ৩৯. সূরাহ্ আয্ যুমার, ৩।
[৬৪] ৪২. সূরাহ্ আশ্ শুরা, ৪৪।
[৬৫] ৪২. সূরাহ্ আশ্ শুরা, ৪৬।
[৬৬] ৪৫. সূরাহ্ আল জাসিয়া, ১০।
[৬৭] ৬০. সূরাহ্ আল মুমতাহিনা, ১।

http://islaminonesite.wordpress.com

যারা কাফির, মুশরিক, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদেরকে আউলিয়া বা বন্ধু বানিয়েছে সে সম্বন্ধে আল-কুরআনের হুঁশিয়ারী :

১। ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, আল্লাহর পথ নির্দেশই প্রকৃত হিদায়াত। জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক বা ওলী ও সাহায্যকারী থাকবে না।[৬৮]

২। মু'মিনগণ যেন মু'মিন ব্যতীত কাফিরদের বন্ধু বা ওলী বা আউলিয়া হিস গ্রহণ না করে। যদি কেউ এরূপ করে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।[৬৯]

৩। তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেরূপ কুফরী কর। যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। সুতরাং আল্লাহর পথে হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদেরকে যেখানে পাবে বন্দী করবে এবং হত্যা করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধুও সহায়ক রূপে গ্রহণ করবে না।[৭০]

৪। মু'মিনদের পরিবর্তে যারা কাফিরদেকে বন্ধু বা আউলিয়ারূপে গ্রহণ করে তারা কি ওদের নিকট ইজ্জত চায়? সমস্ত ইজ্জত তো আল্লাহরই।[৭১]

৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধু বা আউলিয়ারূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?[৭২]

৬। হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে (আউলিয়া) গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবে না।[৭৩]

---

[৬৮] ২. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ, ১২০।
[৬৯] ৩. সূরাহ্ আল 'ইমরান, ২৮।
[৭০] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ৮৯।
[৭১] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ১৩৯।
[৭২] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ১৪৪।
[৭৩] ৫. সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, ৫১।

http://islaminonesite.wordpress.com

৭। তারা আল্লাহতে, নাবীতে ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে ওদেরকে বন্ধুরূপে (আউলিয়া) গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক।[৭৪]

৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।[৭৫]

৯। ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর (ওলী) মত।[৭৬]

১০। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন; বস্তুত তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ তাকে করেন; আর যালিমরা, ওদের কোন অভিভাবক (ওলী) নেই, কোন সাহায্যকারী নেই। ওরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে আউলিয়া রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ, অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। সর্ববিষয়ে তিনি সর্বশক্তিমান।[৭৭]

১১। বল, হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু (আউলিয়া) অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৭৮]

---

[৭৪] ৫. সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, ৮১।
[৭৫] ৯. সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্, ২৩।
[৭৬] ৩২. সূরাহ্ হা-মীম আস্ সাজদাহ্, ৩৪।
[৭৭] ৪২. সূরাহ্ আশ্ শুরা, ৮-৯।
[৭৮] ৬২. সূরাহ্ আল জুমু'আহ্, ৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

মু'মিনগণ আল্লাহর বন্ধু এবং তারা পরস্পরের বন্ধু এ বিষয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

১। মু'মিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু (আউলিয়া) এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য হতে নিষেধ করে, সলাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করে, এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২। যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে, জীবনও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয়দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।[৭৯]

৩। কেউ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই জয়ী হবে।[৮০]

৪। জেনে রাখ, আল্লাহর বন্ধুদের (আউলিয়া) কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত হবে না।[৮১]

কাফিররা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আল-কুরআন ঘোষণা করছে :

যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, (আউলিয়া) যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।[৮২]

অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।[৮৩]

মানুষ অতিদ্রুত তার প্রার্থিত বস্তু পেতে চায়। অবশ্য যে বা যিনি সেটা দিতে পারবেন তার নিকট যেতে দারুন আগ্রহী। যে জিনিষ যার দেয়ার ক্ষমতা নেই গ্রহীতা ও দাতা সে বস্তুর পিছনে কি কখনও লেগে থাকে? মানুষ ভুলে যায় প্রকৃত দাতার কথা বেমালুম। শিরক করে অথচ ভক্তি আর ইশ্কে বুদ হয়ে ভাবে কতই না কল্যাণের দুয়ার খুলছে ভাগ্যে। আশেকে ইলাহী হয়ে নজর নেওয়াজ কুরবানীর বলদ হাঁস মুরগী আর খাশি পেয়ে খোশ মেজাজে মেদবহুল তেল চিক চিকে বপুটা নিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মুদিত আঁখি নিয়ে যেন ভাবছে

---

[৭৯] ৮. সূরাহ্ আল আনফাল, ৭২।
[৮০] ৫. সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, ৫৬।
[৮১] ১০. সূরাহ্ ইউনুস, ৬২।
[৮২] ৮. সূরাহ্ আল আনফাল, ৭৩।
[৮৩] ৪৫. সূরাহ্ আল জাসিয়া, ১৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফানাফিল্লাহ হয়ে গেছে। মোটা অঙ্কের নোট ভেট হিসাবে যা প্রাপ্য তা তো বেহিসাব। নেই যাকাত, নেই ইনকাম ট্যাক্স। ব্যবসাটা জমকালো। দুন্‌ইয়ায় কত কামাই আর আখিরাত যেন সাফ হয়ে আছে ভাবখানা এমন। মুরিদ মুরশিদকে টাকা পয়সা দিয়েই যেন জান্নাতের প্রবেশপত্র পেয়ে গেল। মুরশিদই তার নাজাতের জন্য উকিল আর আখিরাতের বন্ধু বা ওলী ও আউলিয়া। মুরীদের নিকট জান্নাতের ছাড়পত্র বিক্রয় করেই মুরশিদ ওলী-আউলিয়া এবং উকিলের আসনটি পাকা পোক্তভাবে দখল করে বসেছে বংশ পরম্পরায়। এ বেচাকেনার তেজারতের সিলসিলাহ্ চলতেই আছে দিকে দিকে শহরে বন্দর গঞ্জ পাড়ায় এবং মহল্লায়।

আমাদের দেশের সাধারণ সরল প্রাণ ধর্মভীরু মানুষের মধ্যে একটি জিনিষ সর্বদা কাজ করে সেটা হ'ল দুন্‌ইয়াতে যা কিছু ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, জায়িয-নাজায়িয কাজ বুঝে অথবা না বুঝে করা হোক না কেন সহজে কিভাবে জান্নাতে যাওয়া যাবে হিসাব কিতাব শেষে। আর এজন্য অত্যন্ত দুর্বল মুহূর্ত তৈরী করতে এবং অন্তরে দারুন ভীতি সৃষ্টি করে সেটাকে কৌশলে ব্যবহার করার জন্য একদল লোক আছে যারা বলে ওলী আউলিয়ার নিকট যাও তোমার কোন চিন্তা নেই। যে জিন্দা আর মুর্দা হোক তার নিকট গিয়ে পড়লেই তোমার নাজাতে যাবতীয় বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তারা আল্লাহর ওলী তাই আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে পুলসিরাত পার করে দিবে। পুল সিরাত একবার পার হতে পারলে আর ঠেকায় কে? সোজা জান্নাতে গিয়ে হুর গিলমান আর কত আরাম আয়েশের ব্যবস্থা। পীর ধরতেই হবে। পীরই তো ওলী-আউলিয়া। নইলে কে সুপারিশ করবে? আর পীরের মুরিদ না হলে তার পাগড়ী ধরে বায়আত না করলে কেন তিনি খামাকা তোমার জন্য সুপারিশ করতে যাবেন? এসবই মিথ্যা আর ভাওতা বাজী ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুপারিশ/শাফা'আত অধ্যায় পড়লেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ক্ববর বা ক্ববরস্থানে সাজদাহ্ করতে, সলাত আদায় করতে, ক্ববরে বসতে, ক্ববরে কিছু লিখতে, ক্ববর পাকা করতে বা উঁচু করতে, ক্ববরে চাওয়া-পাওয়া পেশ করতে, ক্ববরকে 'ইবাদাতগাহ্ করতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) যেখানে নিষেধ বা হারাম ঘোষণা করলেন যেখানে ক্ববরস্থানকে শরীফ বলে ঘোষণা যারা করে তারা কার বান্দাহ বা উম্মাত? ভেবে দেখবেন কি? পৃথিবীতে মাত্র দু'টি স্থানকে হারাম বা শরীফ রূপে নন্দিত, পরিচিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) কর্তৃক বিঘোষিত। পবিত্র কা'বার জন্য মাক্কাহ্ শারীফ এবং মাসজিদে নাববীর জন্য মাদীনাহ্ শারীফ। এ দু' নগরীর তত্ত্বাবধায়ককে বা খিদমাতগারকে বলা হয় খাদিমুল হারামাই ও শরীফাইন। এ পর্যায়ে বাইতুল মাকদিস অবস্থিত বিধায় জেরুজালেম বা জেরুসালেম কেও সামগ্রিকভাবে ঐ নামে অভিহিত করা হয় না। জেরুজালেম শরীফ বলা হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com

অথচ মঈনউদ্দীন চিশতী (রহঃ)-এর ক্ববর আজমীরে বিধায় আজমীরকে আজমীর শরীফ কেন বলা হচ্ছে? 'আবদুল কাদীর জিলানী (রহঃ)-এর ক্ববর বাগদাদে বিধায় বাগদাদকে বোগদাদ শরীফ বলা হচ্ছে। কিন্তু দিল্লীতে নিজামউদ্দীন (আউলিয়া) (রহঃ), বখতিয়ারউদ্দীন কাকী (রহঃ)-এর ক্ববর থাকা সত্ত্বেও দিল্লীকে শরীফ বলা হয় না কেন? এভাবে সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বাগেরহাটে বহু নামকরা পীরদের ক্ববর থাকা সত্ত্বেও ঐ শহরগুলিকে শরীফ বলা হচ্ছে না। এটা কি আজিব ব্যাপার নয়?

বস্তুতঃ ঐ "শরীফ" গুলির কোনই শরাফতী নেই। কেবল মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আর কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য ঐসব এডভারটাইজমেন্ট। এসব এডভারটাইজের পিছনে পারলৌকিক কল্যাণ থেকে অকল্যাণ ঢের বেশী। তবে পার্থিব মঙ্গল যথেষ্ট ও বেশুমার অর্থ সংগ্রহ দান সদাক্বাহ্ নযর মানত ভক্ষণের বিষয়ে।

আমাদের দেশে যারা ওলী বা আউলিয়া রূপে পূজিত হয়ে বিরাট বিরাট উঁচু শানদার গম্বুজওয়ালা ক্ববরে শায়িত তাদের খিদমাতগার বা ক্ববর পাহারাদাররা এভাবেই ভয় দেখায় যে, ক্ববরের নিকটে যানবাহনে চড়ে দ্রুত যাবে না, জুতা পরে যাবে না, পিছু ফিরে যাবে না, ক্ববরে বাতি লোবান জ্বালাবে, সিন্নি ভেট দিবে নইলে তোমার অনেক অনেক শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি হয়ে যাবে ক্ববরবাসীর বদ দু'আয়। অথচ সেখানে ক্ববর পাকা করা হারাম, সেখানে পাহারা দেয়া বা বাতি জ্বালানোর তো প্রশ্নই আসে না। জ্যান্ত মানুষের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী বা পাহারা দেয়া লাগে কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা পাহারা দেয় তাদের প্রভু কে? তারা কোন নাবীর শারী'আতের পাবন্দ? মৃত ব্যক্তির জিম্মাদারী তো তার কৃত 'আমাল দ্বারাই হয় ইল্লীনে নয় সিজ্জিনে। যারা ইল্লীন ও সিজ্জিনকে বিশ্বাস করে না তারা কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী?

Contents

পীর ফকীরদের আযব যিক্‌র পদ্ধতি

এক শ্রেণীর পীর-ফকীর হেলে দুলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন করে যিক্‌র করে দিদারে ইলাহীতে মশগুল হয়ে যান আর মুরীদ মুতাকিদদেরও অনুরূপ তালকীন দেন। ঐ সব যিক্‌রকে ছয় লতিফার যিক্‌র বলা হয়। ডান স্তনের নিচে লতিফায়ে কলব। বাম স্তনের নিচে লতিফায়ে রূহ। নাভীর নিচে লতিফায়ে নাফ্‌স। দু' স্তনের মাঝখানে লতিফায়ে ছের। কপালে লতিফায়ে খফী। তালুতে থাকে লতিফায়ে আখফা। এ ছয় লতিফার অবস্থান স্থল সংযোগ করে কেমন ভাবে লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এ কালিমার যিক্‌র স্বশব্দে করতে হবে তারও ত্বরীকাহ্‌ পীর সাহেব গবেষণা করে আবিস্কার করেছেন। যা আল্লাহও বলেনি। মহানাবী (ﷺ) কস্মিনকালেও করেনি। আর সহাবায়ি কিরাম বা চার ইমাম অথবা ছয় হাদীসের সঙ্কলকবৃন্দও ভাবতে পারেনি। যিক্‌রের ঐ অদ্ভুত কলা কৌশল। তারা যে যিক্‌রের কলাকৌশল ও কসরৎ আবিস্কার করেছেন তা হ'ল : লা শব্দটিকে লতিফায়ে নাফ্‌স হতে টেনে নিয়ে লতিফায়ে ছের এ নিয়ে যেতে হবে। ওখান থেকে বের করে খফিতে পৌছাতে হবে। সেখান থেকে লতিফায়ে আখফাতে নিয়ে যেতে হবে। লা কে আখফাতে ছেড়ে দিয়ে ইলাহা কে ধরতে হবে। ইলাহাকে ধরে নিয়ে লতিফায়ে রূহতে রেখে দিতে হবে। ওখানে ইলাহাকে রেখে ইল্লাল্লাহকে নিয়ে লতিফায়ে কলবে সজোরে ধাক্কা বা জরব মারতে হবে। এভাবেই লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্‌ যিক্‌র রপ্ত করার চেষ্টা করতে হবে। নইলে ইশ্‌কে ইলাহীতে ডুব দেয়া যাবে না।

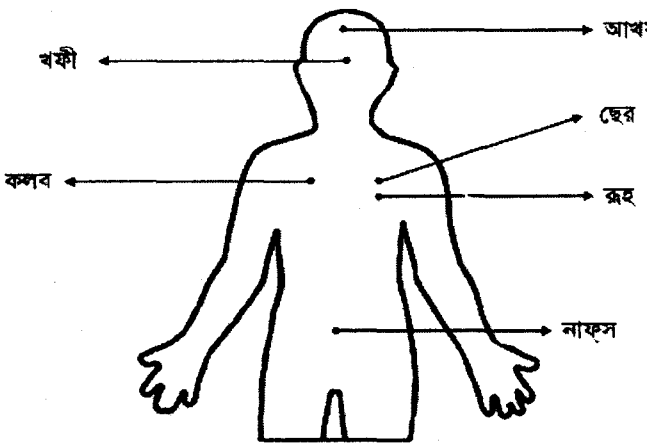

ছয় লতিফার যিক্‌র উৎপাদনের স্থান।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল-কুরআনের ১১৪টি সূরার কোথাও যেমন পাবেন না ঐ অদ্ভুত জিনিষ তেমনি পাবেন না বিশাল হাদীসে সহীহাতে। এগুলি আমদানী হয় ইরান-ইরাক মুল্লুক হতে নয়ত পৌরাণিক বেদ উপনিষদ, রামায়ন, মহাভারতের ঐ অনার্য, আর্য, দ্রাবিড় জনপদ ভারত থেকে। ফকীর, সন্ন্যাসী-গঞ্জিকাসেবী আউল বাউল ন্যাড়া বেশরা দরবেশদের বা জটাধারী এলোকেশী ইয়া বড় লম্বা গোফ দাড়িওয়ালা যোগী ঋষি মুনিদের থেকেই পাওয়া। এ সবই বিদ'আত, জঘন্য বিদ'আত ছাড়া আর কিছুই না। অথচ এদেশেও এসব বহাল তবিয়তে চলছে উৎসব মুখর পরিবেশে।

একটি ঘটনা মরহুম মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী (رحمه الله) সাহেব প্রায় বলতেন। ঘটনাটি ফকীর আউল বাউল আর বেশরাপীর পন্থীদের লক্ষ্য করেই। তারা নাচে, গান গায় এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে আর এটা ওটা খায় নেশা জাতীয়। জনৈক হাজী সাহেব বললেন, তোমরা নেচে নেচে যিক্‌র কর কেন? পীর সাহেব বললেন, বাবা জী! শুধু হাজী হলেই কি হবে? কুরআনের খোঁজ খবর একটু রাখতে হয়। আল-কুরআনের শেষ সূরাটি জানেন তো? এখানেই তো বলা হচ্ছে :

কূল, আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স, মালিকিন্ না-স, ইলা-হিন্ না-স, মিন শার্‌রিল ওয়াসওয়া-সিল খান্না-স, আল্লাযী ইউওয়াসউয়িসূ ফী সুদূরিন্না-স, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্‌না-স। ঐ তথাকথিত ভদ্র লোক এতবড় আহাম্মক যে কুরআনুল কারীমের অর্থ কেমন তাহরিফ বা বিকৃত ঘটিয়ে বাহাদুরী নিচ্ছে তাদের নাচকে জায়িয করার জন্য। সে অনুবাদ করছে : "রব নাচে, মালিক নাচে, ইলাহী নাচে, জিন্ ইনসান সবাই নাচে, কেবল নাচে না খান্না-স (নাউযুবিল্লাহ)। কত বড় জাহিল হলে ঐ বিকৃত অর্থ করার স্পর্ধা দেখাতে পারে?

আর একদল মারিফতী লোকেরা বাহাদুরী করে বলে ছয় লতিফার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ যিক্‌র হ'ল ৩য় শ্রেণীর লোকদের জন্য। আর একেবারে উপরের স্তরের লোকেরা ফানা ফিল্লাহ দরজায় উপনীত বিধায় তারা কেবল হু- হু- হু- হু-করবে। এ ধরণের নিরর্থক আজব যিক্‌র স্রেফ বিদ'আত নিঃসন্দেহে।

এ তো গেল পীরের যিক্‌র। কিন্তু পীর মুরীদে ফিকির ফন্দী আরও আজব। পীরের প্রস্রাবের পর কুলুপের ঢিলা নিয়ে মুরীদ সাহেব ঢিলা পীরের আস্তানা গড়ে তুলেন। মুরীদের প্রতি ছুড়ে মারা পীরের জুতা বগলাদাবা করে, 'মিলগিয়া' 'মিলগিয়া' বলে ঐ জুতাকে আস্তানায় সপে জুতা পীরের দরগাহ হয়ে গেল। তারপর ফড়িং পীর, সাগর পীর, পাঞ্জা পীর, পীর দরিয়া, ঘোড়াপীর, বনপীর, সোহাগী পীর এমন ধরনের কত পীরের কত কল্পিত মাযার আছে তার কি হিসাব আছে? এ বাংলাদেশে আরও পশ্চিম বাংলায় মিলে পীরের আস্তানা আর দরগাহ,

http://islaminonesite.wordpress.com

যেন সর্বত্র ছেয়ে আছে। যে পীর মৃত এবং ক্ববরস্থ, তারই ক্ববরে গিয়ে শুনা যাচ্ছে এটা জিন্দা পীরের মাযার। কি আশ্চর্য ব্যাপার! মরে গিয়েও জীবিত? যা কোন নাবী-রসূলের ক্ষেত্রে বলা হয় না। অথচ তাদের দেহ মুবারক রক্ষিত। যেমন শাহীদদের বেলায়ও। কিন্তু তারা দুন্ইয়ার জিন্দেগী নিয়ে নয়। ওপারে গিয়ে তারা এ দুন্ইয়াবাসীর জন্য কিছু করার এখতিয়ার রাখেন না। যদিও মাযারের ভক্তরা ঐ শির্ক বিশ্বাস নিয়েই মুশরিকী কাজ সাগ্রহে করেই চলেছে। এক এক পীর ওলী-আউলিয়ার মাযারে এক এক জীব পুষে রাখা হয়েছে। এরা নাকি পীরের কিরামতির ফসল। এদের খাওয়া যাবে না। হালাল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) বলে দিলেও তারা ওটাকে হারাম মনে করে। যেমন সিলেটে শাহ্ জালাল (رحمه الله) দরগার কবুতর ও গজাল মাছ। আবার চট্টগ্রামে বাইজীদ (رحمه الله)-এর দরগাহতে কচ্ছপকে যেন দেবত্বজ্ঞানে ভক্তি সহকারে পুষা হচ্ছে তেমনি খানজাহান আলী (رحمه الله)-এর দরগাহ্ বাগেরহাটের কুমির। এরা স্পষ্টতঃ ঐ জীবগুলিকে নিয়ে রীতিমত শির্ক করছে। আদী বিন হাতিমকে লক্ষ্য করে আল্লাহর নাবী (ﷺ) বলেন, "তোমরা কি তোমাদের রাহিব/পাদরী পুরোহিতকে পূজা করতে না? মা'বুদ মানতে না? তিনি বলেন, কিভাবে? মহানাবী (ﷺ) বলেন, তারা যেটাকে হালাল বলতেন, তা কি তোমরা মেনে নিতে না? আর যেটাকে হারাম বলতেন, সেটাও হারাম রূপে গণ্য করতে না? ওটাই পূজা করা এবং প্রভূ মনে করা।"

শির্কের গুনাহ্ অমার্জনীয়

তাই তো দেখা যাচ্ছে যে, ওলী-আউলিয়া, পীর-ফকীরদের মাযারে সাজদাহ্ করা হচ্ছে, প্রার্থনা করা হচ্ছে, কুরবানী পেশ করা হচ্ছে, নযর নেয়াজ হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ও উট পর্যন্ত ঐ মাযারে পেশ করা হচ্ছে। এ কাজগুলি তো সবই হারাম। তবু তারা করছে যেমন মুশরিকরা করে। এদেশে যতপীর তত মাযার। মাযার না হলে যেন পীর আউলিয়া হয় না। আর পীর-ফকীর আউলিয়া দরবেশ হতে হলে যেন মাযার চাই। ঢাকার হাইকোর্ট মাযার, গুলিস্তানে গোলাপ শাহ্র মাযার আর অলিতে গলিতে, রোডে লেনে মাযার যে কত তার খবর কেবল **ভক্তেরাই** বলতে পারবে। সারা দেশে শহর বন্দর মাযার শূণ্য হয়ত বা নেই **কোনটায়**। ভক্তের পঁয়সা আর নযর মানত কুরবানীর যে পসার তাতে এটাকে বিনা **পুঁজির লাভজনক** ব্যবসা ছাড়া আর কি বা বলা যেতে পারে? ঝকিক ঝামেলা মুক্ত **দ্বিতীয়টি তো চোখে** পড়ছে না এ ধরণের তেজারতের। ধর্ম বেসাতী এটাই এক নম্বরে **নিছক শির্ক বিদ'আতের** আবরণে বা গিলাফে ঢাকা মাযারের আকর্ষণে।

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ ও নাফরমানী ক্ষমা করে দেবেন বলে কুরআনের অনেক আয়াতে আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন। সেই করুণাময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহই শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না বলে সতর্ক ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"[৮৪]

প্রথম অর্থাৎ ৪৮ নম্বর আয়াতে 'শিরক' যে অমার্জনীয় অপরাধ তার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে,

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

'যে আল্লাহর সাথে শিরক করল সে তো মস্ত বড় অপরাধ করল।' এ জঘন্য অপরাধে আল্লাহ এত বেশি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন যে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে না। ১১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

'যে শিরক করল সে তো গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে গড়িয়ে গেল।' কেননা 'শিরকের' উপর আর কোন গুমরাহী নেই। আর 'শিরক' এতবড় অপরাধ ও জঘন্য ভ্রান্তি কেনইবা হবে না? যে 'শিরক' করে সে খালিক- স্রষ্টার সাথে তাঁর কোন দুর্বল সৃষ্টিকে শারীক করে। মানে সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশীদার বানায়।

দুন্ইয়াতে লাভের আশা আর আখিরাতে ঐ মাযারবাসীর সুপারিশ নির্ঘাত জান্নাতে ঢুকে পড়ার নিশ্চয়তার ভরসা। এ দু' আশা-ভরসার উপর ভর করেই লোকজনের জনাকীর্ণ মাযারগুলিতে। সত্যি কি কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারে নাজাত জান্নাতের জন্য আগাম সুপারিশের? কোন ওলী-আউলিয়া নিশ্চয়ই পারে না সুপারিশের গ্যারান্টি দিতে? এবার আসুন নাজাত, মাগফিরাত ও জান্নাতের একমাত্র সুপারিশ বা শাফা'আতকারী কে তা দেখা যাক।

ঐ শুনুন, আল্লাহ সূরাহ্ আয্ যুমারের ৪৪নং আয়াতে শাফা'আত কার নিকট তা বলছেন :

---

[৮৪] ৪. সূরাহ্ আন্ নিসা, ৪৮ ও ১১৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

﴿قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۘ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۘ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾

"বল, সকল সুপারিশই আল্লাহর এখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহরই, অতঃপর তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।"

আল্লাহ তার এখতিয়ারভুক্ত সুপারিশ তার অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার যে করতে পারবে না- সে বিষয়ে আল-কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে-

﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا﴾

"দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না।"[৮৫]

সূরাহ্ সাবার ২৩নং আয়াতেও ঐ হুঁশিয়ারী পূর্ণব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ কাকে শাফা'আত দান করবেন সে কথা হাদীসে রসূলে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেই মহাসঙ্কটময় দিনে যার পরিমাপ হবে ৫০ হাজার বছরের সময় সেই নাজুকতম মুহূর্তে সবাই نَفْسِيْ نَفْسِيْ করতে থাকবে। এমনকি সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাদের উম্মাতের শাফা'আত করার হিম্মাত রাখবেন না। একমাত্র আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমাদের নাবী, সকল যুগের নাবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর নিকট সুপারিশের অনুমতি পাবেন। অথচ হাদীসে এমন একটা মহাখুশীর কথা জানার পর ও উম্মাতের শাফা'আতকারী বলেছেন যে, সে দিন জানি না আমার কি হবে যদি আল্লাহ তার রহমাত বর্ষণ না করেন। তাহলে? ঐ পীর, ওলী-আউলিয়াগণ কিভাবে আগাম পাসপোর্ট ভিসা দেয়ার দুঃসাহস দেখায় তার ভক্তদের?

এবার শুনুন আল্লাহ মহান রব্বুল 'আলামীনের ক্রোধের বহিঃ প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে :

﴿اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ﴾

"তবে কি ওরা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরেছে?"[৮৬]

আল্লাহ আরো বলেন : "আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওটার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।"[৮৭]

---

[৮৫] ২০. সূরাহ্ ত্ব-হা, ১০৯।
[৮৬] ৩৯. সূরাহ্ আয্ যুমার, ৪৩।
[৮৭] ৪৩. সূরাহ্ আয্ যুখরুফ, ৮৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

এসব ওয়াহীর ঘোষণার পর কে এবং কারা আগাম সুপারিশকারী হবার দুঃসাহস দেখায় এবং ভক্তের ভক্তি সংগ্রহে হাত বাড়ায়? ভেবে দেখুন ওলী বা আউলিয়া বা পীরের কোন ক্ষমতাই নাই যে তিনি শাফা'আত কারো জন্য করতে পারবেন কিনা? যিনি শাফা'আত করার অনুমতি পাবেন তথাপিও সেই দয়ার নাবী (ﷺ) স্বীয় স্নেহের কন্যা ফাতিমাহ্ (رضي الله عنها)-কে বলেছেন- 'মুহাম্মাদের কন্যা হিসাবে কাল ক্বিয়ামাতে আমি তোমার কোন কিছুই করতে পারব না যদি তোমার 'আমাল তোমাকে পৌঁছে না দেয়।' তাহলে জিন্দা মুর্দা ন্যাংটা শিকলপরা ঠান্ডা গরম পীরের যে কিছুই করণীয় নেই এটা কি বুঝবে না সরল প্রাণ মানুষেরা? ঐ শুনুন আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

"এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। তুমি শুনাতে পারবে না যারা ক্ববরে তাদেরকে।"[৮৮]

মৃত ব্যক্তির কিছুই করণীয় নেই অন্যরা যতই ডাক হাক দিক না কেন আর তিনি যতই বুজুর্গ হোন না কেন?

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনই যে প্রকৃত শাফা'আতকারী সুপারিশকারী এ বিষয়ে বিশ্বাসীদেরকে তিনি কতবার কিভাবে জানিয়ে দিলেন- তা দেখুন আল-কুরআনে যে সূরাহ্ ও আয়াতে বর্ণিত :

১। আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।[৮৯]

২। আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষ হতে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও সুপারিশ কারও পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।[৯০]

৩। হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। আর কাফিরগণই অত্যাচারী।[৯১]

---

[৮৮] ৩৫. সূরাহ্ ফাত্বির, ২২।
[৮৯] ২. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, ৪৮।
[৯০] ২. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, ১২৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪। আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।[৯২]

৫। যে ব্যক্তি ভাল কাজের জন্য সুপারিশ করবে, তার জন্য তাতে (সাওয়াবের) অংশ আছে এবং যে মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে, তার জন্য তাতে অংশ আছে, আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তিদাতা।[৯৩]

৬। তুমি তা দিয়ে (অর্থাৎ কুরআন দিয়ে) তাদেরকে সতর্ক কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে একত্রিত করা হবে, যিনি ছাড়া তাদের জন্য কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী নেই, যাতে তারা সংযত হয়ে চলে।[৯৪]

৭। যারা তাদের দীনকে খেলা তামাশা বানিয়ে নিয়েছে আর পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন কর। আর তা (অর্থাৎ কুরআন) দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও যাতে কেউ স্বীয় কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস না হয়, আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক নেই বা সুপারিশকারী নেই, (মুক্তির) বিনিময়ে সব কিছু দিতে চাইলেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না, ওরাই তারা যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে, তাদের জন্য আছে ফুটন্ত গরম পানীয় আর মহা শাস্তি, যেহেতু তারা কুফ্‌রীতে লিপ্ত ছিল।[৯৫]

৮। (কিয়ামাতের দিন আল্লাহ বলবেন) তোমরা আমার নিকট তেমনই নিঃসঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হয়েছ যেমনভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, তোমাদেরকে যা (নি'আমাতরাজি) দান করেছিলাম তা তোমরা তোমাদের পেছনে ফেলে রেখে এসেছ, আর তোমাদের সাথে সেই সুপারিশকারীগণকেও দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করতে যে তোমাদের কার্য উদ্ধারের ব্যাপারে তাদের অংশ আছে। তোমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যে সব ধারণা করতে সে সব অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।[৯৬]

---

[৯১] ২. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, ২৫৪।
[৯২] ২. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, ২২৫।
[৯৩] ৪. সূরাহ্ আন্-নিসা, ৮৫।
[৯৪] ৬. সূরাহ্ আল-আন'আম, ৫১।
[৯৫] ৬. সূরাহ্ আল-আন'আম, ৭০।
[৯৬] ৬. সূরাহ্ আল-আন'আম, ৯৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

৯। তারা কি তার পরিণামের অপেক্ষা করছে (কাফিরদেরকে যে পরিণামের ব্যাপারে এ কিতাব খবর দিয়েছে) যখন তার (খবর দেয়া) পরিণাম এসে যাবে তখন পূর্বে যারা এর কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ তো প্রকৃত সত্য নিয়েই এসেছিল, এখন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে (পৃথিবীতে) ফিরে যেতে দেয়া হবে কি যাতে আমরা যে 'আমাল করছিলাম তাথেকে ভিন্নতর 'আমাল করি? তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে, আর তারা যে মিথ্যে রচনা করত তাও তাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।[৯৭]

১০। তাদের সামনে আর পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। তিনি যাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না। তারা তাঁর ভয় ও সম্মানে ভীত-সন্ত্রস্ত।[৯৮]

১১। অপরাধীরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। কাজেই আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই। হায়! যদি একবার কোন সুযোগ থাকত তবে ফিরে গিয়ে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।[৯৯]

১২। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি প্রাপ্তি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। ইনিই হলেন আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কাজেই তোমরা তাঁরই 'ইবাদাত কর, তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?[১০০]

১৩। আর তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে 'ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, "ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশকারী"। বল, "তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে অবহিত নন যার অস্তিত্ব সম্পর্কে না কিছু তিনি জানেন, আর না জানেন পৃথিবীতে থাকা সম্পর্কে। মহান পবিত্র তিনি, তোমরা যা কিছুকে তাঁর শরীক গণ্য কর তাথেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।[১০১]

---

[৯৭] ৭. সূরাহ্ আল-আ'রাফ, ৫৩।
[৯৮] ২১. সূরাহ্ আল-আম্বিয়া, ২৮।
[৯৯] ২৬. সূরাহ আশ্-শু'আরা, ৯৯-১০১।
[১০০] ১০. সূরাহ্ ইউনুস, ৩।
[১০১] ১০. সূরাহ্ ইউনুস, ১৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

১৪। যেদিন মুত্তাকীদেরকে দয়াময়ের নিকট একত্রিত করব সম্মানিত অতিথি হিসেবে।[১০২]

১৫। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।[১০৩]

১৬। আমি কি তাঁর পরিবর্তে (অন্য) সব ইলাহ গ্রহণ করব? করুণাময় আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তবে আমার জন্য তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।[১০৪]

১৭। তাদেরকে সতর্ক কর সে ঘনিয়ে আসা দিন সম্পর্কে যখন কণ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে তারা দুঃখ-কষ্ট সংবরণ করবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না, এমন কোন সুপারিশকারীও থাকবে না যার কথা গ্রহণ করা হবে।[১০৫]

১৮। আকাশে কতই না মালায়িকা (ফেরেশতা) আছে তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না, তবে (কাজে আসবে) যদি তিনি অনুমতি দেন যার জন্য আল্লাহ ইচ্ছে করবেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।[১০৬]

১৯। সেদিন রূহ (জিবরীল) আর ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কোন কথা বলতে পারবে না, সে ব্যতীত যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিবেন, আর সে যথার্থ কথাই বলবে।[১০৭]

সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর পীরের পাগড়ী ধরে নাজাতের মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করবেন না। আল্লাহর কুরআনকে কি বিশ্বাস হয় না? ঐ আয়াতগুলি কি অবিশ্বাস করবেন? না মিথ্যা বিশ্বাসের ভিত ভেঙ্গে ফেলবেন এখনই স্থির করুন। আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) তো একেবারেই নিকটে। শির্কের গুনাহ আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না। বিদ'আত যে করে সে ইসলাম থেকে অর্থাৎ দীন থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যায় যেমনি আটার খামিরের মধ্যে চুল থাকলে ওটা টেনে বের করলে যেমন চুলের গায়ে মোটেই আটা লাগে না, এমনিভাবে সে বের হয়ে যায়।

শবে-মি'রাজ, শবে-বরাত, ঈদে মীলাদুন্নাবী, ফাতিহায়ে ইয়াজদাহাম, ফাতিহা শরীফ, মীলাদ, কুলখানি, চেহলাম, লাখো কালিমা খানি, উরস, ইছালে

---

[১০২] ১৯. সূরাহ্ মারইয়াম, ৮৫।
[১০৩] ৩৪. সূরাহ্ সাবা, ২৩।
[১০৪] ৩৬. সূরাহ্ ইয়াসীন, ২৩।
[১০৫] ৪০. সূরাহ্ আল মু'মিন, ১৮।
[১০৬] ৫৩. সূরাহ্ আন্-নাজ্ম, ২৬।
[১০৭] ৭৮. সূরাহ্ আন্ নাবা', ৩৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

সাওয়াব, মৃতের শিয়রে কুরআন তিলাওয়াত, শবিনা খতম, ক্বর উঁচু করা, পাকা করা, ক্বরের উপর ইমারত নির্মাণ করা, ক্বরে গিলাফ দেয়া, লোবান বাতি, আতর, গোলাপ পানি দেয়া, ক্বরবাসীর উদ্দেশে কোন কিছু প্রার্থনা করা, নযর, নেয়াজ, কুরবানী, মানত পেশ করা, ক্বরে সাজদাহ্ করা, সলাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, তাজিমের জন্য জুতা খুলে পিছন ফিরে চলা, ক্বরগাহে কোন গাছকে মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতীক মনে করা ও তাতে ইট পাটকেল বুঝানো, গাছ, পাথর, জীব-জন্তুর মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে বিশ্বাস করা, পাক পানজাতন ছাপা ঘরে লটকানো, হাতের রেখায় ভাগ্য গুণা, রাশিফলে ভাগ্য বলা, ভবিষ্যত বলা, মাযারের নামে আংটি তাবীজ পরিধান করা, পীর গায়িব জানে বিশ্বাস করা, পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া, পীরকে ওয়াসিলাহ্ ধরা, ওলী-আউলিয়া গায়িব জানেন ভাল-মন্দ করনেওয়ালা বা ভবিষ্যৎ জানেন বলে বিশ্বাস করা, নাজাতের জন্য সুপারিশকারী বিশ্বাস করা, মুরীদ মুতাকিদদের পুলসিরাত পার করে জান্নাতে পৌছে দিবেন বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই বাতিল ভ্রান্ত ও ইত্যাদি।

আল্লাহ বলেন :

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾

"সে দিন একে অন্যের জন্য কিছু করার সামর্থ থাকবে না এবং সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।"[১০৮]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ) :

নাবী (ﷺ) বলেন, 'হে বনু হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (জেনে রেখ) আমি ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে আল্লাহর 'আযাব হতে রক্ষা করার কোনই অধিকার রাখি না।'[১০৯]

ঐ আল-কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণায় প্রকৃত ওলী ও আউলিয়া সম্পর্কে নিজেদের বিশ্বাস ও 'আমালকে যাচাই করার তাওফীক দিন মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়াতা'আলা সকলকে। আমীন! সুম্মা আমীন!!

সমাজে বেশী সংখ্যক মানুষ নিজ ভাগ্য সম্বন্ধে আগে ভাগে জানার দারুন উৎসাহী। যে কেউ তার ভাগ্য বলতে পারলে তা হয় দারুন কিরামতি। হারানো, জিনিষ পাইয়ে দেয়ার জন্য, অদৃশ্য বলে দেয়ার জন্য, আগাম বার্তা ভাল-মন্দ জানিয়ে দেয়ার জন্য মানুষ পীরের দরগাতে ভীড় জমায়। এগুলি বলা নাকি খুবই

---

[১০৮] ৮২. সূরাহ্ ইনফিতার, ১৯।

[১০৯] তাফসীর ইবনু কাসীর ১৮শ খণ্ড পৃষ্ঠা ৮০; ড. মুজীবুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

http://islaminonesite.wordpress.com

সহজ ওলী-আউলিয়ার পক্ষে। ওলীয়ে কামিল বা সিদ্ধ পুরুষ হতে হলে তাকে নাকি অবশ্যই 'ইল্‌মে গায়িব জানা জরুরী। 'ইল্‌মে মারিফাতির সবক হাসিলের ক্ষেত্রে ঐটা নাকি উচ্চ মার্গে উপনীত হবারও হাতিয়ার অথচ দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যক্তি নাবী ও রসূলগণ। তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, তোমরা একথা বলবে না যে আমি অদৃশ্য বিষয় জানি বা গায়িব বলতে পারি। নূহ ﷺ-কে আল্লাহ বলেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও-

﴿وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

"আমি তোমাদেরকে বলি না, আমার নিকট ধনভাণ্ডার আছে, আর না অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত।"[১১০]

আল্লাহ যেটা জানেন এ ধরণের যা মানুষের জানার কথা নয় সেটা জানার জন্য যে আগ্রহ তা শাইত্বনের এবং জানার ও জানাবার উভয় কাজটি ইবলীসের। কেননা এখানেই অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন। শাইত্বন ব্যতীত আর কেউ এ কাজ করে না। সেই আদম ﷺ থেকে শাইত্বন তো মানুষের পথভ্রষ্টের জন্য তার পিছু নিয়েছে তা তো ক্বিয়ামাত পর্যন্ত চলবে। প্রতি যুগে, প্রতি জনপদে, প্রতি জাতি, ক্বওম এবং ব্যক্তি মানুষের পিছনে শাইত্বন লেগেই আছে তাকে সিরাতুল মুস্তাকীম হতে বিচ্যুত করার জন্য। তাই তো নাবী (ﷺ) শ্রেষ্ঠ রসূল কুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন।

﴿قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا

سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে নিজের জন্য অনেক বেশি কল্যাণ লাভ করে নিতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। যারা ঈমান আনবে আমি সেই সম্প্রদায়ের প্রতি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া অন্য কিছু নই।"[১১১]

এ বাণী যে মহাসত্য তা তাঁর জীবনের অত্যন্ত কঠিন ও মর্মান্তিক ঘটনাবলীর দিকে তাকালেই বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তায়িফে কাফিরদের পীড়নে রক্তাক্ত মহানাবী (ﷺ)। হিজরাতের পথে সুউর পর্বতগুহায় মহানাবী (ﷺ)। উহূদের সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে রক্তে স্নাত

---

[১১০] ১১. সূরাহ্ হূদ, ৩১।

[১১১] ৭. সূরাহ্ আল-আ'রাফ, ১৮৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

দেহ আর শিরস্ত্রানের কড়া বিদ্ধ অবচেতন দেহ মুবারক, মুষলধারে নিক্ষিপ্ত তীরে জর্জরিত মহামানবের সেই দারুন দুর্যোগময় মুহূর্তগুলির কথা কোন মুসলিম কি ভুলতে পারে? তিনি যদি সত্যিই এসব মুসিবতের আগাম সংবাদ জানতেন তবে তা কি এড়িয়ে যাবার পন্থা অবলম্বন করতেন না? গায়িবের সংবাদ তিনি জানতেন না। এ কথারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে নিম্নের ওয়াহীতে :

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

"ক্বিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জরায়ুতে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, কেউ জানে না কোন্ জায়গায় সে মরবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক অবহিত।"[১১২]

এ পাঁচটি জ্ঞান আল্লাহর এখতিয়ারে।

আল্লাহ আরো বলেন : "বল, তোমরা যা সত্ত্বর চাচ্ছ তা যদি আমার নিকট থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফায়সালাই হয়ে যেত এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"

"বল, তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত তাহলে আমার আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যাপার তার ফায়সালা হয়ে যেত, অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ খুবভাবেই অবহিত। সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না, জলে-স্থলে যা আছে তা তিনি জানেন, এমন একটা পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না। পৃথিবীর গহীন অন্ধকারে কোন শস্য দানা নেই, নেই কোন ভেজা ও শুকনো জিনিস যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) নেই।"[১১৩]

তবে যে খবর আল্লাহ নাবী-রসূলকে আগাম জানান কেবল সেটাই তারা জানেন। তারা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন সংবাদ এমনকি শারী'আতের কোন বিধান মনগড়া বলেন না। অথচ কত কল্পিত এবং অলীক কাহিনী ওলী-আউলিয়ার কিরামতি বুজুর্গী বৃদ্ধি যেমন করা হয় তেমনি ভক্ত অনুরক্ত এবং সেবাদাসের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পায়। পীর-ওলী-আউলিয়ার দরবারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই দ্বিবিধ লাভ। (১) অর্থ সমাগম, (২) পীরালী সীমানা প্রবৃদ্ধি। তবে যাই হোক অর্থ

---

[১১২] ৩১. সূরাহ্ লুক্বমা-ন, ৩৪।

[১১৩] ৬. সূরাহ্ আল-আন'আম, ৫৮-৫৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

উপার্জন বৃদ্ধি পায় ধর্মের তেজারতের নামে আর ঐ অবৈধ ভক্ষণে শরীর, আরাম আয়েশ প্রাসাদ ময় সব উপকরণ উপছে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

"হে বিশ্বাসীগণ! অবশ্যই 'আলিম ও ধর্মযাজকদের অধিকাংশই ভুয়া কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষদের সম্পদ গ্রাস করে থাকে আর আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে আর আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে না তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সুসংবাদ দাও।"[১১৪]

যারা প্রকৃত 'আলিম ও পণ্ডিত তাদের উচিত ঐসব অসৎ অর্থ উপার্জনকারীদের নিবৃত করার জন্য বাস্তবমুখী পন্থা অবলম্বন করা। এ হীন কাজের জন্য আল-কুরআন ঘোষণা করছে :

"তাদের অধিকাংশকে দেখবে পাপে সীমালঙ্ঘন ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর তারা যা করে তা নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট।"[১১৫]

অতএব ওলী-আউলিয়াদের নামে কথিত মাযারের অর্থ উপার্জন রেওয়াজ বন্ধ করার জন্য উলামা, মুফতী, ইমাম ও খাতীব ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে ঐ আসমানী হুকুম তামিলের লক্ষ্যে। এটা যদি না করা যায় তবে শুনুন আল্লাহর সতর্ক হুঁশিয়ারী।

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চয়ই বিশ্বাসীগণের জন্য বিধান দানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ।"[১১৬]

পথের পাশে, বটগাছের তলায় ক্ববরে লাল শালু জড়িয়ে তার পাশে যে সমস্ত বনি আদম মাথার চুলে ও দাঁড়িতে, জট বাধিয়ে গলায় তাসবীহ্‌র দানা অথবা তদরূপ মালা ঝুলিয়ে, গায়ে লাল হুলুদ বা সাদা কাপড় জড়িয়ে লম্বা গোফ দাড়িতে ওষ্ঠাধর ও মুখ মণ্ডল প্রায় আবৃত করে 'বাবাজী' সেজে পড়ে থাকেন তাদেরকেও হতভাগা জনমানুষ পীর ওলী আউলিয়া ভেবে রসদ জুগায়- আর ভাগ্য ফিরাতে আর্জি পেশ করে। এদের সলাত, সিয়াম বলে কিছু নাই অথচ তারা নাকি সিদ্ধ পুরুষ। মুসলিম সমাজ আজ কোথায় নেমেছে কল্পনা করাও যায় না। অন্ধ বিশ্বাস আর অতিপ্রাকৃতিক অদৃশ্য শক্তি রূপ এক অজানা অচেনা রহস্যাবৃত বিষয়কে আরাধ্য দেবতারূপে পূজিত হচ্ছে, মুসলিম নামক তথা কথিত ভণ্ড ভক্তদের দ্বারা। হিন্দু ধর্মে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণকেই ঈশ্বর পূজায় বাছাইকৃত

---

[১১৪] ৯. সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্, ৩৪।
[১১৫] ৫. সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, ৬২।
[১১৬] ৫. সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, ৫০।

http://islaminonesite.wordpress.com

নরকুলের সদস্য। অন্যান্যরা যেমন ক্ষত্রিয় শূদ্র বৈশ্যরা নয়। ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের জন্ম। তাই তাদেরই একমাত্র অধিকার ঈশ্বর আরাধনায় ঠাকুর হিসাবে দেবদেবীর নৈবদ্য নিবেদনের। এরাই ৬০ এর পরে বনাশ্রমে সন্ন্যাস ব্রতচারী রূপে ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্বেষায় অবশিষ্ট জীবন কাটায়। কৈলাস ধাম হতে যে দেবদেবীর মর্ত্যে আগমন তাদেরকেও স্বাগত জানাতে ব্রাহ্মণরাই পূজার মণ্ডপ সাজিয়ে ঢাকঢোল কাসর বাজিয়ে ফুলতুলসী আর চন্দনকাঠ ও বেলপাতার উপাচার নিয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণে তন্ময় হয়। এহেন দেবতা তুষ্টির উপাসনায় বৌদ্ধরাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। তাদেরও গৌতমবুদ্ধের আরাধনায় সংসারবিরাগ জীবন নিয়ে মঠে বিচরণ করতে দেখা যায় হলদে রঙ-এর গেরুয়া বসনে নর-নারীদেরকে। শ্বেতবসনে গীর্জায় আসর পেতে ভক্তির তপযপ নিয়ে ক্রুশ গলায় ঝুলিয়ে পাদরী সাহেবরাও বৈরাগ্যবাদের তা'লীম দেয়। বস্তুতঃ এদেরই অনুকরণ আর অনুসরণের সারিতে আছে এখানে সেখানে লাল শালুর দারুন কদর ঐ তথাকথিত পীর আউলিয়াগণের মাযার ও ডেকচী সংস্কৃতি সেবীদের রমরমা তেজারত।

এটা কখনও ইসলাম নয়। অতীতেও ছিল না। আজও নয়। তথাপিও এর দারুন কদর এদেশের জাহিলী সমাজে। সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাতের পাবন্দ না হলেও পীর আউলিয়ার দরবারে গিয়ে ভীষণ ভক্ত অনুরক্ত সাজতে দারুন আগ্রহ। বৈশাখী মেলায় তারকেশ্বর, গয়া, কাশী, শ্রীবৃন্দাবন ও গঙ্গা স্নানে যেমন মহামায়ার সন্ধানে ভীড়ে উপচে পড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে, তেমনি উরস আর ইছালে সাওয়ারেব অনুষ্ঠানে সে কি ভীড় জনমানুষের ঐ কথিত পীর আউলিয়াদের মাযারে। দারুন উৎসবের মৌ মৌ আমেজ লেগে থাকে। বাস, ট্রাক, লঞ্চ, কার সারি সারি চলেছে যেন- পীর ওলী বাবাজীরা নিতান্ত আসর পেতে বসে আছেন। ভক্তদের দাবীনামা মঞ্জুর করতে। মৃত রূহগুলি যেন জ্যান্ত হয়ে জিন্দা পীরে পরিণত হয় ভক্তদের শুভাগমনে। এগুলি স্রেফ অন্ধ অনুকরণ। বিধর্মীদের অনুসরণ। শির্ক-বিদ'আতের জঘন্যতম আয়োজন।

দুন্ইয়ার কোন পীর ওলী আউলিয়া নামে কথিত মানুষগুলি কি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আশরায়ে মুবাশ্শরা বা দশজন জান্নাতী সহাবীর থেকেও কখনো শ্রেষ্ঠ নয়, নয় সমকক্ষের কাছাকাছিও। তাদের জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী নিয়ে কোন হৈ চৈ আয়োজন সমারোহ নেই। কেননা মহানাবী (ﷺ) এটা করতে বলেননি বরং ক্ববর কেন্দ্রিক যা কিছু হচ্ছে সবটাই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারা কি মহানাবী (ﷺ)-এর কথা মানতে আন্তরিক? অবশ্যই নয়।

নাবী (ﷺ)-এর নামে কালিমা উচ্চারণ আর মরণকালেও সেই কালিমার তালকীন এবং লাশ হয়ে ক্ববরে রাখার সময়ও সেই নাবীর নামে। অথচ জীবন

http://islaminonesite.wordpress.com

মৃত্যুর মাঝে যে জিন্দেগী সেখানে কেন নাবী বিরোধী আসর। আর কতকাল বাংলাদেশের এ যমীন এহেন শির্ক ও বিদ'আতের পীর আউলিয়া পূজা ও ক্ববর পূজার জগদ্দল পাথর বইতে থাকবে?

জযিরাতুল আরবে সাউদী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তারা যখন দেখলেন যে মাদীনায় মুসলিমদের সর্ববৃহৎ ক্ববরস্থান বাকীউল গারকাদে (জান্নাতুল বাকী) এবং মাক্কার ক্ববরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লাতে বহু সহবায়ি কিরাম, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনদের ক্ববরের উপর গম্বুজওয়ালা সুন্দর সুন্দর ইমারত তৈরী করা হয়েছে এবং সেখানে চাওয়া পাওয়া প্রার্থনা জানান হচ্ছে। বিশেষ করে ইরানী শী'আ আর তুর্কী সুন্নীরা এ কাজে দারুন আগ্রহী, তখন সরকারী ফরমান জারী করে ঐ সমস্ত ক্ববরের ইমারতগুলি ভেঙ্গে গুড়িয়ে মাটি সমান করে দেয়া হয়। বহুকাল পর আল্লাহ ও তার নাবীর তাওহীদ ও সুন্নাহ যেন নতুন প্রাণ পেল শির্ক ও বিদ'আতের আখড়া পাকা ক্ববরের হাত হতে নিস্তার পেয়ে। বাংলাদেশের যমীন দেখতে চায় অনুরূপ প্রশংসনীয় কাজ। মানুষের মনে আগে পীর ওলী আউলিয়াদের সঠিক ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে তাঁরা মৃত এবং জীবিতদের জন্য তাদের কিছুই করণীয় নেই। আর যারা ঐ মাযারগুলিতে যায় গুনাহে কাবীরাহ্ করে যেটা স্পষ্টতঃ শির্ক ও বিদ'আত যে গুনাহ আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না। ক্ববর পাকা করা যাবে না। সেখানে খানকা দরগাহও বসানো যাবে না। এগুলি অবৈধ হারাম। মাসজিদে গিয়ে আল্লাহর নিকট চাইতে হবে যা কিছু প্রয়োজন। যত পারেন মাসজিদ মাদ্‌রাসাহ্ পাকা করুন। আল্লাহর নামে মানত করুন। আল্লাহর নামে নযর পেশ করুন। আল্লাহর নামে কুরবানী করুন আর ঐগুলি লিল্লাহ বোর্ডিং এ প্রদান করুন যেখানে ইয়াতীম মিসকীন দুঃস্থ অসহায় ছাত্ররা আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা করছে অথবা পড়শী অসহায় দুঃস্থদের দান করুন।

'আলিম, উলামা, শাইখ, মাশায়িখদের এখন বড় কাজ হ'ল জুমু'আর খুত্‌বায়, ঈদের ময়দানে আর তাবলীগের ইজতিমায় জোরাল কণ্ঠে আওয়াজ তুলে ঐ শির্ক ও বিদ'আত হতে মানুষকে ফিরানো। ঐ গুনাহে কাবীরাহ্ হতে বনি আদমকে নিবৃত করা। সভা, মিটিং, মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা ও বিতর্ক সভার মাধ্যমে ঐ জঘন্য গুনাহে কাবীরাহ্ হতে এ দেশের মন মানুষকে ফিরিয়ে আল্লাহ মুখী করা। এটাই আজ সময়ের দাবী, উলুহিয়াতের দাবী, রিসালাতের দাবী। মোট কথা ওয়াহীয়ে ইলাহীর পরিস্কার দাবী এটা।

মানুষ আল্লাহর ওলী হতে পারে। কিন্তু তার জন্য এত আয়োজন, নাম, সিফাত, লকব, পদবীর আর কিরামতি দেখানোর সুযোগ কোথায়? এত মারিফতী, সিলসিলাহ্, ত্বরীক্বাহ্, দরগাহ, খানকাহ্, মুরাকাবা, মুশাহিদা, ফানাফিল্লাহ,

http://islaminonesite.wordpress.com

বাকাবিল্লাহ, আরিফ বিল্লাহ যিক্‌রে জলী ও তার উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি স্থল নির্দেশনার হাকিকাত নামক বিষয়সমূহ তো আল্লাহর নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশনা নয়। নয় এ নামগুলির সাথে আরবভূমির ইসলামী পরিভাষা। তাহলে? আত্মিক উন্নতি আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চয়ই তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর ভূষণ। স্ফটিক স্বচ্ছ ও নির্মল বিশুদ্ধ পানিই তো দেহের প্রয়োজন। তাই বলে তরল জাতীয় পানীয় পান করলেই সেটা নিশ্চয় বিশুদ্ধ পানি যেমন বলা চলে না, তেমনি দেহের প্রকৃত পানির প্রয়োজনও মেটে না। এজন্য আমরা বলি প্রকৃত ওলী আউলিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। আর আসমান থেকে নাযিলকৃত ওয়াহীর দিকেই দেহমন প্রাণকে সপেঁ দিই এবং পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করি :

﴿أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾

"তুমিই ইহলোক ও পরকালে আমার ওলী (অভিভাবক)। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর।"[১১৭]

[১১৭] ১২. সূরাহ্ ইউসুফ, ১০১।

http://islaminonesite.wordpress.com

শির্ক বিদ'আতেও ভেজাল, উলামা মাশায়িখ নীরব!

বাংলাদেশে সূ'ফী সাধক (লেখক ড. গোলাম সাকলাইন) গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন, "বাংলাদেশের পীর দরবেশগণের মধ্যে শ্রীহট্টের শাহজালাল মুর্জরদই ইয়ামানী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।"

ফুটনোট বা পাদটীকায় ঐ বইয়ের একই পৃষ্ঠায় ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর ভিন্ন মত প্রকাশের কথা লিখেছেন শাহজালাল (ﷺ)-এর জন্মস্থান সম্পর্কে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, তার জন্মস্থান ছিল এশিয়া মাইনরের কুনিয়ায়।[১১৮]

ঐ গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায় শেখ শুভোদয়া গ্রন্থে শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজী দরবেশের এক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেন। সেখানে শেখ সাহেব মাধবী নামের এক হিন্দু রমনীর মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করেন। ফলে তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়ে। শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজী সম্বন্ধে শ্রী সুখময় মুখোপধ্যায় বলেন, এই শেখ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান তার কিরামত জন-সাধারণের নিকট সুবিদিত। তার বয়স খুব বেশী। ৪০ বছর ধরে তিনি উপবাস করেন পর পর দশ দিন অনশনে অতিবাহিত করার আগে কোন উপবাসই ভঙ্গ করতেন না। তার একটা গরু ছিল। তার দুধ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করতেন। সারা রাত দাঁড়িয়ে 'ইবাদাত করতেন। দেহ ছিল ক্ষীণ ও দীর্ঘকায় এবং বিরল শুশ্রূমণ্ডিত।

ঐ গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে শেখ শাহ্জালাল ইয়ামান থেকে দিল্লীতে এসে বিখ্যাত দরবেশ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (৬৩৪-৭২৫ হিজরী) মুতাবিক (১২৫৬-১৩৪৭) সাথে সাক্ষাত করে কিছুদিন সেখানে থাকেন। দিল্লী থেকে তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। তখন সিলেট ছিল রাজা গৌর গোবিন্দের শাসনাধীন। রাজার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে জনৈক মুসলিম বুরহানউদ্দিন বাংলার রাজধানী গৌড়ের সুলতান ফিরোজ শাহের (১৩০২-১৩২২) নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেন। গৌর গোবিন্দকে শাস্তি প্রদান কল্পে সিকান্দার গাজীকে এক বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। যুদ্ধে গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। শেখ শাহ্জালাল ঐ বাহিনীতেই ছিলেন। তিনি বাংলায় আর প্রত্যাবর্তন না করে সিলেটেই থেকে যান। শাহ্জালাল দরগার শিলালিপিতে তাঁর জন্ম স্থান লেখা আছে। তাহলে তাঁর জন্ম স্থান নিয়ে মতভেদ তিন প্রকার।

---

[১১৮] মাহে নও ১৯৬২, জুলাই, পৃষ্ঠা ৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

(১) এশিয়া মাইনরের কুনিয়া, (২) বর্তমান সাউদী আরবের দক্ষিণে ইয়ামানে, (৩) ইরানের তাবরীজে। তারপর দিল্লী থেকে তিনি আসেন বাংলায়। আবার বলা হচ্ছে তিনি ইয়ামান থেকে একখণ্ড মাটি এনেছিলেন যা সিলেটের মাটির সঙ্গে একই রকম হওয়ায় সিলেটে নিজ নিবাস নির্ধারণ করেন। সিলেট সেই সময় শ্রীহট্ট নামে আসামের একটি শহর। তাহলে বাংলার রাজধানী গৌড়ের সেনাবাহিনীর সাথে বাংলা থেকে আসামের সিলেটের গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করার পর তিনি আর বাংলায় ফিরে যাননি। সেটা হ'ল (১৩০২-১৩২২) সালের মধ্যকার ঘটনা।

ইবনু বতুতা মরক্কো থেকে দেশ ভ্রমণে বাংলায় আসেন। অর্থাৎ আসামের সিলেটে শাহ্জালালের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ইবনু বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭) = ৭৩ বছর জীবন (হায়াত) পেয়ে ছিলেন। বহু অলৌকিক ক্ষমতাধর বলে জনগণের নিকট শাহ্জালাল সুপরিচিত এই মর্মে ইবনু বতুতা বর্ণনা করেন। ৬২ বছর বয়সে সিলেটে ইন্তিকাল করেন শেখ শাহ্জালাল। "সুহলে-ই-ইয়ামানের" প্রণেতার মতে ৫৯১ হিজরীতে তিনি মারা যান।

শেখ জালালউদ্দিন (রহঃ)-এর মৃত্যু সন ও বয়স নিয়েও বিতর্ক। শ্রী সুখময় মুখোপধ্যায় তার ইতিহাস গ্রন্থ "বাংলার স্বাধীন সুলতানদের দু'শ' বছর" এ উল্লেখ করেন, তিনি খুব বেশী বছর বেঁচে ছিলেন। ৪০ বছর ধরে সিয়াম পালন করেছেন। কিন্তু জন্ম সনের সঠিকতা নিরূপিত হয় নাই। ইবনু বতুতার বর্ণনায় তার ইন্তিকাল হয় বাষট্টি বছর বয়সে। সুহলে-ই-ইয়ামান গ্রন্থ প্রণেতার মতে তার ইন্তিকাল ৫৯১ হিজরী মুতাবিক ১২১৮-১২১৯ সালে। অথচ W.W. হান্টার বলেন শাহজালাল ১৩৮৪ সালে সিলেটে আসেন। ইবনু বতুতার জন্ম ১৩০৪ সালে। ইবনু বতুতার জন্মের প্রায় ৮৫ বছর পূর্বেই শেখ শাহ্জালালের মৃত্যু হয়েছে। তাহলে (১৩০২-১৩২২) সালে বাংলা ও আসামের সিলেটে শাহ্জালাল (রহঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, গৌড়ের সুলতান ফিরোজ শাহ-এর সময় সিলেটের শাসনকর্তা রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করেন তারই অধীনস্থ সেনাপতি সিকান্দার গাজী। আর সিকান্দার গাজীর সেনাবাহিনীর সাথে শাহ্জালালের সঙ্গীসাথী থাকলে তখন তার বয়স কত হবে? ঐ ঘটনাটি ঘটে ১৩০২-১৩২২ সালের মধ্যে। ইবনু বতুতার সাক্ষাত হলে শাহ্জালালের বয়স ১৪০ বছরেরও বেশী হতে হবে। নইলে সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না। ইবনু বতুতার জন্ম ১৩০৪ সালে আর বাংলা আসেন ১৩০২-১৩২২ সালের মধ্যে। তখন তার বয়স ১৬ বছর। কিন্তু তিনি তো আসেন উত্তর আফ্রিকার শেষ দেশ মরক্কো-

http://islaminonesite.wordpress.com

যা ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর তীরে। আবার গোলাম সাকলায়েন বলছেন; ইবনু বতুতা বাংলায় আসেন ১৩৪৬ সালে। তখন তার বয়স ৪২ বছর।

তিনি বাংলা থেকে অর্থাৎ শাহ্জালাল (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বিদায়ের সময় শাহ্জালাল তার শরীর থেকে পশমের জুব্বা ও টুপি খুলে ইবনু বতুতাকে দেন। এটা নিয়ে তিনি চীন দেশে খানসা (হাংচৌফু) শহরে যান। এরপর তিনি চীনের রাজধানী খানবালিক (পিকিং)-এও যান। বহু কিরামতির কথা তার বর্ণনায় বলেছেন। তার লিখিত কিতাবে কেবল কিরামতির বর্ণনায় ভরপুর অথচ তার জন্ম মৃত্যুর বিষয়টি এবং তার সাথে সাক্ষাতের সন তারিখটি উল্লেখ করেন নি।

১। সুহল-ই-ইয়ামান ফারসী ভাষায় রচিত কিতাব, ১৮৬০ সালে প্রকাশ করেন সিলেটের মুনসেফ কুমিল্লাবাসী নাসিরউদ্দিন হায়দার। এই গ্রন্থটি কিংবদন্তী শাহ্জালালের অসংখ্য কিস্সা কাহিনীতে ভরপুর এবং তার মৃত্যুর তারিখ ৫৯১ হিজরী মুতাবিক ১২১৮-১২১৯ সাল হবার কথা হিসাব মতে।

২। শাহ্জালালের মৃত্যু সম্পর্কে সমাধিফলকে যা আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ বাংলার শ্রেষ্ঠ স্বাধীন শাসনকর্তার আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) স্থাপিত, সেখানকার আরবী লিপি থেকে মনে হয় ১৩০৩ সালে সিলেট বিজিত হয়।

৩। ড. সাকলায়েন কোন দলীল ছাড়াই বলছেন, আড়াই হাত লম্বা দু' হাত প্রস্থ হোজরাতে ৩০ বছর বন্দেগী করেন এবং ৬২ বছর বয়সে মারা যান।

৪। W W. হান্টার সাহেব বলছেন, ১৩৮৪ সালে শাহ্জালাল সিলেটে আসেন।

৫। ইবনু বতুতা বলছেন, তার সময়ে তিনি শেখ শাহ্জালাল শ্রেষ্ঠ ওলীআল্লা। তার বয়সও বেশি ছিল। তিনি ৪০ বছর ধরে সিয়াম পালন করতেন। দশ দিন পর পর গাভীর দুধ দিয়ে ইফতার করতেন, শরীর রোগা, পাতলা এবং লম্বা। তার খানকায় তিন দিন পর্যন্ত আতিথ্য গ্রহণ করেন ইবনু বতুতা।

৬। ড. আহমাদ হাসান দানী (বাংলায় ইসলাম প্রচার) প্রবন্ধে যা ১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারী ত্রৈমাসিক মাহে নাও পত্রিকায় বলেছেন :

শেখ শুভোদয়া গ্রন্থে জালালউদ্দীন শাহ্ নামক এই দরবেশের কথা উল্লেখ আছে। ইবনু বতুতার সাথে কামরু নামক স্থানে জনৈক সূ'ফী সাধক শেখ জালালউদ্দিনের সাক্ষাত হয়। সিলেটের দরগায় শাহ্জালাল এক দরবেশের ক্বর আছে। ১৫১২ সালের পরের শিলালিপিতে তার নাম আছে। এরা তিনজন একই ব্যক্তি নাও হতে পারেন। শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজীর কথা উল্লেখ আছে। এই দরবেশের কথা ড. সুকুমার সেন তার সম্পাদিত "শেখ শুভোদয়া" কলকাতা ১৯২৭ ৩য় পরিচ্ছদে উল্লেখিত। আর শ্রীসুখময় মুখোপধ্যায় "বাংলার স্বাধীন

http://islaminonesite.wordpress.com

চিল্লায় আখিরী মুনাজাতের মহাশক্তির মোহে সোনাভানের টঙ্গীর শহরে তুরাগ নদ তটে লাখ লাখ লোকের মেঘনার ঢেউ-এর মত জনস্রোত। ওখানে মহাপবিত্র উরশ আর এখানে বিশ্ব ইজতিমার জমজমাট উৎসব দু'টি স্থানে যিক্‌র আর বয়ান ইসলামের নামে জনতার ঢল নামে রাজনৈতিক মতাদর্শ ভেদাভেদ ভুলে। কেননা এ দু'টি স্থানে জান্নাতের বাগ বাগিচার উদ্যান রচনার কিস্‌সা কাহিনী স্বর্গমর্ত্য দেবদেবীদের মানসরোবরের মোহনীয় মোনোহরকে হার মানানোর কোশেক দলীলবিহীন বয়ানের ও সাওয়াবের লক্ষ কোটি হিসাব। মু'মিন মুত্তাক্বী পরহেজগার আল্লাহ প্রেমিক জন আল্লাহর রহমাতপুষ্ট হয়ে জান্নাতের অকল্পনীয় সুখ ও আরাম আয়েশের সফলতা অর্জন করবে এটা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে রসূলে বিঘোষিত যা সত্য এবং চিরস্থায়ী নিবাসরূপে অবধারিত। কিন্তু কল্পিত কিস্‌সা কাহিনী চর্চা ও বয়ানে ঐ সুখময় উদ্যানে প্রবেশাধিকার পাওয়া কি সম্ভব?

আর আল্লাহওয়ালা নেক বান্দাদের নিয়ে যুগে যুগে যত শির্ক ও বিদ'আত হয়েছে তাদের ক্বরকে কেন্দ্র করে, যার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তার প্রিয় নাবী (ﷺ) সর্তক করে দিয়েছেন। কিন্ত আল্লাহর বিরুদ্ধে তাগুতী শক্তির দোসরের ঐ সতর্কবাণীর তোয়াক্কা না করে শির্ক বিদ'আত করেই চলেছে।

আলোচ্য আল্লাহর প্রিয়জন দীনের সৈনিক, বিখ্যাত মনীষী শাহজালাল (رحمه الله) কে নিয়ে ঐতিহাসিক পরিব্রাজক বা দেশভ্রমণকারী গবেষক এবং অন্ধ মাযার ভক্তের যে বিবরণ তা যদি একত্রিত করা হয় তবে যে সত্য বেরিয়ে আসবে তাও বহুজনের কৌতুহল অথবা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

ইতিপূর্বে শাহজালাল (رحمه الله)-এর জন্মস্থান কুনিয়া, ইয়ামান এবং তাবরীজ বলা হয়েছে। তিনটি স্থানের দূরত্ব পরস্পর থেকে বহু দূরে যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

"বাংলার ইতিহাসের দু'শ' বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল" লিখেছেন শ্রীসুখময় মুখোপধ্যায়। অধ্যাপক বিশ্বভারতী। ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৬, প্রকাশক হৃষীকেশ বারিক ভারতীয় বুক স্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা- ৯।

ড. রমেশচন্দ্র ভূমিকায় এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্য সাহিত্যের বিচারে বেশ উঁচু মানের এটা বলেছেন। আমরা এখন শাহ্‌জালাল ও ইবনু বতুতা সম্বন্ধে এ গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় এবং পরিশিষ্টের ৫২২-৫২৭ পৃষ্ঠায় যা বর্ণনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

৫ম পৃষ্ঠা- ইবনু বতুতা ফখরুদ্দীনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন (৭৪৭ হিজরী) ফখরুদ্দীনের রাজধানী ছিল সোনার গাঁওতে (বর্তমান নারায়নগঞ্জে যাবার পথে)। এ সময় সোনারগাঁও টাকশাল থেকে যে মুদ্রা পাওয়া যায় তা ৭৫০ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ তার রাজত্বকাল ছিল সোনারগাঁয়ে ১৩৪০-১৩৫০ খৃষ্টাব্দ ও হিজরী ৭৪০ হিজরী-৭৫০ হিজরী পর্যন্ত) সে সময় লখনৌতি এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

ফখরুদ্দীনের রাজ্য সীমানা ছিল। কিন্তু ৭৪৭ হিজরীতে যখন ইবনু বতুতা বাংলায় আসেন সে সময় সুলতান ফখরুদ্দীন আলাউদ্দিন আলী শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাই সুলতানের সাথে তার দেখা হয়নি।[১১৯] ৭৪৭ সালে যখন ইবনু বতুতা বাংলায় আসেন সে সময় সাতগাঁ ছিল শাসসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের অধীনে এবং সেখানকার টাকশাল থেকে মুদ্রা তৈরী হত। ইবনু বতুতা চাটগাঁও কে 'সোদ কাওয়াঙ' বলে লিখেছেন। এ সময় বাংলার দ্রব্যমূল্য এত কম ছিল যে পৃথিবীর আর কোথাও এতো সস্তা ছিল না।

বাংলার রাজধানী এ সময় তিনটে (১) সোনার গাঁও, (২) সাতগাঁও, (৩) লখনৌতি।

১। "ফখরুউদ্দিন মুরাবক শাহ সোনার গাঁ অধিপতির সম-সাময়িক ছিলেন শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজী। তিনি কামরূপ অঞ্চলে বাস করতেন। ইবনু বতুতা ৭৪৭ হিজরী বা ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে তার সাথে দেখা করেন। পরের বছর ১৫০ বছর বয়সে তিনি মারা যান।"[১২০]

২। ড. আব্দুল করিমের মতে ইবনু বততুতা যে শেখ জালাল উদ্দীনের সাথে দেখা করেন তিনি শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজী নন, তিনি শেখ জলালুদ্দীন কুন্যাই (Social History of the Muslims in Bengal p.p. 97-98, f.n. এবং Journal of the Pakistan Historical Society, vol viii Pt.-1 960-PP 290-96. ড. আব্দুল করিম লিখেছেন : Ibn Batuta's reference to Sheikh Jalal Tabringi in Kamrup is a Mistakes for sheikh Jalal Kumyai as he committee in many other caos in connection with Bengal.

অর্থাৎ শেখ জালাল তাবরিজীকে কামরূপে শেখ জালাল কুনাঈ বলে দেখা একটা ভুল। তিনি (ইবনু বতুতা) অন্যান্য ব্যাপারেও ভুল সংবাদ লিখেছেন বাংলা সফরে।[১২১]

ইবনু বতুতার শেখ জালাল তাবরিজীর বয়স ১৫০ বছর হলে তার জন্ম ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৫৯৮ হিজরী বা ১২০২ সাল হয় এবং মৃত্যু ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে হয়। আর ইবনু বতুতা বাংলায় আসেন ৭৪৭ হিজরী ১৩৪৬ সালে।

এখন বির্তক দু' জন্মস্থানের নাম নিয়ে শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজী ও শেখ জালালউদ্দিন কুনাঈ নিয়ে। ইবনু বতুতা তাবরিজিকে দেখেছেন তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে এটা সুখময় মুখোপধ্যায়ের গবেষণার ফল। আর ড. আব্দুল করিম "আইনী আকবরী" আবুল ফজল "মালায়িকা" আবুল কাশেম-এর উল্লেখ করেছেন

---

[১১৯] পৃষ্ঠা ৬।
[১২০] পৃষ্ঠা ১১।
[১২১] পৃষ্ঠা ৫২২-৫২৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

এবং খাজিনাত আল আসফিয়ার মতে জালালউদ্দিনের মৃত্যু ৬৪২ হিজরী ১২৪৪ খৃষ্টাব্দ আর তাযকিরাতই আউলিয়া-ই হিন্দ জীবনী গ্রন্থ উর্দূতে লেখা মৃত্যু ৬২২ হিজরী ১২২৫ খৃষ্টাব্দ।

সুখময় মুখোপধ্যায় আরো লিখছেন, ইবনু বতুতা লিখেছেন শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজী কামরূপ পর্বতেই পরলোক গমন করেন ও সেখানেই তার সমাধি আছে। বহু জায়গাতে শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজীর সমাধি দেখতে পাওয়া যায়।[১২২]

আবারও বলা হয়েছে গাউসী নামক একজন গ্রন্থকার ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে "গুলজারই আবরার" নামক বইয়ে শ্রীহট্ট বিজেতা সৈন্যদের অন্যতম শেখ জালাল আর তার এক শাগরিদ শেখ আলী শেরের "শরহই নহল উল আরওয়াহ" অবলম্বনে লিখেছেন শেখ জালালউদ্দিনের বাড়ী তুর্কীস্থানে এবং তিনি তার গুরু প্রদত্ত কয়েক শত সৈন্য নিয়ে শ্রীহট্ট বা সিলেট বিজয় করেন।[১২৩]

তাহলে পূর্বে তিনজন জালাল নামক সৈনিক তাপসের নাম পাওয়া গেছে। এখন আর একজন তুর্কীস্থানের জালালের নাম পাওয়া গেল। জালালউদ্দিন হ'ল ৪ জন। যেমন সমসাময়িক ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) নামে ১৯ জন ছিলেন। আর একটা সত্য কথা ঐতিহাসিক মুখোপধ্যায় লিখেছেন পীর দরবেশদের মাযার একাধিক বিভিন্ন স্থানে। যেমন বাইজিদ বোস্তামী (রহঃ) বাংলাদেশে আদৌও আসেননি অথচ তার নকল মাযার চট্টগ্রামে এবং আসল মাযার ইরানের বিস্তামে। এ ধরনের নকল ক্ববর মাযার দরগা তৈরীর বৈধতা যেমন ইসলামে নেই তেমনি কোন জালালউদ্দিনকে ইবনু বতুতা সত্যই দেখেছিলেন বা আদৌও দেখেছেন কিনা তাতেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ বিদ্যমান। নকল মাযার নিয়ে বিভিন্ন নাম নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এটাই দুর্ভাগ্য। যেখানে বৈধতার প্রশ্ন তখনই তা পিছনে ফেলে ভক্তিই প্রবল দলীল।

১। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা ভাষা সাহিত্যের সুপণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বলেছেন শেখ জালালউদ্দিনের জন্মস্থান এশিয়া মাইনরের কুনাইতে।[১২৪]

২। ড. মুহাম্মদ আবদুল করিম সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ গবেষক। তিনিও বলছেন ইবনু বতুতা যে জালালউদ্দিনের সাথে দেখা করেছিলেন তিনি জালালউদ্দিন কুনাঈ। জালালউদ্দিন তাবরিজী নন। Social History of the Muslim in Bengal, p.p. 97-98-f.n. এবং Journal of the pakistan Historical society vol. viii part 1 1960 p.p. 290-6 ইবনু বতুতা ভুল করেছেন। তাবরিজীর স্থলে কুনাঈ হবে।

---

[১২২] ৫২৫ পৃষ্ঠা।

[১২৩] ঔড়ঁৎহধষ ড়ভ অংরধঃরপ ঝড়পরবঃু ড়ভ চধশরংঃধহ ১৯৫৭, াড়ষ, রর ঢ়.ঢ়. ৬১-৬৬.

[১২৪] মাহিনও ১৯৬২ জুলাই সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

৩। ড. গোলাম সাকলাইন তার লেখা 'বাংলাদেশে সূ'ফী সাধক' গ্রন্থে ৯৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন শ্রীহট্টের শাহজালালের বাড়ী ইয়ামানে বিধায় তিনি ইয়ামানী। ৯৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ইয়ামান থেকে ভারতের দিল্লীতে এসে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে সাক্ষত করেন।

৪। ড. সাকলাইন সাহেবের গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায় শেখ শুভোদয়া গ্রন্থের বরাতে বলা হল শেখ জালালউদ্দিন তাবারিজী দরবেশ খুবই প্রতিভাবান ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ঐ শুভোদয়া শ্রীস কুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত।"

৫। সুখময় মুখোপধ্যায় তার লিখিত "বাংলার ইতিহাস দু'শ' বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল"-এর ১১ পৃষ্ঠাতে লেখা জালালউদ্দিন তাবরিজী বাংলার সুলতান ফখরুদ্দিনের সময় এসেছিলেন তিনি কামরূপে বাস করতেন। সেই কামরূপেই তার মৃত্যু হয়। সেখানেই তার সমাধি আছে।

৬। শেখ জালালউদ্দিনের এক শাগরিদ শেখ আলীশের লিখিত "শরহই নাহল উল আরোহা" নামক কিতাবে লিখেছেন, শেখ জালালউদ্দিনের বাড়ী তুর্কীস্তানে এবং তিনি তার গুরু প্রদত্ত কয়েক শত সৈন্য নিয়ে শ্রীহট্ট জয় করেন।

Journal of the Asiatie Society of Pakistan 1957 vol. ii P.P. 61-66.

একই নামের একাধিক স্থান হতে আগত শেখ জালাল উদ্দিন বাংলা ও আসামে আগমন করেন এ সম্পর্কে রিয়াজউস সালাতীন, তারিখই ফিরোজশাহী, শামসই সিরাজ, জিয়াউদ্দীন বারানী এবং মুনতাখব উত তাওয়ারিখ, আইন ই আকবরী, আবুল কাসিম মালায়িকা, তারিখই মালায়িকা, এমন অনেক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে সুখোময় মুখোপধ্যায় জালালউদ্দিন তাবরিজীই বাংলা বা আসামে এসেছিলেন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং তার বয়স ১৫০ বছর। ইবনু বতুতার সাথে তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে দেখা হয়েছিল এও বলেন। তবে তার ক্ববর সিলেটে নয়।

এবার জালালউদ্দিনের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ দেখা যাক এবং ইবনু বতুতার এদেশে আগমন বিষয়টি কেমন কোন সালে কোথা হতে কোথায় দেখা যাক।

১। সুখোময় মুখোপধ্যায় লিখেছেন- শাহ জালালের জন্ম ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ/৫৯৮ হিজরী এবং মৃত্যু ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ আর ইবনু বতুতা বাংলায় আসেন ৭৪৭ হিজরী/১৩৪৬ খৃষ্টাব্দ।

২। ড. আব্দুল করিম, আইনীই আক্ববরী, মালায়িকার এবং খাজিনাত আল আসফিয়ার মতে জালালউদ্দিনের মৃত্যু ৬৪২ হিজরী/১২৪৪ খৃষ্টাব্দ। ১৩৪৭-১২৪৪ = ১০৩ বছরের ব্যবধান।

৩। তাজকিরাত আউলিয়া-ই হিন্দু উর্দূতে লেখা এর মতে মৃত্যু ৬২২ হিজরী/১২২৫ খৃষ্টাব্দ ১৩৪৭-১২২৫ ব্যবধান = ১২২ বছর।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪। সুহল-ই ইয়ামিনী ফারসী কিতাবে লেখা মৃত্যুর তারিখ ৫৯১ হিজরী/১২১৮-১২১৯ খৃষ্টাব্দ ১৩৪৭-১২১৯ = ১২৮ বছরের ব্যবধান।

৫। ড. গোলাম সাকলাইন বলেছেন তিনি ৬২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ১৫০-৬২ = ৮৮ বছর।

৬। w. w. Hanter বলেন তিনি ১৩৮৪ সালে সিলেটে আসেন। ১৩৪৭-খৃষ্টাব্দ মারা গেলে ১৩৮৪ সালে কেমন ভাবে আসেন?

৭। ড. আহমাদ হাসান দানী বলেন ইবনু বতুতা কামরু নামক স্থানে জনৈক সূ'ফী সাধক শাহ্জালালের সাথে দেখা হয়। সিলেটে এক শাহ্জালালের দরগায় যে ক্বর আছে তার শিলালিপিতে যে সন তা ১৫১২ সালের পরে লেখা।

৮। শাহ্জালালের মৃত্যু সম্পর্কে সমাধি ফলকে যা লেখা তার বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এর আমলে স্থাপিত। ১৩০৩ সালে সিলেট বিজিত হয়।

৯। ইবনু বতুতার জন্ম ১৩০৪ খৃষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ।

১০। ইবনু বতুতা বাংলায় আসেন ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে।

১১। সুলতান ফিরোজ শাহ (১৩০২-১৩২২) তার অধীনস্থ সিকান্দর গাজীর অধীনে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন যার সাথে জালাল উদ্দিন ছিলেন শ্রীহটের গৌর গৌবিন্দকে পরাজিত করতে। অর্থাৎ ২ নং থেকে ৬ নং মৃত্যু সন হলে ইবনু বতুতার সাথে দেখা হবার সুযোগ নেই।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণপঞ্জীতে নামে গরমিল, জন্ম মৃত্যুতে গরমিল, মৃত্যুর স্থান ও ক্বরস্থানের গরমিল এবং ইবনু বতুতার সাক্ষাতও গরমিল। বাংলায় কোন সুলতানের সময় এসেছিলেন তাতেও গরমিল। শাহজালাল (রাহিমাহুল্লাহ) আসল ক্বর তার জন্মস্থানের উপাধির উপর নির্ভরশীল। ইসলামের জন্য যিনি যেখান থেকে জন্ম গ্রহণ করে আসুন আর যেখানে মৃত্যু বরণ করুন এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার কীর্তিই স্মরণীয় এবং তা যদি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মুতাবিক হয় তা অনুকরণীয়। কে কার সাথে কোথায় দেখা সাক্ষাত করলেন তা তাৎপর্য বহন করে না যদি না তা জনগণের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ বয়ে আনে। প্রিয় নাবী (ﷺ) সহাবায়ি কিরাম তাঁদের জীবন মৃত্যুর যে স্বর্ণমণ্ডিত কীর্তি তাই অনুসরণীয় কিন্তু ঘটা করে পালনীয় নয়, নয় মাযার দরগার জৌলুসের শির্ক বিদ'আত রচনার নকল কারবার।

শির্ক-বিদ'আত থেকে ঈমান 'আক্বীদাহ্ ও 'আমালকে হিফাযাত যেমন করতে হবে তেমনি আসল নকল ভেজাল শির্ক-বিদ'আত মুক্ত মুসলিম জীবন সমাজকে উপহার দিবার যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে যদি জান্নাতে যাবার দূর্বার আকাংখা থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com

আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা-এর

প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ

০১। কুরআনুল হাকীম বঙ্গানুবাদ-	সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
০২। সহীহ মুসলিম (১ম খণ্ড)-	ঐ
০৩। সহীহ মুসলিম (২য় খণ্ড)-	ঐ
০৪। সহীহ মুসলিম (৩য় খণ্ড)-	ঐ
০৫। সহীহ মুসলিম (৪র্থ খণ্ড)-	ঐ
০৬। সহীহ মুসলিম (৫ম খণ্ড)-	ঐ
০৭। সহীহ মুসলিম (৬ষ্ঠ খণ্ড)-	ঐ
০৮। বুলূগুল মারাম (পূর্ণাঙ্গ)-	ঐ
০৯। মিশকাতুল মাসাবীহ (১ম খণ্ড)-	ঐ
১০। মিশকাতুল মাসাবীহ (২য় খণ্ড)-	ঐ প্রকাশের পথে
১১। আইনী তুহ্‌ফা সলাতে মুস্তফা (১ম খণ্ড)-	অধ্যাপক হাফিয মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াভী
১২। আইনী তুহ্‌ফা সলাতে মুস্তফা (২য় খণ্ড)-	ঐ
১৩। আইনী তুহ্‌ফা সলাতে মুস্তফা (১-২) একত্রে	ঐ
১৪। আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের তত্ত্ব রহস্য-	মুফতী মাওলানা আবদুর রউফ
১৫। হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও পরিচয়-	ঐ
১৬। প্রচলিত নামায বনাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায-	ঐ
১৭। ইলিয়াসী তাবলীগ বনাম রসূল (সঃ)-এর তাবলীগ-	অধ্যাপক মাওলানা হাফিয আইনুল বারী আলিয়াভী
১৮। অধঃপতনের অতল তলে-	আবূ তাহের বর্ধমানী
১৯। কাট হুজ্জতির জওয়াব-	ঐ
২০। মৌলুদ শরীফ	ঐ
২১। তুহফায়ে হাজ্জ-	মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী
২২। ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি ও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন-	শাইখ আহমাদুল্লাহ রহমানী নাসিরাবাদী
২৩। দু'আ প্রসঙ্গ-	আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম
২৪। রুকূর পূর্বে ও পরে সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় বাঁধা সম্পর্কে	এ.কিউ.এম বেলাল হোসাইন রহমানী
২৫। নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন-	ওজীউল হক
২৬। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ, মুহাররম ও মীলাদুন্নবী-	অধ্যক্ষ মাওঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী
২৭। খাঁটি সুন্নাত বনাম ভেজাল সুন্নাত	জহুর বিন ওসমান
২৮। আপনি কেন আহ্‌লে হাদীস হবেন	আম্মার বিন নওয়াব (বাদশা)
২৯। যাদুটোনা, জিনের আসর' বদনযর ও শাইত্বনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার নিশ্চিত উপায়-	ভাষান্তরে মুহাম্মদ আমানুল্লাহ খান
৩০। প্রকৃত অলী আউলিয়া কে?	
৩১। কাদিয়ানী ও শী'আ কারা- ভেবে দেখবেন কি?	প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান